বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৩০ ॥ ২০ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৬ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার বলেছেন, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা নিশ্চিত করতে হবে। বুধবার (১৯ মার্চ) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'মাদরাসা শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' নিয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার থেকে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়নি: উপদেষ্টা আসিফ

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার (১৯ মার্চ) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা জানান।

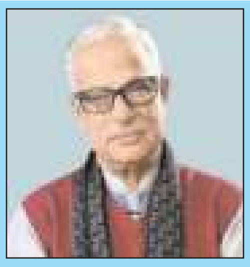

প্রতিবেশী দেশের কাছ থেকে সবসময় ভালো আচরণ প্রত্যাশা করি: ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, 'আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। একটি ভালো প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা সবসময় তাদের কাছ থেকে ভালো আচরণ প্রত্যাশা করি।'

নির্বাচনের জন্য পুলিশকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশের প্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে এখন থেকেই উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৯ মার্চ) স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন। খবর বাসসের। প্রধান উপদেষ্টা সোমবার মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই সভায় কর্মকর্তারা তাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান। এসব সমস্যা সমাধানে কী করা যেতে পারে তা নিয়ে আজ প্রধান উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান উপদেষ্টা আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণসহ তৃণমূল পর্যায়ে যেসব পুলিশ কাজ

করেন তাদের কল্যাণে কয়েকটি বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা হলো- ঝুঁকি ভাতার প্রচলিত সিলিং তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা। পুলিশের জন্য নতুন ৩৬৪টি পিকআপ এবং ১৪০টি প্রিজনার ভ্যান কেনার উদ্যোগ নেওয়া। পুলিশের চলমান নির্মাণ প্রকল্পের যেগুলোর কাজ ৭০ শতাংশের নিচে সম্পাদিত হয়ে আছে সেগুলোতে অর্থ ছাড় করা। এছাড়া ভাড়া করা ভবনে অবস্থিত ৬৫টি থানার জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ ছাড় করা। পুলিশের এসআই ও এএসআই র‍্যাংকের মোটরসাইকেল কেনার জন্য সুদমুক্ত ঋণের বিষয়টি বিবেচনা করা। সভায় প্রধান উপদেষ্টা জানান, কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের ভিত্তিতে জেলা পুলিশকে শ্রেণিভুক্ত করে যাদের পারফরম্যান্স অপেক্ষাকৃত কম, তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

দুদকের মামলা বাতিলে ড. ইউনূসের আপিলের রায় ২৩ এপ্রিল

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা একটি মামলা বাতিলের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সাত ব্যক্তির করা আপিলের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে রায়ের জন্য আগামী ২৩ এপ্রিল দিন ঠিক করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে বুধবার (১৯ মার্চ) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ তাদের আপিলের ওপর শুনানি শেষে রায়ের এ দিন ঠিক করেন। আদালতে আজ আপিলকারীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ-আল-মামুন শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী খাজা তানভীর আহমেদ। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এবং দুদকের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আসিফ হাসান শুনানি করেন। এ বিষয়ে আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ-আল-মামুন সাংবাদিকদের বলেন, দুদক তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছে সেখানে নিয়ম মানা

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বুধবার (১৯ মার্চ) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তারা এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর)। সাক্ষাৎকালে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সেনাবাহিনীর চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। পাশাপাশি, দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য সেনাবাহিনীর নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করেন। আলোচনাকালে, সেনাপ্রধান তার সাম্প্রতিক সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক সফরের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এই সফরটি দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়ন ও সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে সেনাপ্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আইএসপিআর আরও জানায়, সদ্য সমাপ্ত বিবিধ বঞ্চিত সেনা কর্মকর্তাদের সুবিচার নিশ্চিত করা সংক্রান্ত উচ্চপদস্থ পর্ষদের মূল্যায়ন ও সুপারিশ এবং বিবিধ কারণে চাকরিচ্যুত জেসিও ও অন্যান্য পদবির সেনা সদস্যদের চলমান উচ্চপদস্থ পর্ষদের অগ্রগতির বিষয়ে সেনাপ্রধান প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। পরিশেষে, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১৯)

স্টাফ রিপোর্টার : রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রসঙ্গ যদি সাওম অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাস ব্যতীত চুমো দেয় বা আলিঙ্গন করে তবে তা জায়েয। এতে সাওমের কোন অসুবিধা হয় না। কেননা নবী করীম সাললহু আলাইহি ওয়াসালম সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিতেন, আলিঙ্গন করতেন। তবে এতে যদি সহবাসে লিপ্ত হয়ে পরার আশঙ্কা থাকে তবে তা মাকরূহ হবে। আর চুমো বা আলিঙ্গনের কারণে যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তবে দিনের বাকি অংশ সাওম অবস্থায় থেকে পরে সাওমের কাজা আদায় করবে। কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না। এটা অধিকাংশ আলেমদের মত। চুমো বা আলিঙ্গনের কারণে যদি মজী বের হয় তবে এতে সাওমের কোন ক্ষতি করে না। এটা অধিকতর বিশুদ্ধ মত। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

তারেক রহমানসহ সব আসামির খালাসের বিরুদ্ধে আপিল

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাস করে দেওয়া হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। বুধবার (১৯ মার্চ) সকালে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিনই শুনানি হতে পারে এ ব্যাপারে। এর আগে, গত ১ ডিসেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হয়। এতে ২৪ জন নিহত হন। আহত হন শতাধিক নেতাকর্মী। ওই হামলায় অল্পের জন্য রক্ষা পান বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপিজামায়াত জোট সরকার। গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মামলা হয় মতিঝিল থানায়। মামলার তদন্ত ভিন্ন খাতে নিতে তৎকালীন সরকার নানা তৎপরতা চালায় বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। এরপর ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মামলার তদন্ত নতুনভাবে শুরু করে। ২০০৮ সালে এ মামলায় প্রথমে ২২ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পরে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এ মামলার (হত্যা ও বিস্ফোরক) অধিকতর তদন্ত হয়। এরপর তারেক রহমানসহ আরও ৩০ জনকে আসামি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

এ মামলায় ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ রায় দেন। রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাবেক ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ৪৯ জনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জানান, মামলাগুলোর বিচারিক আদালতের রায় অবৈধ। কারণ, তা অবৈধ উপায়ে দেওয়া হয়েছে।

গণিতের নতুন তারিখ জানিয়ে এসএসসির রুটিনে পরিবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০ এপ্রিল খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইস্টার সানডে। চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের রুটিন অনুযায়ী ওইদিন আবার গণিত পরীক্ষা। এ নিয়ে বিতর্কের মুখে সেই পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। বুধবার (১৯ মার্চ) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার পরিবর্তিত এ রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে। ?নতুন সূচি অনুযায়ী, ২০ এপ্রিলের গণিত পরীক্ষা একদিন পিছিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২১ এপ্রিলে। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। রুটিন অনুযায়ী, ১০ এপ্রিল বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ৮ মে। ১০ মে

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : গাড়ি চলে না চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে নাড়এমন চিত্র এখন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনা অংশে। সেখানকার ১০ কিলোমিটার অংশজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা। বুধবার (১৯ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত এই যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চান্দিনা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলমান থাকায় এ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আন্তঃজেলার বাসগুলো ছাড়াও কুমিল্লা থেকে বিভিন্ন উপজেলায় চলাচলকারী, একতা পরিবহন, পাপিয়া পরিবহন, সততা পরিবহনসহ বেশ কিছু বাসের চালকরা মহাসড়কে যত্রতত্র পার্কিং করে যাত্রী ওঠানামা করেন। বিশেষ করে চান্দিনা এলাকায় সড়কে যাত্রীর জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে ছোট আকারে

২-এর পাতায় দেখুন

চন্দ্রিমা উদ্যান ফের 'জিয়া উদ্যান' নামে পুনর্বহাল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থল 'জিয়া উদ্যান'-এর নাম পুনর্বহাল করা হয়েছে। সম্প্রতি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নায়লা আহমেদ সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের ১২.৩ অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অবস্থিত 'চন্দ্রিমা উদ্যান'-এর পরিবর্তিত নামকরণ 'জিয়া উদ্যান' পুনর্বহাল করা হলো। এর আগে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'জিয়া উদ্যান'-এর নাম পরিবর্তন করে 'চন্দ্রিমা উদ্যান' রাখা হয়। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল আবার সামরিক আগ্রাসন শুরু করায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার (১৯ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ নিন্দা ও উদ্বেগ জানায়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসন আবারও শুরু হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই আগ্রাসনে নিরীহ বেসামরিক লোকড়বিশেষ করে শিশু ও নারীদেরড়ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে এবং ইতোমধ্যেই সংকটাপন্ন অঞ্চলটির মানবিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। এই সহিংসতার নতুন চক্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলোর প্রতি গুরুতর অবহেলার

২-এর পাতায় দেখুন

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' এর উদ্যোগে নারী ধর্ষণ-নির্যাতন, পরিকল্পিত মব সন্ত্রাস বন্ধ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদান ও অবিলম্বে নির্বাচনের রোড ম্যাপ ঘোষণা করার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদযাত্রার দিন থেকে অবরোধ ও কর্মবিরতির ঘোষণা গেটকিপারদের

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আগামী ২৪ মার্চ ঈদযাত্রার দিন থেকে একযোগে রেলপথ অবরোধ এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত গেটকিপার-গেটম্যানরা। বুধবার (১৯ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রেলভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মানববন্ধনের আয়োজন করেন কর্মচারীরা। সেখান থেকেই নতুন এ কর্মসূচি ঘোষণা করে আল্টিমেটাম দেন তারা। মানবববন্ধন থেকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপিও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষুব্ধ গেটকিপাররা জানান, দাবি আদায়ে গেটকিপার-গেটম্যানরা গত বছরের ১৮ আগস্ট রেলভবনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ওইদিন তৎকালীন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে

২-এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট কিনতে আধাঘণ্টায় হিট এক কোটি ২৩ লাখ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়ে ঈদে ঘরমুখো মানুষের জন্য অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করেছে। আজ বিক্রি হচ্ছে ২৯ মার্চের টিকিট। এদিন পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট কাটতে সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মোট এক কোটি ২৩ লাখ হিট বা এই সংখ্যক বার টিকিট কাটার চেষ্টা করেছেন যাত্রীরা। বুধবার (১৯ মার্চ) সকালে বিষয়টি জানিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বশীল সূত্র। এ সময় ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩৩ হাজার আসনের টিকিট। তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮টা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয় রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনগুলোর। প্রথম ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া পশ্চিমাঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনগুলোর ১৪ হাজার ৪০৫টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। আর সারাদেশে বিক্রি হয় পশ্চিমাঞ্চলের ১৮ হাজার ৫৪৬টি টিকিট। প্রথম ৩০ মিনিটে ঢাকাসহ সারাদেশে মোট টিকিট বিক্রি হয়েছে ৩২ হাজার ৯৫১টি। আরও জানা গেছে, ২৯ মার্চের জন্য ঢাকা থেকে ট্রেনের মোট আসন ৩৩ হাজার ১৯৯টি এবং সারাদেশের সব ট্রেনের মোট আসন এক লাখ ৭৫ হাজার ৬৩০টি। এর আগে, রোববার (৯ মার্চ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রেজাউল করিম সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে অগ্রিম টিকিট বিক্রির তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৭ মার্চের টিকিট ১৭ মার্চ, ২৮ মার্চের টিকিট ১৮ মার্চ, ২৯ মার্চের টিকিট ১৯ মার্চ ও ৩০ মার্চের টিকিট ২০ মার্চ

২-এর পাতায় দেখুন

সাগরে মাছ ধরায় ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা, ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে তারিখ নির্ধারণ

স্টাফ রিপোর্টার : মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে ৫৮ দিন সাগরে যেকোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। দেশের জেলেদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে তারিখের সমন্বয় করে জারি করা হয়েছে এ নিষেধাজ্ঞা। সেই অনুযায়ী, আগামী ১৫ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে কার্যকর হচ্ছে এ নিষেধাজ্ঞা, যা বলবৎ থাকবে ১১ জুন পর্যন্ত। বুধবার (১৯ মার্চ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদযাত্রায় পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে: শিমুল বিশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়ক শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেছেন, 'ঈদ এলেই জনদুর্ভোগে পড়েন ঈদমুখো মানুষ। অতীতে ঈদে বাড়ি যাওয়ার পথে মানুষের ভোগান্তি দেখেছি, পথে অভুক্ত থেকেছেন। তখন তাদের মনের ভিতর থেকে একটি অভিশাপ আছে। ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করা আমাদের ইবাদতের অংশ হবে।' তিনি বলেন, 'ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া এবং পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত ভাড়া এবং পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।' গতকাল বুধবার রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে আসন্ন ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করার জন্য পুলিশ বিভাগ, বিআরটিএ এবং পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসাবে ফুলবাড়িয়া-গুলিস্তান বাস টার্মিনাল সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-মালিকদের করণীয় নির্দেশনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিমুল বিশ্বাস বলেন, এয়ারপোর্টে প্রবাসীরা যখন হয়রানির শিকার হন, তা গোটা দেশের ওপর পড়ে। তেমনি পরিবহন সেক্টরে কিছু চাঁদাবাজের জন্য পুরো পরিবহন সেক্টরের দায় নিতে পারে না। বিগত সরকারের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ পরিবহন মালিক-শ্রমিকরাও মামলা এবং হয়রানি থেকে রেহাই পায়নি। সেই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আমরা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশীদার হিসেবে পেতে চাই। এর জন্য চাঁদাবাজ ও দখলবাজমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান শিমুল বিশ্বাস। সভায় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, রেললাইনে বেশ আগে থেকে সিগনাল যেন না দেয়, পুরোনো বাস যাতে চলতে না পারে সে বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দেব। বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি বের হওয়ার সময় ওয়ান ওয়ে নিশ্চিত করে ব্যাপকভাবে মোবাইল কোর্ট বিস্তৃতি করা হবে। বক্তারা ঈদের আগেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করার জন্য মালিকদের প্রতি আহবান

২-এর পাতায় দেখুন

ইনু-মেনন-আনিসুল-দীপু মনি ও সাদেক খান ফের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, আনিসুল হক, দীপু মনি ও সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খানের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১৯ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজার আদালত শুনানি শেষে রিমান্ডের আদেশ দেন। জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিতে ওবায়দুল ইসলাম নিহতের মামলায় সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন ও দীপু মনিকে চার দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। এর আগে, আদালতে উপস্থিত করে তাদের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর

২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা শুরু আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হচ্ছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সঙ্গে আলোচনার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গেও আলোচনার সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। গত মঙ্গলবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা এম. এম. ফজলুর রহমান এ কথা জানান। উল্লেখ্য, সংস্কার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের উদ্দেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর ওপর রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট মতামত ১৩ মার্চের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করে। সুপারিশগুলোর স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়। এ পর্যন্ত ১৫টি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কমিশন মতামত পেয়েছে।

সাবেক আইজিপি মামুন ও সাবেক ওসি আবুল হাসান ফের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় দায়েরকৃত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক আরও দুই হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসানকে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৯ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন রেজার আদালত এ রিমান্ডের আদেশ দেন। এদিন যাত্রাবাড়ী থানার সায়েম হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২০ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৬ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

পেঁয়াজ উৎপাদন নিয়ে কৃষকের লোকসানের শঙ্কা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : পেঁয়াজ উৎপাদন নিয়ে কৃষকের লোকসানের শঙ্কা বাড়ছে। মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের ফলন চলতি বছর ভালো হলেও কৃষক আশানুরূপ দাম পায়নি। তারপর কৃষকের ভরসা ছিলো হালি পেঁয়াজ। কিন্তু সমপ্রতি মাঠে মাঠে পেঁয়াজের খেতে আগা মরা রোগ দেখা দেয়ায় ফলন বিপর্যয় ও বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত পেঁয়াজের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার শঙ্কায় ভুগছেন কৃষকরা। কৃষক এবং কৃষি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দুটি পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। একটি হলো মুড়িকাটা ও অপরটি হলো হালি পদ্ধতি। মুড়িকাটা পদ্ধতিতে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে পেঁয়াজ আবাদ করা হয় এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ওই পেঁয়াজ ঘরে তোলা হয়। আর হালি পদ্ধতিতে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে পেঁয়াজের আবাদ করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিলে ঘরে তোলা হয়। সাধারণত হালি পদ্ধতিতেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পেঁয়াজের আবাদ হয়। কিন্তু এ বছর হালি পদ্ধতিতে আবাদ করা পেঁয়াজের খেতে আগা মরা রোগ দেখা দিয়েছে। আর মুড়িকাটা পেঁয়াজ কম দামে বিক্রি করে কৃষকরা এবার ব্যাপক লোকসান গুনেছে। এখন হিসেবে হালি পেঁয়াজের আগা মরা রোগ এসেছে। পেঁয়াজগাছের আগা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষি বিভাগ সংশ্লিষ্টরা আবহাওয়াকে দায়ী করছে। সূত্র জানায়, দেশের সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদনকারী উপজেলা হলো পাবনার সুজানগর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সাঁথিয়া উপজেলা। এবার সুজানগরে ১৯ হাজার ২৮০ হেক্টর, সাঁথিয়ায় ১৬ হাজার ৭০০ হেক্টর ও বেড়ায় ৫ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে। ১০-১২ দিন ধরে তিন উপজেলায় হালি জাতের পেঁয়াজ বাজারে উঠছে। তবে এবার মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের ফলন ভালো হলেও দাম কম থাকায় কৃষকের লোকসান হয়েছে। আশা করা হচ্ছিলো হালি পেঁয়াজের হয়তো ভালো দাম মিলবে। কিন্তু হালি পেঁয়াজেরও ভালো দাম মিলছে না। বরং পেঁয়াজখেতগুলো আগা মরা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পেঁয়াজের গুটি খুব একটা বড় হয়নি। এ অবস্থায় ফলন কমে যেতে পারে। সূত্র আরো জানায়, মুড়িকাটা পেঁয়াজে এবার প্রতি কেজিতে প্রায় ৫০ টাকা উৎপাদন খরচ হয়েছে। আর হালি পেঁয়াজে ওই খরচ পড়েছে প্রায় ৪৫ টাকা। যদিও স্থানীয় কৃষি কার্যালয়ের তথ্যমতে মুড়িকাটা ও হালি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ পড়েছে যথাক্রমে ৪১ ও ৩৮ টাকা। তবে পাইকারি বাজারে মাত্র ১৩

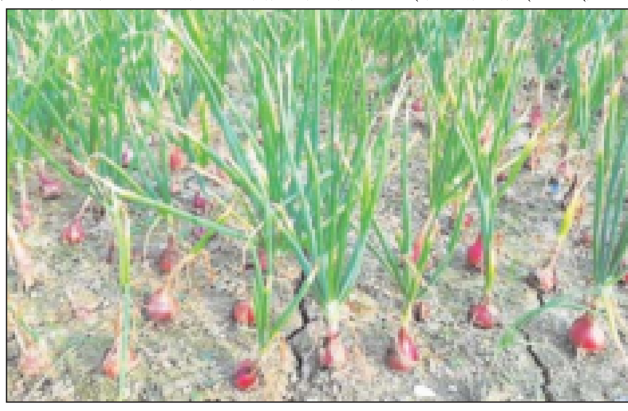

৭-এর পাতায় দেখুন

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১০

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযানে দস্যুতা ও মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো ইমরান (৩০), তানভীর (২৭), শফিকুল ইসলাম (৩০), জনি খান (৩০), রাহাত (২২), রিপন (৩৫), গোলাপ (৪০), হাফিজুর রহমান (২৫), নুর ইসলাম (৫০) ও ইউসুফ (৪০)। গত মঙ্গলবার মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) একেএম মেহেদী হাসান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত মঙ্গলবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাদক মামলায় পাঁচ জন, অন্যান্য মামলায় দুই জন, দ্রুত বিচার আইনে একজন, দস্যুতার মামলায় একজন এবং পরোয়ানাভুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এসি একেএম মেহেদী হাসান।

সড়কপথে ঈদযাত্রা

উত্তরবঙ্গে ঈদযাত্রায় এবারও ভোগান্তির আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : সড়কপথে ঈদযাত্রায় গাড়ির ধীরগতি ও যানজট নতুন কিছু নয়। প্রতিবছর ঈদের সময় ঘরমুখো মানুষকে এ ভোগান্তি মেনে নিয়েই নীড়ে ফিরতে হয়। দেশের সড়ক পথগুলোর মধ্যে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ অন্যতম দীর্ঘ ও ব্যস্ততম রুট। এই পথে যাত্রীর চাপ বরাবরই বেশি থাকে। ঈদের সময় ভোগান্তিও বেশি হয় এই রুটে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যানজটের কারণে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের যেকোনো জেলায় যেতে কখনো কখনো অতিরিক্ত ১০-১২ ঘণ্টা বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। এতে ঈদযাত্রা কিছুটা মলিন হয়ে যায়। এবারও এমন ভোগান্তির আশঙ্কা আছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথে বাইপাইল ও চন্দ্রা মোড়ে সবচেয়ে বেশি যানজটের কবলে পড়ে সড়কপথের গাড়িগুলো। বাইপাইল থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার সড়ক পার হতে গাড়িগুলোর কখনো কখনো দুই ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায়। পাশাপাশি গোড়াই মিলগেট, এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এবং যমুনা সেতু পূর্ব গোলচত্বরেও ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যমুনা সেতু পূর্ব গোলচত্বর পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টাব্যাপী যানজটে পড়তে হয়। এ ছাড়া যমুনা সেতুর পরে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ নামে এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেন উন্নীতকরণ প্রকল্পের নির্মাণকাজের জন্যও ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি সূত্রে ঢাকায় বসবাস করা জসীম উদ্দীন ঈদের ছুটিতে প্রতিবারই গাইবান্ধায় যান। তিনি জানান, সাধারণ সময়ে গাবতলী থেকে গাইবান্ধা যেতে সাড়ে ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ঈদের সময় এই ২৫০ কিলোমিটার সড়ক পাড়ি দিতে অন্তত ১০ ঘণ্টা লাগে। তিনি আরও বলেন, এবার ঈদে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি হতে পারে চন্দ্রা মোড়ে, কারণ এখানে বাসগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানজট তৈরি করে। এরপর যানজট হতে পারে বগুড়ার সোনাতলা, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়িতে। এ পথে কিছু ওভারপাসের কাজ শেষ হয়নি, যা যানজট সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়া দিনাজপুর লিংক রোডের ঘোড়াঘাট এলাকায় কিছু জটিলতা রয়েছে, সেখানে এক লেন রাস্তা হওয়ায় একদিকের গাড়ি ছাড়লে অন্যদিকের গাড়ি বন্ধ করে রাখতে হয়। প্রতিবছর ঈদের আগে যাত্রাপথের যানজট নিরসনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। সেই সভায় উপস্থিত থাকেন সড়কপথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তাসহ সব অংশীজন। আলোচনা হয় সমস্যা সমাধানের বিষয়ে। তারপরও সড়কের যানজট ও ভোগান্তি থামে না। এবার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে সারা দেশে যানজট হতে পারে এমন ১৫৯টি গুরুত্বপূর্ণ স্পট চিহ্নিত করার কথা জানানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পট ঢাকা-উত্তরবঙ্গ রুটে ৫৪টি।

এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৪৯টি, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৪২টি, ঢাকা-পাটুরিয়া-আরিচা মহাসড়কে ৮টি এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা-উত্তরবঙ্গ রুটের ৫৪টি স্পটের মধ্যে রয়েছে বাইপাইল মোড়, চন্দ্রা মোড়, গোড়াই মিলগেট, এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে যমুনা সেতু পূর্ব গোলচত্বর, যমুনা সেতু পশ্চিম গোলচত্বর, ফেন্সিগেটের আগের অংশ, ফেন্সিগেট সার্ভিস লেন, মুলিবাড়ী আন্ডারপাসের ৭-এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড থেকে খালাস পেলেন লুৎফুজ্জামান বাবর

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাসা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। বুধবার (১৯ মার্চ) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের সমন্বিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে বাবরের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের জন্য কাজ করে যেতে চাই: ধর্ম উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে থাকাকালীন দেশ ও এলাকার জন্য কিছু কাজ করে যেতে চান বলে জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বুধবার (১৯ মার্চ) বিকেল ৩টায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার মাদার্শা ইউনিয়নের পৈত্রিক নিবাস বাবুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে নুরে হাবিব ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সহস্রাধিক পরিবারের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে থাকাকালীন দেশ ও এলাকার জন্য কিছু কাজ করে যেতে চাই। এর অংশ হিসেবে এ এলাকায় একটি হাসপাতাল করার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এ বিষয়ে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেন, আমি আপনাদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে পরামর্শ চাই। আর আপনারা আমার এলাকার মানুষ যারা আছেন তারা যদি কোনো বিপদে পড়েন একান্তে আমার সহযোগিতা চাইলে আমি আপনাদের পাশে দাঁড়াব। তিনি আরও বলেন, সাতকানিয়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়ে একটি কথা উঠেছে। আমি আশা করছি ডিসি, পুলিশ সুপার ও থানার ওসি দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তারপরও তারা যদি চান তবে আমি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি আলাপ করে সাতকানিয়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিতে সহযোগিতা করব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও নুরে হাবিব ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাঈদ আহসান খালিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু, ফি-সাবিলিল্লাহ ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মিছবাহ ও বিকেএমইএ-এর সভাপতি মুহাম্মদ হাতেম। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিল্টন বিশ্বাস, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফারিস্তা করিম ও সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১০

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযানে দস্যুতা ও মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো ইমরান (৩০), তানভীর (২৭), শফিকুল ইসলাম (৩০), জনি খান (৩০), রাহাত (২২), রিপন (৩৫), গোলাপ (৪০), হাফিজুর রহমান (২৫), নুর ইসলাম (৫০) ও ইউসুফ (৪০)। গত মঙ্গলবার মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) একেএম মেহেদী হাসান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত মঙ্গলবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাদক মামলায় পাঁচ জন, অন্যান্য মামলায় দুই জন, দ্রুত বিচার আইনে একজন, দস্যুতার মামলায় একজন এবং পরোয়ানাভুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এসি একেএম মেহেদী হাসান।

সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে গৃহশিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : চার বছর আগে রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন এলাকায় বনশ্রীতে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে গৃহশিক্ষক জাহিদুল ইসলামের (৩০) মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ট্রাইব্যুনাল। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক মোছাম্মৎ রোকশানা বেগম হেপীর আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এর অর্থ অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জাহিদুল ইসলাম বরগুনা জেলা সদরের পরীখাল গ্রামের মো. ফজলুল হকের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামিকে কারাগারে থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তার উপস্থিততে রায় ঘোষণা শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবারও তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। সংশ্লিষ্ট আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. সাজ্জাদ হোসেন (সবুজ) এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি এই রায়ে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে বলেন, ধর্ষকের কোনও ছাড় নেই। সব ধর্ষকের আরও কঠিন সাজা হওয়া উচিত। যেন কেউ আর ধর্ষণ করার সাহসও না পায়। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী ইমরান হোসেন রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে উচ্চতা আদালতে যাওয়ার কথা জানান। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গেলে আসামি খালাস পাবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৩ মার্চ ভুক্তভোগী শিশুটির বাসায় পড়াতে আসেন গৃহশিক্ষক জাহিদুল ইসলাম। ওইদিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভুক্তভোগী শিশুর বাবা-মা বাসা সংলগ্ন গ্যারেজে কাজ করছিল। এসময় হঠাৎ গৃহশিক্ষক জাহিদুলকে তড়িঘড়ি করে বের হয়ে যেতে দেখেন। পরে শিশুটির কান্নার আওয়াজ শুনে তারা ঘরে যান। পরে শিশুটি জানায়, তার শিক্ষক তাকে ধর্ষণ করেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। ২০২১ সালের ২৪ জুলাই মামলাটি তদন্ত কর্মকর্তা উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের পুলিশ পরিদর্শক মোসা. রাশিদা ৭-এর পাতায় দেখুন

রয়টার্সের প্রতিবেদন

বাংলাদেশিদের মেডিকেল ভিসা দিচ্ছে না ভারত সুযোগ নিচ্ছে চীন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল ভিসা দিচ্ছে না ভারত। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে চীন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে আসছে চীন। দেশটি বাংলাদেশিদের জন্য নতুন চিকিৎসা সুবিধার প্রস্তাব দিচ্ছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ইস্যু করা ভিসার অধিকাংশই ছিল সাশ্রয়ী বেসরকারি চিকিৎসার জন্য। এটি প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত রাখতে এবং অঞ্চলে চীনের প্রভাব সীমিত রাখতে ভূমিকা রেখেছিল। এ বিষয়ে চার বাংলাদেশি সূত্রের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, শূন্যতা থাকলে কেউ না কেউ এসে সেটা পূরণ করবেই। কিছু মানুষ এখন থাইল্যান্ড ও চীনে চিকিৎসা ৭-এর পাতায় দেখুন

আগামী বাজেটে সিগারেটের কর বাড়বে না

— এনবিআর চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান জানিয়েছেন, আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের ওপর আর কর বাড়ানো হবে না। বুধবার (১৯ মার্চ) এনবিআর ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় তিনি এ কথা জানান। দেশে সিগারেটের চেয়ে বিড়ির ট্যাক্স কম উল্লেখ করে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, নকল বিড়ির উৎপাদন বন্ধ না করলে বিড়ি মালিক শিল্প সমিতির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আবদুর রহমান খান আরও বলেন, ভ্যাট থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আসার কথা, তা আসে না। ভোক্তা ভ্যাট দিয়ে রিসিট না নিলে, রাজস্ব বাড়বে না। যারা ভ্যাট দিয়ে রিসিট নেবে তাদেরকে লটারির মাধ্যমে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। সে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

রোজার ঈদকে সামনে রেখে ঢাকার ফুটপাতে জমে উঠতে শুরু করেছে কেনাকাটা। বুধবার গুলিস্তান এলাকার ফুটপাতের দোকানগুলোতে ছিল ক্রেতাদের ভিড়।

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাপের শত কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ পেল দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংগঠিত গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরে ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বিশেষ সহকারী ও মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুস সোবহান মিয়া গোলাপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি ফ্ল্যাট ও বাড়িসহ শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ক্রয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (১৯ মার্চ) এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান দুদক মহাপরিচালক মো. আখতার হোসেন। তিনি বলেন, আব্দুস সোবহান গোলাপ তার সরকারি পদ ও সংসদ সদস্য হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থপাচার করে নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় ৯টি ফ্ল্যাট ও বাড়ি কিনেছেন। এসব সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৩২ কোটি ৭-এর পাতায় দেখুন

চার বছর পর নিবন্ধন ফিরে পেল জাগপা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) নিবন্ধন বাতিল অবৈধ ঘোষিত হয়েছে হাইকোর্টে। এর ফলে প্রায় ৪ বছর ২ মাস পরে ৩৬ নম্বর নিবন্ধন ফিরে পেল দলটি। বুধবার (১৯ মার্চ) বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ এবং বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের দ্বৈত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। ১৯৮০ সালের ০৬ এপ্রিল শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন লাভ করে দলটি। এরপর একযুগেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জাগপার নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জাগপা সভাপতি ব্যারিস্টার তাসমিয়া প্রধান বলেন, মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আমাদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেয়েছি। দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে জাগপার সংগ্রাম চলবে। জাগপা সহসভাপতি ৭-এর পাতায় দেখুন

খিলক্ষেতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, গণপিটুনির শিকার যুবককে আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নীলক্ষেতে ছয় বছরের যে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে, তার ফরেনসিক সম্পন্ন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) সমন্বয়ক ডা. সাবিনা ইয়াসমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে শিশুটিকে নির্যাতনের আলামত পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গণপিটুনির শিকার হয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন যুবক অভিযুক্ত রবিউল ওরফে জান মিয়াকে আটক দেখিয়েছে পুলিশ। তাকে পুলিশি পাহারায় ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রবিউলের মাথা শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম রয়েছে, এ মুহূর্তে মব জাস্টিসের শিকার যুবকের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক। খিলক্ষেত থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, অভিযুক্ত ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব বাজারে সোনার দাম আরও বাড়লো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ব বাজারে সোনার দাম আরও বেড়েছে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ও যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবার (১৯ মার্চ) স্পট সোনার দাম আউন্সপ্রতি শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৩৯ ডলার ছড়িয়ে গেছে। এর আগের সেশনে দাম বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৩ হাজার ৪৫ ডলারের বেশি। এ নিয়ে জানুয়ারির পর ১৫তম বার দাম বাড়লো মূল্যবান ধাতুটির। এদিন মার্কিন সোনার দাম আউন্সপ্রতি শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৪৬ ডলারে হয়েছে। সিটি ইনডেক্সের সিনিয়র বিশ্লেষক ম্যাট সিম্পসন বলেন, বর্তমান গাতিপথ অনুযায়ী এক মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সোনার দাম ৩ হাজার ২০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। এর আগে শুক্রবার (১৪ মার্চ) বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি তিন হাজার ডলারে পৌঁছায়। যা ইতিহাসে প্রথম। মূলত ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির কারণে অনিশ্চিয়তা দেখা দেওয়ায় সোনার চাহিদা বাড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব ধরনের ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম ৭-এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে নওগাঁর নারীদের তৈরি টুপি

নওগাঁ প্রতিনিধি : দেশীয় কারুশিল্পে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলেছে নওগাঁর গ্রামীণ নারীদের তৈরি করা টুপি। যা এখন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প নতুন করে প্রাণ পেয়েছে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও নারীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ করে ওমান, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতে বাংলাদেশি এসব টুপি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এসব দেশ থেকে আসা বিপুল চাহিদার কারণে নওগাঁর শত শত নারী এখন টুপি তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। নারীদের তৈরি টুপি শুধু তাদের জীবনমানই উন্নত করছে না, বরং বাংলাদেশকেও বিশ্ববাজারে একটি নতুন পরিচয় এনে দিচ্ছে। সরেজমিনে নওগাঁর বর্ষাইল, হাপানিয়া, কীর্তিপুর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, গ্রামীণ নারীরা একসঙ্গে বসে গল্পগুজবের পাশাপাশি করছেন টুপি সেলাইয়ের কাজ। তৈরি হচ্ছে চেইন, দেওয়ান, বোতাম, গুটি দানা ও মাছ কাটা। নারীদের পাশাপাশি অনেক স্কুল শিক্ষার্থীও এখন এই শিল্পে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে। সামনে ঈদকে ঘিরে বেড়েছে কাজের ব্যস্ততা। তবে টুপি তৈরির পারিশ্রমিক নিয়ে রয়েছে কারিগরদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। জানিয়েছেন সরকারি প্রশিক্ষণেরও কথা। নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের নারী কারিগর নার্গিস বেগম বলেন, দানা এবং মাছ কাটা টুপির কাজ করি। একেকটা দানা টুপি তৈরি করতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে। প্রতিটি টুপির জন্য ২০০০-২৫০০ টাকা করে পাই। গুটি দানা এবং মাছ কাটা টুপি তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম হিসেবে মজুরি অনেকটাই কম। মজুরি আরেকটু বেশি পেলে আমাদের ভালো হতো। একই ৭-এর পাতায় দেখুন

৮ দিনের ছুটির ফাঁদে বুড়িমারী স্থলবন্দর

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন সাপ্তাহিক ছুটিসহ আট দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুড়িমারী স্থলবন্দরে (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যাসোসিয়েশন এ ছুটির ঘোষণা করে। তবে বন্দর দিয়ে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। বুধবার (১৯ মার্চ) দুপুরে বুড়িমারী স্থলবন্দরের (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ নাহিদ স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে বুড়িমারী স্থলবন্দর সাপ্তাহিক ছুটিসহ আট দিন বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থলবন্দর সূত্র জানায়, বুড়িমারী স্থলবন্দরের সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সব সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পবিত্র ঈদুল ফিতের উপলক্ষে ২৯ মার্চ শনিবার থেকে (৫ এপ্রিল পর্যন্ত বুড়িমারী স্থলবন্দর ও ভারতীয় চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উভয় দেশের কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদ-নববর্ষ ঘিরে খটখট শব্দে মুখর টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : আর মাত্র দুই সপ্তাহ পরই পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদকে কেন্দ্র করে ব্যস্ততা বেড়েছে টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লিতে। তবে ব্যস্ততা বাড়লেও পুরোদমে এখনো জমে ওঠেনি শাড়ির বাজার। শ্রমিকরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত শাড়ি তৈরি করছেন। চিরচেনা রূপে ফিরেছে টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লিগুলো। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও মেতেছেন কর্মযজ্ঞে। এবার ঈদে দেড় লাখ পিস শাড়ি বিক্রির আশা তাঁত মালিকদের। ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবার ঈদেও টাঙ্গাইল শাড়িতে এসেছে বাহারি ডিজাইন আর নতুনত্ব। তবে মজুরি কম পাওয়ায় হতাশ তাঁতীরা। ঈদের পরই বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। এই দুই উৎসবে নারী-পুরুষ সবাই নতুন পোশাক পরেন। নারীদের উৎসবের পোশাক মানেই শাড়ি। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির প্রতি রয়েছে আলাদা টান। তাই সব মিলেয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই তাঁত শ্রমিকদের। জানা যায়, তাঁতের রাজধানী টাঙ্গাইলের পাথরাইল ছাড়াও বাজিতপুর, এলাসিন, করটিয়া, বল্লা, এনায়েতপুর, পোড়াবাড়ি, চারাবাড়ি, বাঘিলসহ সব তাঁতপল্লিগুলো তাঁতের খটখট শব্দে মুখর। সরেজমিনে দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল তাঁতপল্লিতে গিয়ে দেখা যায়, পুরুষের পাশাপাশি বাড়ির নারীরাও কাজ করছেন। কেউ সুতা ছিটায় ওঠানোর কাজে, কেউ সুতা পাড়ি করার কাজে, আবার কেউ সুতা নাটাইয়ে ওঠানোর কাজে ব্যস্ত। তবে আগের তুলনায় কমেছে তাঁত ঘরের সংখ্যা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, সবনিম্ন ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার পর্যন্ত শাড়ি বিক্রি হচ্ছে। পাওয়ার লুমের কারণে হ্যান্ডলুমের তৈরি শাড়ি কম চলে। হ্যান্ডলুমের শাড়ির দামও বেশি। এবার ঈদ ও পহেলা বৈশাখ পাশাপাশি হওয়ায় বিক্রি ভালো হবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। তাঁত শ্রমিকরা বলেন, ঈদকে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যস্ততা বেড়েছে। আগে সপ্তাহে ৩টি শাড়ির তৈরি করতাম। কিন্তু এখন সপ্তাহে ৪টি শাড়ি তৈরি করছি। ব্যস্ততা বাড়লেও বর্তমানে আমাদের মজুরি কম। কম মজুরি দিয়ে সংসার চালানো দুরূহ হয়ে উঠেছে। আগের মতো জমজমাট নেই তাঁতপল্লি। তবুও বাপ-দাদার পেশা ধরে রেখেছি আমরা। তাঁত শ্রমিক জাকির হোসেন বলেন, ঈদ উপলক্ষে আমাদের ব্যস্ততা বেড়েছে। আমি জামদানি শাড়ি তৈরি করছি। সপ্তাহে ৩টি শাড়ি তৈরি করতে পারি। এতে ৭-এর পাতায় দেখুন

বনশ্রীতে ৭ বছরের শিশু ধর্ষণের মামলায় গৃহশিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : চার বছর আগে রাজধানীর বনশ্রীতে ৭ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের মামালায় গৃহশিক্ষক জাহিদুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৯ মার্চ) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক জয়শ্রী সমদ্দার এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত গৃহশিক্ষককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এই অর্থ অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে। রায় ঘোষণার সময় আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণা শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবারও তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। জানা যায়, ২০২১ সালে রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বনশ্রী এলাকার বাসাবাড়ির নিরাপত্তা কর্মী সাইফুল ইসলামের ৭ বছরের মেয়েকে আরবি পড়তে গিয়ে ওয়াশরুমের দরজা আটকে ধর্ষণ করেন গৃহ শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম। এ ঘটনায় খিলগাঁও থানায় একটি মামলায় দায়ের করা হয়। ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে

নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও তাকে অবহিত করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও অবদানের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী পেশাদারত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০

যানের জটলা বাঁধে। কিন্তু যখন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ধীরে ধীরে যানজটের সৃষ্টি হয়ে তার আকার বাড়তে থাকে। এরই অংশ হিসেবে আজ চান্দিনা থেকে মাধাইয়া অতিক্রম করে ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত যানজটের বিস্তার ঘটেছে। যানজটে বসে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী বলেন, একে তো রোজা, তার ওপর তীব্র গরম। আবার পড়েছি লম্বা জ্যামে আটকা। এখন অবস্থাটা কী বুঝতে পারছেন? তারা আরও বলেন, আমরা একটি যানজটমুক্ত নিরাপদ সড়ক চাই। যানজট নিরসনে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান কৌশিক আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা মহাসড়ককে যানজটমুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। যত্রতত্র পার্কিং করা বাসের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, যানজট নিরসনে শুধু পুলিশ নয়, সবার এগিয়ে আসতে হবে। একটি সমন্বিত প্রচেষ্টায় যানজটমুক্ত মহাসড়ক উপহার দেওয়া সম্ভব।

সাবেক আইজিপি মামুন ও সাবেক

অন্যদিকে, যাত্রাবাড়ী থানার রাসেল বাকাউল (২২) হত্যা মামলায় যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসানের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা অবশ্য আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছিলেন এবং আবুল হাসানের তিনদিনের রিমান্ড চেয়েছিলেন। এ ছাড়াও এদিন যাত্রাবাড়ী থানার চার হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে। সাবেক আইজিপিকে রিমান্ডে নেওয়া মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ী থানার মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজার সামনে আন্দোলনে অংশ নেন ভুক্তভোগী মো. সায়েম হোসেন। এ সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সায়েম। এ ঘটনায় তার মা শিউলি আক্তার গত ২৭ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে আবুল হোসেনকে রিমান্ডে নেওয়া মামলার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনের সড়কে আন্দোলনে অংশ নেন ভুক্তভোগী রাসেল বাকাউল (২২)। এসময় পুলিশের হামলায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাসেলকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত ২৮ আগস্ট নিহতের বড়ভাই হাসনাত বাকাউল বাদী হয়ে যাত্রাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক ডিবি প্রধান হারুন-অর-রশীদ ও সাবেক অতিরিক্ত যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমারকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়।

ইনু-মেনন-আনিসুল-দীপু মনি ও

পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। তাদের পক্ষে আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। পরে আদালত তাদের চার দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলায় অভিযোগ থেকে জানা যায়, জুলাই আন্দোলনের সময় গত ৪ আগস্ট বিকেল ৫টার দিকে যাত্রাবাড়ীর কাজলা পেট্রোল পাম্পের সামনে আওয়ামী লীগের নেতারাসহ ১৪ দলের নেতাকর্মীরা অবৈধ অস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে হাজার হাজার জনতার ওপর গুলি চালায়। এতে ওবায়দুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৫৮ জনকে আসামি করে যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করেন নিহতের আত্মীয় মো. আলী। আনিসুল হকের তিন দিনের রিমান্ড জুলাই আন্দোলন চলাকালে মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় মো. সুজন নামের এক ব্যক্তি গুলিতে নিহতের মামলায় সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট তার সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। এদিন শুনানিকালে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার তিন দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় আওয়ামী লীগ পার্টি অফিসের সামনে মো. সুজন নামের এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই মো. রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। সাদেক খান তিন দিনের রিমান্ডে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মোহাম্মদপুরের বসিলায় মিরাজুল ইসলাম অর্ণব নিহতের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পিবিআইয়ের পুলিশ পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম তার সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। এদিন শুনানিকালে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। তবে সাদেক খানের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না।

তিনি কিছু বলবেন কি না জানতে চান আদালত। তখন সাদেক খান, 'আমি ওইখানে ছিলাম না। আর গুলি পাব কোথায়।' এ সময় তাকে থামিয়ে দেন এক আইনজীবী। তখন সাদেক খান বলেন, 'আমাকে তো আদালত বলতে বলেছেন।' পরে আদালত তার তিন দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় গত ১৯ জুলাই অংশ নেন মিরাজুল ইসলাম অর্ণব। পরে আসামিদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি।

ঈদযাত্রায় পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি

জানান, যাতে করে বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করতে না পারে। লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, মার্কেট এবং বিপণিকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে বলেও জানান প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এতে বক্তব্য দেন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এনামুল হক, ট্রাফিক বিভাগের ডিসি (মতিঝিল) জালাল উদ্দিন, মালিক সমিতির সাইফুল ইসলাম, আব্দুল বাতেন, শ্রমিক ফেডারেশনের আব্দুর রহিম বক্স প্রমুখ। সভায় আসন্ন ঈদে নিরাপদে ঘরে ফেরা ও ফিরে আসা নির্বিঘ্ন করার জন্য মহাখালী , গাবতলী, সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, কমলাপুর রেল স্টেশনসহ ঢাকা নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান সিসিটিভি ও ইলেকট্রনিক মনিটরিংয়ের আওতায় আনার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা পুলিশ, বিআরটিএ, মালিক, শ্রমিক, যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়।

সাগরে মাছ ধরায় ৫৮ দিনের

সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। উপসচিব এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণের জন্য ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ দিন সব ধরনের মৎস্য নৌযান কর্তৃক যেকোনো প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। এর আগে সাধারণত প্রতিবছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মাছ ধরা বন্ধ থাকতো। তবে ভারতে প্রতিবছর মাছ ধরা বন্ধ থাকে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত, ৬১ দিন। আর মিয়ানমারে নিষেধাজ্ঞার এই সময় ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ৯১ দিন। এবার ভারতের সঙ্গে মিল রেখে সাগরে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় ঠিক করলো সরকার। বাংলাদেশের জেলেরা যখন সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ রাখেন, তখন প্রতিবেশী দেশের জেলেরা এদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ ধরেন। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে নিষেধাজ্ঞার সময় সমন্বয়ের দাবি করে আসছিলেন দেশের মৎস্যজীবীরা।

পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট কিনতে

পাওয়া যাবে। এর আগে ২৪ মার্চের অগ্রিম টিকিট ১৪ মার্চ, ২৫ মার্চের টিকিট ১৫ মার্চ ও ২৬ মার্চের টিকিট ১৬ মার্চ বিক্রি করা হয়। চাঁদ দেখার ওপরে ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হবে। ঈদ যাত্রার সব টিকিট অনলাইনে কিনতে হবে। ঈদযাত্রায় এবার প্রতিদিন ঢাকা থেকে ৩৫ হাজার ৩১৫টি অগ্রিম টিকিট বিক্রি করা হবে। ঈদ ফিরতি যাত্রার আন্তঃনগর ট্রেনের ৩ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হবে ২৪ মার্চ। ৪ এপ্রিলের টিকিট ২৫ মার্চ, ৫ এপ্রিলের টিকিট ২৬ মার্চ, ৬ এপ্রিলের টিকিট ২৭ মার্চ, ৭ এপ্রিলের টিকিট ২৮ মার্চ, ৮ এপ্রিলের টিকিট ২৯ মার্চ ও ৯ এপ্রিলের টিকিট ৩০ মার্চ বিক্রি করা হবে। প্রতিটি আন্তনগর ট্রেনের আসনের অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ দাঁড়িয়ে ভ্রমণের (স্ট্যান্ডিং) টিকিট যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে। ফিরতি যাত্রার অগ্রিম টিকিট একজন যাত্রী সর্বোচ্চ একবার কিনতে পারবেন এবং এ ক্ষেত্রে চারটি আসন সংগ্রহ করতে পারবেন। ঈদ যাত্রার টিকিট কেনার পর তা আর ফেরত নেওয়া হবে না। বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম-চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে চাঁদপুর ঈদ স্পেশাল ১ ও ২ নামে দুটি এক জোড়া ট্রেন চালানো হবে। ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা রুটে দেওয়ানগঞ্জ ঈদ স্পেশাল ৩ ও ৪ নামে একজোড়া ট্রেন চালানো হবে। ভৈরববাজার-কিশোরগঞ্জ-ভৈরববাজার রুটে শোলাকিয়া ঈদ স্পেশাল ৫ ও ৬ নামে এক জোড়া ট্রেন চালানো হবে। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ রুটে শোলাকিয়া ঈদ স্পেশাল ৭ ও ৮ নামে এক জোড়া ট্রেন চালানো হবে এবং জয়দেবপুর-পার্বতীপুর-জয়দেবপুর রুটে পার্বতীপুর ঈদ স্পেশাল ৯ ও ১০ নামে এক জোড়া ট্রেন চালানো হবে। এ ছাড়া ঈদে অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য মোট ৪৪টি (পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ থেকে ২৮টি মিটারগেজ ও সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ থেকে ১৬টি ব্রডগেজ) যাত্রীবাহী কোচ সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য মোট ১৯টি (মিটারগেজ ১৪টি ও ব্রডগেজ থেকে ৫টি) লোকোমোটিভ যাত্রীবাহী ট্রেন ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে চলাচল করা সব আন্তঃনগর ট্রেনের ডে-অফ (সাপ্তাহিক ছুটি) বাতিল করা হয়েছে। ২৭ মার্চ থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত এসব ট্রেনের কোনো ডে-অফ থাকবে না। ঈদের পরে যথারীতি সাপ্তাহিক ডে-অফ কার্যকর থাকবে। এছাড়া ঈদের দিন কোনো আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করবে না।

গাজায় ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা

বহিঃপ্রকাশ। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ (গাজার) ঘনবসতিপূর্ণ বেসামরিক এলাকায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর নির্বিচারে বিমান হামলায় দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানায়। এ হামলা মানবিক দুর্ভোগকে আরও তীব্র করেছে এবং নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছে। বিবৃতিতে অবিলম্বে সব সামরিক অভিযান বন্ধ করতে, সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি সম্মান দেখাতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানায় বাংলাদেশ সরকার। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি জোরালো আহ্বান জানায়, যেন অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ, বেসামরিক মানুষের জীবন রক্ষা এবং গাজার অবরুদ্ধ জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা নির্বিঘ্নে সরবরাহ নিশ্চিত করতে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিচার ও মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের তার নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী সীমান্তের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই শান্তি আনয়নে পুনরায় সংলাপ শুরুর অপরিহার্যতা তুলে ধরে, যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান বিবেকহীন সহিংসতা ও দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে কূটনীতি ও শান্তিপূর্ণ উপায়কে অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশ সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানায় বিবৃতিতে। আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষার আলোকে ফিলিস্তিনি প্রশ্নের একটি স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বিবৃতিতে। হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধবিরতি আকস্মিকভাবে এক তরফা লঙ্ঘন করে ইসরায়েল বিপর্যস্ত গাজায় মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সেহরির সময় নির্বিচারে বিমান হামলা চালায়। এতে অঞ্চলটির অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ চার শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

ঈদযাত্রার দিন থেকে অবরোধ ও

উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রেলসচিব, রেলওয়ে মহাপরিচালক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধি, প্রশাসনের সব অ্যাডমিন ক্যাডার, বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি এবং বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রকল্পের দেড় হাজার গেটকিপার ও গেটম্যানের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেদিন রেলওয়ের মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত দেন, বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলের প্রকল্পের ১ হাজার ৫০৫ জন গেটকিপার ও গেটম্যানের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি যুক্তিসংগত। বৈষম্যবিরোধী রেলওয়ে গেটকিপার-গেটম্যানদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা জানান, তারা যেহেতু দীর্ঘ আট বছর রেলওয়েতে চাকরি করে অভিজ্ঞ, এ বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে। বুধবার চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি নিয়ে রেলভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকারী কর্মচারীরা বলেন, গত বছরের ১ নভেম্বর আমাদের অফার লেটার হাতে দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বৈঠকে আমাদের বলা হয়, 'স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ার মতো ৯০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে থেকে পরীক্ষায় পাস করে ১ হাজার ৮৮৯ জন প্রকল্পের গেটকিপার-গেটম্যান পদে যোগদান করেন। বর্তমানে কর্মরত ১ হাজার ৫০৫ জন। আপনারা আট বছরের অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। দ্রুত চাকরি স্থায়ীকরণ হবে আপনাদের।' তারা আরও বলেন, বারবার এ রকম আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও বেতন সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। আমরা এ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নতুন কোনো দাবি তুলছি না। ১৬০ বছরেরও অধিক সময় ধরে রেলের প্রচলিত বিধি মোতাবেক যেকোনো কর্মচারী তিন বছরের অধিক নিরবচ্ছিন্ন চাকরি করলে তাদের চাকরি সরাসরি স্থায়ীকরণ করা যায়। এজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমতি অনুযায়ী প্রকল্পের গেটকিপার-গেটম্যানদের চাকরি রাজস্ব করতে আইনি কোনো জটিলতা নেই।

গণিতের নতুন তারিখ জানিয়ে

থেকে শুরু হবে ব্যবহারিক পরীক্ষা। জানা গেছে, চলতি বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বসছে ১৯ লাখ ২৮ হাজার ২৮১ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৪২ জন। এ ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে দাখিল পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭২৬ এবং কারিগরি বোর্ডে পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৩ জন।

চন্দ্রিমা উদ্যান ফের 'জিয়া উদ্যান'

অনুযায়ী পূর্বের নাম 'জিয়া উদ্যান' পুনর্বহাল করা হয়েছে। রাজধানীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান এই জিয়া উদ্যান, যা জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিমে ৭৪ একর জমির ওপর বিস্তৃত। এখানে অবস্থিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি মাজার কমপ্লেক্স। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে ভ্রমণ ও জিয়ারত করতে আসেন।

দুদকের মামলা বাতিলে ড. ইউনূসের

হয়নি। শ্রমিকদের ফান্ড দেওয়া নিয়ে এ মামলা শ্রম আইনের মামলা। কিন্তু তারা ক্রিমিনাল মামলা করেছে। এটা ক্রিমিনাল মামলা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তিনি আরও বলেন, এ মামলা চলে যখন আদালতে শুনানির অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন তখন আমাদের না জানিয়ে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়। অথচ ওই বিচারপতি তখন আমাদের সময় পর্যন্ত দিতে চাননি। এভাবে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। উনি জানাননি। এটা বিচার বিভাগের ওপর আঘাত। ড. ইউনূস আইন ও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেন, অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে আমরা হাইকোর্টে গেলাম। হাইকোর্ট বাতিল আবেদন খারিজ করে দিলেন। পরে আপিল বিভাগে গেলাম। আপিল বিভাগ বললেন, এ মামলা চলে না। কারণ মামলাটি প্রত্যাহার (১১ আগস্ট দুদক মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করে) করা হয়েছে। আমরা বললাম, না, মামলা প্রত্যাহার হয়নি। কারণ এটি অবৈধ। তিনি (অধ্যাপক ইউনূস) ৮ আগস্ট ক্ষমতায় আসেন। ১১ আগস্ট কোনো নোটিশ ছাড়া, বিনা কারণে মামলা বাদ দিলেন। এটি বাদ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, আমরা তা আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হলাম। পরে আবেদনের শুনানিতে বললাম, অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। শ্রমিকের টাকা শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে বিতরণ হয়েছে। এটি তো কোম্পানির টাকা নয়। এখানে তাকে মিথ্যাভাবে হয়রানির জন্য, অপমান করার জন্য মামলাটি করা হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি হয়। মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তৎকালীন শীর্ষ ছয় কর্মকর্তা পৃথক আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে গত ২৪ জুলাই হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে আদেশ দেন। বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। অন্য ছয় আবেদনকারী হলেন গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল ইসলাম, পরিচালক আশরাফুল হাসান, নাজনীন সুলতানা, শাহজাহান, নুরজাহান বেগম (বর্তমানে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা) ও এস এম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) করেন মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের শীর্ষ কর্মকর্তারা। এদিকে এরই মধ্যে রাষ্ট্র বা দুদকের পক্ষে পিপি মামলাটি প্রত্যাহার চেয়ে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১১ আগস্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক। লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে গত বছরের ২১ অক্টোবর আপিল বিভাগ আদেশ দেন। পাশাপাশি কনসাইজ স্টেটমেন্ট (আপিলের সারসংক্ষেপ) জমা দিতে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় আপিলের ওপর শুনানি হয়। আপিলকারীদের আইনজীবীর ভাষ্য, মামলাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিচারিক আদালতে গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ধার্য থাকা অবস্থায় আগেই তাদের (আপিলকারীদের) না জানিয়ে গত বছরের ১১ আগস্ট মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়, যাতে আইনের লঙ্ঘন হয়েছে। গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক এই মামলা করে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ আছাদুজ্জামানের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক।

নওগাঁ-বগুড়া-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ায় শ্রমিক নেতাকে ছুরিকাঘাতের জেরে নওগাঁ থেকে বগুড়া-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনও ঘোষণা ছাড়াই সকাল থেকে এ রুটে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে বগুড়ার স্টেশন রোডে মিতালী পাম্প এলাকায় নারিকেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সিএনজি চালকদের বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় তাদেরকে থামাতে গেলে বগুড়া মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের দুই নেতা ছুরিকাঘাতে আহত হন। এর প্রতিবাদে নওগাঁ থেকে কোনও বাস বগুড়ার ওপর দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নওগাঁ শহরের পার-নওগাঁ এলাকায় ঢাকা বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখা গেছে, বগুড়ার ওপর দিয়ে নওগাঁ থেকে ছেড়ে যাওয়া আন্তঃজেলা ও ঢাকাসহ দূরপাল্লার কোনও বাস প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বন্ধ রয়েছে বাস চলাচল। ঈদের আগে হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ থাকায় এ পথের যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বাস স্ট্যান্ডে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের আনাগোনা ছিল বেশি। অনেক যাত্রীকে কাউন্টারে বাস না পেয়ে ইজিবাইকে করেই কেউ কেউ বগুড়ার যাচ্ছেন। তবে ঢাকাগামী কিছু কিছু বাসকে বিকল্প পথ হিসেবে বগুড়ার কাহালুর ভেতর দিয়ে ছেড়ে যেতে দেখা গেছে। ঢাকাগামী কাজল নামে এক যাত্রী বলেন, জরুরি কাজে ঢাকা যাওয়ার জন্য বাস টার্মিনালে এসে দেখি বাস চলাচল বন্ধ। বাধ্য হয়ে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকে দ্বিগুণ ভাড়ায় বগুড়া যাওয়ার রওনা দিতে হচ্ছে। যে কারণে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে এটি সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা ছাড়া কিছুই নয়। নওগাঁ বাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, বগুড়ায় শ্রমিক নেতাকে ছুরিকাঘাতের জেরে বগুড়ার ওপর দিয়ে আপাতত নওগাঁ থেকে বগুড়া ও ঢাকাগামী সব বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সাভারে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারে শত্রুতার জেরে সুলতান হোসেন সাগর (২২) নামের এক শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাভার পৌর এলাকার ডগড়মোড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার মাঝিরগা গ্রামের তসলিম চৌধুরীর ছেলে। তিনি সাভারের ডগরমোরা এলাকায় ভাড়া থেকে ঢাকা ডাইং নামের একটি প্রতিষ্ঠানে রঙয়ের কাজ করতেন। পুলিশ জানায়, রাতে শত্রুতার জেরে সাগরকে বাসা থেকে ডেকে নেন ৬/৭ জন যুবক। পরে তাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। এ সময় তাদের ভেতরে একজন সাগরকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তাকে ফেলে রেখে ওই যুবকরা পালিয়ে যান। খবর পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে সাগরেকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেলে নিয়ে যান তার বন্ধুরা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, খবর পেয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব?্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আওয়ামী লীগ নেতা গোলাপের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুস সোবহান মিয়া ওরফে গোলাপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার দুপুরে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। গোলাপের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন জানান, মাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহান মিয়া ওরফে গোলাপ সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সে ৯টি ফ্ল্যাট ও বাড়ি কিনেছেন। যার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় ৩২ কোটি টাকা। অর্গানাইজ ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলারসহ স্থাবর সম্পদের মূল্য ৩২ কোটি টাকা এবং অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৩৭ কোটি ১৬ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। এরমধ্যে ৬৮ কোটি ৩২ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে। এছাড়াও আবদুস সোবহান মিয়া ওরফে গোলাপের নামের ৫১টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৯৭ কোটি ৬৩ লাখ ২৩ হাজার ৩৮৮ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে দুদক। এসব অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়।

পুলিশ সদস্যকে অপহরণের চেষ্টা করা ট্রাকের চালক-হেলপার আটক

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে টহল পুলিশের সদস্যকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনায় ট্রাক চালক ও হেলপারকে আটক করছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত ২টায় সুনামগঞ্জের মদনপুর-দিরাই সড়কের দিরাই থানাধীন শরীফপুর এলাকায় সড়কে পার্কিং থাকা ট্রাক চালক ও হেলপারের কাছে পুলিশ পার্কিংয়ের থাকার কারণ জানতে চাইলে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় অবৈধপণ্য আছে কি না তল্লাশি করতে পুলিশ সদস্য মামুন ট্রাকের ওপরে উঠে পড়েন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ট্রাক চালক ওই পুলিশ সদস্যকে নিয়ে ট্রাক চালানো শুরু করেন। পরে দিরাই থানা পুলিশের টহলগাড়ি ওই ট্রাকের পিছু ছুটে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের শান্তিগঞ্জ থানা এলাকায় আসে। পুলিশ সদস্যকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শান্তিগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে চেকপোস্ট বসায়। পুলিশ সদস্যকে নিয়ে চলা ট্রাকের চালক অসৎ উদ্দেশে দ্রুতগতিতে ট্রাক চালানোর ফলে শান্তিগঞ্জ এলাকায় সিলেটগামী একটি প্রাইভেটকারকে ধাক্কা দিয়ে সড়কের পাশে খাদে ফেলে দেয়। প্রাইভেটকারটি সড়কের পাশের আমন ক্ষেতে পড়ে। তবে যাত্রী ও চালক কেউ আহত হননি। ট্রাকের পেছনে পুলিশের টহল গাড়ি সামনে চেকপোস্টের মধ্যেভাগে ট্রাক থামিয়ে ট্রাকের চালক ও হেলপার দৌড়ে ক্ষেতের দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে আশপাশের লোকজনের সহায়তায় পুলিশ তাদেরকে আটক করে শান্তিগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে, ট্রাকটি ডাকাতির কাজে ব্যবহার করা হতো। দিরাইর শরীফপুর এলাকা থেকে ডাকাতির জন্য আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্যদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল। শান্তিগঞ্জ থানার ওসি আকরাম আলী জানান, দিরাই উপজেলার শরীফপুর এলাকা থেকে থানার টহল পুলিশের সদস্য মামুন ট্রাক তল্লাশির সময় তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জনতা ধাওয়া করে পিটুনি দিলে তারা কিছুটা আহত হয়। ট্রাক থেকে দুটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দেশীয় অস্ত্র ও ব্যবহৃত ট্রাক আটক করা হয়েছে। পুলিশের চালক ও হেলপার অসংলগ্ন কথা বলায় তাদের নাম পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাদেরকে আটক দেখানো হয়েছে।

সাংবাদিক মেহেদী হাসানের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি পরিবারের

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক মেহেদী হাসানের হত্যার সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে তার পরিবারের সদস্যরা। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মেহেদী হাসানের পরিবারের ব্যানারে 'জুলাই আন্দোলনে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক মেহেদী হাসান হত্যা মামলার বাদী পিতা মোশাররফ হোসেনকে আসামিদের দ্বারা হুমকির প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে' আয়োজিত মানববন্ধনে এই দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে মেহেদী হাসানের বাবা মোশাররফ হোসেন বলেন, গত বছরের জুলাই মাসে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে আমার ছেলে ঢাকা টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক মেহেদী হাসান যাত্রাবাড়ীতে নিউজ কাভারেজের জন্য দায়িত্ব পালন করছিল। ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের কাছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশের হামলা এবং গুলিতে মেহেদী হাসান নিহত হয়। তার মৃত্যুতে আমরা যেমন সন্তানহারা হয়েছি, দেশও একজন সম্ভাবনাময় সাংবাদিককে হারিয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলের মৃত্যুর পর মামলা করতে গেলেও বারবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। অবশেষে মামলা রুজু হলেও আমরা ন্যায়বিচার পাচ্ছি না। যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হলেও মামলার অপর আসামিরা এখনও বহাল তবিয়তে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। এই মামলার দুই আসামি খোরশেদ আলম ও আশরাফুল হক বর্তমানে একজন উপদেষ্টার কোম্পানিতে ঊর্ধ্বতন পদে কর্মরত আছে। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে তাদের নাম প্রত্যাহার করার জন্য। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছি। নিহত সাংবাদিক মেহেদী হাসানের বাবা আরও বলেন, এ অবস্থায় আমি সন্তানের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। মানববন্ধনে মেহেদী হাসানের পরিবারের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

পল্লবীতে নারী ধর্ষণছ: আসামিদের স্বাকারোক্তি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যেই রাজধানীর পল্লবীতে গত সোমবার রাতে আটকে রেখে এক নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী ওই নারীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ওই নারীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের গতকাল বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগ গত মঙ্গলবার দুপুরে পল্লবী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ মামলার ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামি এনামুল হক (৩৮) ও তার এক সহযোগী হামিদুর রহমানকে (৫০) গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার এনামুলের বাড়ি ময়মনসিংহ সদরের চরগোবিন্দ এলাকায়। আর হামিদুরের বাড়ি গাজীপুরের পূবাইলের মেঘডুবিতে। তারা দুই জনই বর্তমানে ঢাকায় থাকেন। এ প্রসঙ্গে গতকাল বুধবার দুপুরে পল্লবী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা ওই নারীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। এছাড়া এজাহারে উল্লেখিত অনেকে আত্মগোপনে রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে আমাদের টিম মাঠে কাজ করছে। ওসি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, ধর্ষণের শিকার ওই নারী একটি পত্রিকায় কাজ করেন। মাটিকাটা এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করা হচ্ছে, এমন খবর পেয়ে ওই নারী রাজধানীর তুরাগ এলাকার বাসা থেকে সেদিন রাত ১১টার দিকে সেখানে যান। তখন কয়েকজন যুবক তাকে ধরে বারনটেকের গ্রিন সিটি এলাকার একটি নির্মাণাধীন ১২ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় নিয়ে যায়। এরপর ১৬ জন ব্যক্তি তাকে ঘেরাও করে ফেলে। দিবাগত রাত ১টা থেকে সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ওই নারীকে ধর্ষণ করে তারা। ধর্ষকেরা চলে যাওয়ার পর ওই নারী ৯৯৯ -এ ফোন করেন। তখন ক্যান্টনমেন্ট থানাপুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল পল্লবী থানা এলাকা হওয়ায় তারা ওই নারীকে এই থানায় নিয়ে আসেন। ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে ওই নারী একটি মামলা দায়ের করেন। সেখানে আট জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাত আরও আট জনকে আসামি করা হয়েছে। ঢামেক সূত্রে জানা গেছে, চল্লিশোর্ধ্ব ওই নারী বর্তমানে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল বুধবার সেখানে তার ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা, মাইকে ঘোষণা দিয়ে আসামিদের বাড়ি পোড়ালো স্থানীয়রা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ মানিক (৩২) নামের এক যুবক নিহতের ঘটনায় জড়িতদের বসত ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ লোকজন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নে অবস্থিত রাসেল ও নয়ন নামে দুই জনের পাশাপাশি অবস্থিত বসতঘর ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার পর জানাজা নামাজ শেষে মাইকে ঘোষণা দিয়ে মোহাম্মদ মানিক (৩২) খুনের ঘটনায় জড়িত আসামি রাসেল (৩৬), নয়নের (৩২) বসতঘর ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। আগুন লাগার বিষয়ে আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইউছুফ বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে আমাদের ফোর্স ঘটনাস্থলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে। গত মঙ্গলবার ৭টা ৪৩ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের টিম কাজ শুরু করে। রাত ৮টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে পাশাপাশি দুটি বসতঘর পুড়ে গেছে। এতে আনুমানিক ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি ও ২ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে। আনোয়ারা থানার ওসি মনির হোসেন বলেন, পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে মোহাম্মদ মানিককে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয় বলে স্বজনরা জানিয়েছে। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে নিহতের বড় ভাই বাবু প্রকাশ বাবুল (৩৮) বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। মামলায় একই ইউনিয়নের বাসিন্দা রাসেল, নয়নসহ অজ্ঞাত ২/৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ওসি বলেন, নিহত মানিকের নামাজে জানাজার পর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ লোকজন আসামিদের বসতঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। উল্লেখ্য, গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে আনোয়ারা উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নের পূর্ব কৈন্যারা গ্রামের ভেন্ডারঘাটা এলাকায় পাওনা টাকা নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে রাসেল, নয়নসহ অজ্ঞাত ২/৩ জন স্থানীয় যুবক মোহাম্মদ মানিককে ছুরিকাঘাতে খুন করে। নিহতের ভাই মোহাম্মদ বাবুল জানান, তার ভাই মানিক স্থানীয় রাসেলের কাছে এক লাখ টাকা পাওনা ছিল। পাওনা টাকা নিয়ে সোমবার রাতে দুই জনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এর একপর্যায়ে মানিককে ছুরিকাঘাত করে রাসেলসহ অন্যরা। আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিবাগত রাত ২টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। নিহত মানিক পরৈকোড়া ইউনিয়নের ভিংরোল গ্রামের সৈয়দের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গায় বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা সদরের বদরগঞ্জ বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রাত দেড়টা পর্যন্ত ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ অগ্নিকাণ্ডে বাজারের চারটি কাঠের ফার্নিচারের কারখানাসহ বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কমপক্ষে কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, বদরগঞ্জ বাজারের একটি ফার্নিচারের কারখানার মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা লোকজন। সে আগুন দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও কয়েকটি দোকানে। খবর দেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালান তারা। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের দাবি, চারটি কাঠের ফার্নিচারের কারখানা, একটি চায়ের দোকান ও একটি সেলুনের দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে ছয়টি দোকানে কমপক্ষে এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম সরকার জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।

খুলনায় আগুনে পুড়ে ছাই ৪৪ অস্থায়ী দোকান

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা মহানগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ের অস্থায়ী মার্কেটে গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টায় আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ভোর সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে অস্থায়ী ৪৪ দোকান পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ৯টি ইউনিট ভোর সাড়ে ৫টা থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় ৬টা ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। খুলনা সদর থানার ওসি সানোয়ার হোসেন মাসুম জানান, ভোরে আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আগুনে বেশ কিছু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা জানান, পিকচার প্যালেস সিনেমা হলের জমিতে 'পিকচার প্যালেস সুপার মার্কেট' নাম দিয়ে এক বছর ধরে ৪৪টি দোকান বসিয়ে তারা ব্যবসা করছিলেন। অপরিকল্পিত এ মার্কেটে সব ধরনের ঝুঁকি ছিল। ভোরে আগুনের সূত্রপাত ঘটলে ব্যবসায়ী-রা দ্রুত বের হয়ে আসেন। দেখতে দেখতে আগুন প্রতিটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে বেশিরভাগ মালামাল পুড়ে গেছে। ৪৪টি অস্থায়ী দোকানের মধ্যে কাপড়, কসমেটিক ও ক্রোকারিজের দোকান ছিল।

ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৯

স্টাফ রিপোর্টার : ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রাক-পাগলুর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশুসহ আরও ৯ জন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী মহাসড়কে লক্ষ্মীপুর ডেবাঢাঙ্গী নামক স্থানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী পাগলুর মুখোমুখি সংঘর্ষে এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার মধুপুর গ্রামের আমিরুলের ছেলে আরফান (২৩) ও একই উপজেলার চেয়ারম্যান পাড়া গ্রামের দিনা রামের ছেলে জয়ন্ত রায় (২৯)। গাড়িতে শিশুসহ ১১ জন ছিলেন। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জয়ন্ত রায়ের। পরে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরফান। আহতদের মধ্যে শিশুসহ তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের রংপুরে রেফার্ড করা হয়। গুরুতর আহতরা হলেন- বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার লাহেরি গ্রামের নাছির উদ্দিনের মেয়ে মহসিনা বেগম (৪৫), একই গ্রামের আব্বাস আলীর মেয়ে আসিয়া জান্নাত (৩) ও পীরগঞ্জ উপজেলার জামাই বাড়ি গ্রামের জসিম উদ্দিনের স্ত্রী আকলিমা (২২)। ঠাকুরগাঁও সদর থানার ওসি শহিদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলেই একজন ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাবা-মেয়েসহ নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রীবাহী ভ্যানের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাবা-মেয়েসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই সময় ভ্যানচালকসহ আহত হয়েছেন দুই জন। গতকাল বুধবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের নবীবনগর এলাকার একটি ফিলিং স্টেশনের সামনে এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বামন আলী গ্রামের হাসান ইকবাল (৪৫) ও তার মেয়ে রত্না খাতুন (১৪) এবং গদখালি এলাকার মেহের আলীর স্ত্রী নাজমা খাতুন (৫০)। আহত হয়েছেন হাসান ইকবালের স্ত্রী হালিমা খাতুন (৩৮) ও ভ্যানচালক গদখালীর সৈয়দপুর এলাকার বাবলু (৩৫)। খবর পেয়ে নাভারণ হাইওয়ে ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি লাশ উদ্ধার এবং আহত একজনকে ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

জয়পুরহাটে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে থানায় হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটে ক্ষেতলালে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে থানায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুই পুলিশ সদস্যসহ পাঁচ জন আহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার ইফতারের আগ মুহূর্তে ক্ষেতলাল থানায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকা তিন জনকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী আশিক পার্থের নেতৃত্বে থানায় আক্রমণ করে। দায়িত্বরত ২ পুলিশ সদস্য বাধা দিলে তাদের মেরে আহত করে ও থানা অবরুদ্ধ করে। পুলিশ বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করলে সেনাবাহিনী সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিন জনকে আটক করে সেনাবাহিনী।

ঈদ-নববর্ষ ঘিরে খটখট শব্দে

মজুরি পাওয়া যায় ২২০০ থেকে ২৩০০ টাকা। আগের মতো এ পেশায় লাভ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বাজারে সূতার দাম বেশি। এখনো পুরোপুরি তাঁতের বাজার জমেনি। ১৫ বছর ধরে এ পেশায় কাজ করছি। আরেক শ্রমিক আব্দুল জলিল বলেন, ২৩ বছর ধরে এ পেশায় জড়িত। ঈদ উপলক্ষে বালুচুরি শাড়ি তৈরি করছি। প্রতি পিস শাড়িতে ৬০০ টাকা মজুরি দেওয়া হয়। সপ্তাহে ৫টি শাড়ি তৈরি করছি। এতে আমাদের পোষায় না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যবসায়ী নেতা বলেন, গত ঈদে দুই থেকে আড়াই লাখ পিস শাড়ি বিক্রি হয়েছিল। এতে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। কিন্তু এবারের অবস্থা খুবই বাজে। শাড়িতে আগের মতো ইনভেস্ট করছে না। তবুও আশা করছি প্রায় দেড় লাখ পিস বিক্রি হবে। যা টাকার অঙ্কে ৮০-৯০ কোটি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে ক্রেতারা শাড়ি কিনতে ভিড় করছেন টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লি ও জেলা শহরের শো-রুমগুলোতে। স্বাচ্ছন্দ্যে পছন্দের শাড়ি কিনছেন ক্রেতারা। টাঙ্গাইল শহর থেকে আসা মো. সোহেল নামের এক ক্রেতা বলেন, ঈদ উপলক্ষে পরিবারের জন্য শাড়ি কিনতে এসেছি। আগের থেকে কিছুটা দাম বেশি। তবুও টাঙ্গাইল শাড়ির মান ভালো থাকায় চাহিদা বেশি। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল জেলা শাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রঘুনাথ বসাক বলেন, ঈদকে কেন্দ্র করে এবার নতুন ডিজাইনির শাড়ি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আবহাওয়া অনুযায়ী 'ভেজিটেবল ডাই' নামের নতুন শাড়ি তৈরি করা হয়েছে। রোজার ঈদ এবং পহেলা বৈশাখ কাছাকাছি হওয়ায় আশা করছি বিপুল পরিমাণ শাড়ি বিক্রি হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশীয় বাজার অনেক ছোট হয়ে আসছে। আমরা বিদেশি বাজারের প্রতি বেশি ঝুঁকে যাচ্ছি। বিগত সময়ে পাথরাইলে ৫ হাজার তাঁত ছিল। কিন্তু এখন ৪০০ তাঁত রয়েছে। চাহিদা কমায় আমাদের উৎপাদনও কম হচ্ছে।

বিশ্ব বাজারে সোনার দাম আরও

আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ বর্ধিত শুল্ক এরই মধ্যে কার্যকর হয়েছে। যার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর এই শুল্ক আরোপ করা হবে।

অস্ত্র মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড থেকে

মোহাম্মদ শিশির মনির। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ২৮ মে বাবরের গুলশানের বাসার শোয়ার ঘর থেকে অবৈধ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করার অভিযোগে একই বছরের ৩ জুন রাজধানীর গুলশান থানায় এ মামলা হয়। বিচার শেষে একই বছরের ৩০ অক্টোবর ঢাকার মহানগর নয় নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত বাবরকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে ২০০৭ সালেই আপিল করেন। ২০০৭ সালের ২৮ মে আটক হন লুৎফুজ্জামান বাবর। সেই থেকে প্রায় ১৭ বছর কারাবন্দি ছিলেন বিএনপির এই নেতা। এরপর বিভিন্ন মামলায় তার দণ্ড হয়। সেসব মামলা থেকে খালাস ও জামিনের পর চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হন তিনি। এ মামলার কার্যক্রম হাইকোর্টের আদেশে স্থগিত ছিল।

৮ দিনের ছুটির ফাঁদে বুড়িমারী

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর মাঝে ছুটির পত্র বিনিময় করা হয়েছে। রোববার (৬ এপ্রিল) থেকে যথারীতি বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে। বুড়িমারী স্থলবন্দরের (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফারুক হোসেন বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুড়িমারী স্থল বন্দরের শুল্ক স্টেশন ও সিএনএফ কার্যক্রম সাপ্তাহিক ছুটিসহ আট দিন বন্ধ থাকবে। আগামী ৬ এপ্রিল বন্দরের কার্যক্রম শুরু হবে। বুড়িমারী স্থলবন্দর পুলিশ অভিবাসন চৌকির (ইমিগ্রেশন) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল চালু থাকবে। বুড়িমারী স্থল বন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা রাহাত হোসেন বলেন, সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাঁচদিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে।

খিলক্ষেতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

জান মিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন। ঢাকা মেডিকেল চিকিৎসাধীন জান মিয়াকে আটক দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ছয় বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে মামলার প্রস্তুতি চলছে। এর আগে, গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর খিলক্ষেতে ছয় বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে জান মিয়া নামের ওই যুবককে খিলক্ষেত মধ্যপাড়া থেকে হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু থানায় নেওয়ার পথে পুলিশের গাড়িতে হামলা ও ওই যুবককে ছিনিয়ে নিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয়। পরে আহত ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ প্রসঙ্গে গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রিয়াজুল হক বলেন, খিলক্ষেতে ধর্ষণের অভিযোগে আটক যুবককে ছিনিয়ে নিয়ে মারধরে জড়িতদের বিরুদ্ধেও মামলা হবে। আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মব জাস্টিসের নামে আইন হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ নেই। গত রাতে যুবককে মারধরে জড়িতদের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে আগেই নির্দেশনা দিয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে নওগাঁর

গ্রামের আরেক নারী কারিগর লিপি খাতুন বলেন, সংসারের কাজের পাশাপাশি টুপি সেলাইয়ের কাজ করি। টুপি সেলাই করে বাড়তি একটা আয় হচ্ছে। এই টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েদের সখ পূরণ করতে পারছি পাশাপাশি সংসারেও কিছুটা সহযোগিতা করতে পারছি। সরকার থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পেলে কাজের মান আরও ভালো হবে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী আছিয়া খাতুন বলে, পড়াশোনার পাশাপাশি মা-চাচিদের সঙ্গে আমি টুপি সেলাইয়ের কাজ করি। টুপির কাজ করে এই টাকা দিয়ে নিজের বই-খাতা কিনি। যখন যা কিনতে মন চায় তখন তাই কিনতে পারি। বিদেশি এসব টুপি তৈরির উদ্যোক্তো জীবন আহমেদ সুজন বলেন, ১০-১৫ বছর আগে স্বল্প পরিসরে এসব টুপি তৈরির কাজ শুরু করেছিলাম। বর্তমানে প্রায় জেলার ৫-৬ হাজার নারী আমার অধীনে টুপি তৈরির কাজ করেন। টুপি তৈরি হলে টুপিগুলোকে ওমানে রপ্তানি করে থাকি। আমার তৈরি এসব টুপি ওমান থেকে বিভিন্ন দেশে যায়। সেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এখন স্বাবলম্বী। সরকার থেকে সহযোগিতা পেলে আরও বড় পরিসরে কাজ করতে পারতাম। এতে আরও বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে নওগাঁ বিসিক শিল্প নগরীর উপব্যবস্থাপক শামীম আক্তার মামুন বলেন, বিসিকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে টুপির বিষয়ে এখনো কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। উদ্যোক্তারা আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদেরকে নিয়ে বিসিক থেকে টুপি তৈরিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও বিসিক থেকে স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। নারী উদ্যোক্তা হলে ৫ শতাংশ এবং পুরুষ উদ্যোক্তা হলে ৬ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হয়। পণ্য বিপণনে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা বিসিক থেকে করা হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাপের শত কোটি টাকার

টাকা। এছাড়া, সাবেক এ সংসদ সদস্যের অঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। সেইসঙ্গে তার নিজের ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ৫১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৯৭ কোটি ৬৩ লাখ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনেরও খোঁজ পাওয়া গেছে। আব্দুস সোবহান গোলাপের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর ২৭(১) ধারা, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারা এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দুদক।

বনশ্রীতে ৭ বছরের শিশু ধর্ষণের

রায় শেষে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ভুক্তভোগীর পরিবার ন্যায়বিচার পেয়েছেন। ধর্ষকের কোনো ভুল নেই। সব ধর্ষকের এ রকম সাজা হওয়া উচিত, যেন কেউ আর ধর্ষণ করার সাহস না পায়। তবে, মৃত্যুদণ্ডের রায়ে ক্ষোভ জানিয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ইমরান হোসেন বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।

চার বছর পর নিবন্ধন

ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেন, নিবন্ধন বাতিলের পক্ষে তৎকালীন ইসি কাগজে-কলমে যে কারণই দেখাক না কেন, মূল কারণ ছিল জাগপার রাজনীতি, ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং আগ্রাসন বিরোধী অবস্থান। তাই ভারতের সেবাদাসী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নির্দেশনায় জাগপার নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এবং ভারতীয় আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশে সত্যের জয় হয়েছে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের এবং লড়াকু সৈনিকদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি এবং জাগপা তার রাজনৈতিক অধিকার নিবন্ধন ফিরে পেয়েছে।

বাংলাদেশিদের মেডিকেল ভিসা দিচ্ছে

নিতে যাচ্ছেন। গত বছরের আগস্ট থেকে ভারত প্রতিদিন এক হাজারেরও কম বাংলাদেশিকে চিকিৎসা ভিসা দিচ্ছে, যেখানে আগে এই সংখ্যা ছিল দৈনিক ৫ থেকে ৭ হাজার। ভিসার সংখ্যা কমেছে মূলত বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণে। নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের দীর্ঘদিনের মিত্র শেখ হাসিনার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দেশে ছাত্র-জনতার ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনা গত আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ভারতে পালিয়ে যান। বাংলাদেশ তাকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য ফেরত চাইলেও ভারত বাংলাদেশের অনুরোধ উপেক্ষা করছে। এর আগে, ২০২৩ সালে ভারত বাংলাদেশিদের জন্য ২০ লাখেরও বেশি ভিসা ইস্যু করেছিল, যার বেশির ভাগই চিকিৎসা ভিসা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে চীন এক আকর্ষণীয় সুযোগ তৈরি করছে। এ মাসের শুরুতেই একদল বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশ সফর করেছে। চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এটিকে, 'বাংলাদেশের চিকিৎসা পর্যটন বাজারের সম্ভাবনা অন্বেষণের' উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া, অন্তত ১৪টি চীনা প্রতিষ্ঠান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশে ৩০ কোটি ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছে, যা এই সময়ে অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস চলতি মাসেই চীন সফরে যাচ্ছেন এবং প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা আছে। ভারতের সঙ্গে ২০২০ সালের হিমালয় সীমান্ত সংঘর্ষের পর সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করলেও, চীন এখন ঢাকায় একটি 'ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল' স্থাপনের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পাশাপাশি, বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণের প্রক্রিয়াও সহজ করছে বেইজিং। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে চীন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সহযোগিতাকে ক্রমাগত গভীর করতে এবং নতুন সুযোগ অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ-চীন সহযোগিতা কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নয় এবং তৃতীয় পক্ষের কারণে প্রভাবিতও হবে না।' এ বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো মন্তব্য করেনি। চারটি সূত্র জানিয়েছে, ভারতের ভিসা প্রক্রিয়ার ধীর গতি শুধু বাংলাদেশের সরকারের নয়, সাধারণ জনগণের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফলে ঢাকার সমর্থন দীর্ঘ সময়ের জন্য হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে দিল্লির, বিশেষ করে শেখ হাসিনার দ্রুত ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকায়।

ভিসা না দেওয়ার কারণ হিসেবে, ভারত বারবার ঢাকায় তাদের দূতাবাসে কর্মী সংকটের কারণ দেখিয়েছে। ভারত সরকার জানিয়েছে, তারা চায়, বাংলাদেশি রোগীরা ভারতে চিকিৎসার সুযোগ পাক, তবে বাংলাদেশে 'স্থিতিশীলতা' ফিরে আসার পরই ভিসা অফিসে কর্মী বাড়ানো হবে। এক ভারতীয় কর্মকর্তা বলেন, চিকিৎসা ভিসার সংখ্যা কমানোর আরেকটি কারণ হলো, কিছু ক্ষেত্রে এগুলোর অপব্যবহার হচ্ছিল। কিছু লোক এসব ভিসার মাধ্যমে 'বাংলাদেশের কঠিন পরিস্থিতি থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।'

বাংলাদেশে ভারতের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, ভারতের এই ভিসা জটিলতা এমনই এক সময়ে তৈরি হয়েছে। এ মাসে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশে তাদের কিছু প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং উভয় দেশ যৌথভাবে 'প্রকল্প পোর্টফোলিও পুনর্বিন্যাস' নিয়ে আলোচনা করছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ভারত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করেনি, কিন্তু চীনের আমন্ত্রণে সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) এক সাবেক মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বেইজিং সফর করেছে।

এই সপ্তাহে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়েনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ তার বাজার চীনের জন্য আরও উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত। চীনা সৌরশক্তি প্রতিষ্ঠান লুঙ্গি গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশে অফিস স্থাপন ও উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হ্যাপিমন জেকব বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পরিবর্তন চলছে, যেখানে চীন প্রধান শক্তিগুলোর একটিতে পরিণত হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রতিটি দক্ষিণ এশীয় দেশে ভারতের ঐতিহ্যগত প্রভাব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।'

সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে

জাহান রুনা তালুকদার তদন্ত করে আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। পরের বছরের ২০ জানুয়ারি আসামির বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলাটির বিচার চলাকালে আদালত ১০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

উত্তরবঙ্গে ঈদযাত্রায় এবারও

আগে, কড্ডা ফ্লাইওভারের পশ্চিমে, কোনাবাড়ী আন্ডারপাসের আগে, হাটিকুমরুল পাঁচলিয়া বাসস্ট্যান্ড, হাটিকুমরুল ধোপাকান্দি ব্রিজ, হাটিকুমরুল গোলচত্বর, হাটিকুমরুল বাজার, ঘুরকা বেলতলা, ভূঁইয়াগাতী বাসস্ট্যান্ড, হোটেল হাইওয়ে অভিভিলা, ষোলমাইল, সিরাজগঞ্জ বাইপাস, জমজম দইঘর, বগুড়া বাজার থেকে সীমাবাড়ী কলেজ, পেন্টাগন হোটেল, ফুড ভিলেজ হোটেল, হাটিকুমরুল গোলচত্বর থেকে হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদ, দাদপুর জামাই রোড, নিউ পাপিয়া হোটেল থেকে চাচা ভাতিজা হোটেল, জোড়া ব্রিজ, চান্দাইকোনা গরুর হাট পর্যন্ত। এ ছাড়া ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের কাচিকাটা টোলপ্লাজা, বনপাড়া বাইপাস, বনপাড়া বাজার, রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের বানেশ্বর বাজার, রাজশাহী, ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঘোগা বটতলা থেকে মোনায়েম কন্স্ট্রাকশন, ছনকা বাজার, শেরপুর মডেল মসজিদের সামনে, নয়ামাইল বাজার, মাঝিরা বাজার, ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানার বনানী বাসস্ট্যান্ড, শাকপালা, বগুড়া জেলার সদর থানার জিয়া মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে, তিন মাথা রেল ক্রসিং, চার মাথা ফ্লাইওভার ব্রিজের নিচে, বারোপুর বাসস্ট্যান্ড, মাটিডালি বিমান বন্দর মোড়, টিএমএসএসের সামনে, শিবগঞ্জ থানার মহাস্থান বাসস্ট্যান্ড ফ্লাইওভারের নিচে, মোকামতলা বাসস্ট্যান্ড ফ্লাইওভারের নিচে, মায়ামনি চৌরাস্তা মোড় থেকে গোবিন্দগঞ্জ ব্র্যাক অফিস, গাইবান্ধা, পলাশবাড়ী উপজেলা এবং শিল্পী রেস্তোরাঁ থেকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পর্যন্ত পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, পীরগঞ্জ উপজেলা বাস স্টপেজ থেকে সাসেক প্রকল্পের নির্মাণাধীন আন্ডারপাসের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, বিশ মাইল, পীরগঞ্জ, রংপুর, বড় দরগাহ্ আন্ডারপাস, পীরগঞ্জ, রংপুর, শঠিবাড়ী আন্ডারপাস, শঠিবাড়ী বাজার এবং বাস স্টপেজ এলাকা, মিঠাপুকুর, রংপুরকে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ মহাসড়কের যানজটের গুরুত্বপূর্ণ হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সভায় যানজট নিরসনে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও হাইওয়ে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রা থেকে যমুনা সেতু পূর্ব সড়ক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. সিনথিয়া আজমিরী খান বলেন, মির্জাপুর থেকে শুরু করে এলেঙ্গা মোড় পর্যন্ত সড়কটি আমাদের আওতায়। এ সড়কের সব মেরামত আমরা ঈদের ১০ দিন আগেই শেষ করে দেব, যাতে যানবাহনের কোনো ধরনের ধীরগতি বা যানজট না তৈরি হয়। এ ছাড়া ভূঞাপুর-চর গাবসারা হয়ে বাইপাস রোড আছে ঢাকামুখী গাড়িগুলো আসার জন্য, সেটিরও ঈদের ১০ দিন আগেই যাবতীয় মেরামত সম্পন্ন করা হবে। এলেঙ্গা মোড় থেকে যমুনা সেতু পূর্ব গোলচত্বর পর্যন্ত সড়কটির নির্মাণ কাজ করছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস বলেন, এখানে একটা নতুন রাস্তা হচ্ছে। আগের রাস্তা তো আছেই। সার্ভিস লেনও হয়েছে। সবমিলিয়ে সবগুলো সড়ক দিয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাস্তা স্মুথ করা হচ্ছে, কাজ চলছে। ঈদের সময় যাতে যান চলাচল স্মুথ থাকে সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। খুব বেশি ট্রাফিক হলে যমুনা সেতু পূর্ব থেকে কন্ট্রাক সেভেনের রাস্তা খুলে দেওয়া হবে। টাঙ্গাইল জেলা ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, এলেঙ্গা থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত ফোর লেনের কাজ চলছে। সেখানে একটি নতুন রাস্তা হয়েছে। এটা দিয়ে এলেঙ্গা থেকে যমুনা সেতুমুখী গাড়ি আনা হবে। আর পুরোনো রাস্তা দিয়ে যমুনা সেতু থেকে এলেঙ্গার দিকে গাড়ি পাঠানো হবে। যদি গাড়ির চাপ বেশি থাকে তবে সার্ভিস লেন ও পুরোনো রাস্তা দিয়েও গাড়ি এলেঙ্গা থেকে আনা হবে। তখন ঢাকাগামী গাড়িগুলো যমুনা সেতু থেকে বের হয়ে বামে ভূঞাপুর হয়ে এলেঙ্গা ফোর লেনে যুক্ত হবে। আমরা এমন নির্দেশই পেয়েছি। যমুনা সেতু পশ্চিম থেকে রংপুর সড়ক ঢাকা পোস্টের বগুড়া প্রতিনিধি রাশেদ নিরব জানিয়েছেন, যমুনা সেতুর পর সিরাজগঞ্জের জোড়া ব্রিজ, হাটিকুমরুল গোলচত্বর, সনকা বাজার, বগুড়ার চান্দাইকোনা এবং ছিলিমপুর এলাকার ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। এর মধ্যে জোড়া ব্রিজ ও সনকা বাজার পয়েন্টে এক লেনে গাড়ি যাতায়াত করছে। ফলে ঈদযাত্রায় এ অংশে ভোগান্তি হতে পারে। ঢাকা পোস্টের রংপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক ফরহাদুজ্জামান ফারুক জানিয়েছেন, বগুড়া থেকে রংপুর আসতে গোবিন্দগঞ্জ, ধাপেরহাট, মিঠাপুকুরের শঠিবাড়ী এবং মর্ডান মোড়ে সবচেয়ে বেশি যানজট হয়। ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের নির্মাণ কাজ চলছে। তবে এর কারণে কোনো অসুবিধা হবে না। রাস্তা মোটামুটি সচল আছে। ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন (সাসেক-২)। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সেতু বিভাগ। এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেন উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ মো. আহসানুল কবীর পাভেল বলেন, এলেঙ্গা থেকে হাটিকুমরুল মোড়ের আগ পর্যন্ত আমার দায়িত্বে। এখানে ১৯ কিলোমিটার ফোর লেন সড়ক। এ রাস্তার কারণে যানজটের কোনো শঙ্কা নেই। তবুও পরে হতে পারে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, আমার দায়িত্ব রয়েছে হাটিকুমরুল থেকে বগুড়ার মির্জাপুর পর্যন্ত। আগামী ২৪ মার্চ হাটিকুমরুল থেকে বগুড়ার মির্জাপুর পর্যন্ত চার লেন গাড়ি চলাচলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর মধ্যে আমরা চারটি আন্ডারপাস ছেড়ে দিয়েছি। এ পথে যানজট হওয়ার শঙ্কা নেই। ঈদযাত্রার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান বলেন, আমাদের আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে। সড়ক গতিশীল করতে আমরা কাজ করছি। ঈদযাত্রায় মানুষের যেন কম কষ্ট হয়, আমরা সেই চেষ্টা করছি। কষ্ট তো সব জায়গায় কমাতে পারি না, কিছু জায়গায় হয়ে থাকে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করি। এদিকে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ১৫ রোজার মধ্যে সব রাস্তার সংস্কার কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া রাস্তার পাশের হাটবাজার সরাতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

পেঁয়াজ উৎপাদন নিয়ে কৃষকের

থেকে ১৮ টাকা কেজি দরে মুড়িকাটা পেঁয়াজ এবং ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে হালি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। ফলে প্রতি বিঘায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা কৃষকের লোকসান হচ্ছে। আর আগা মরা রোগে হালি পেঁয়াজের ফলন কমে গেলে কৃষকের লোকসান আরো বাড়বে। বর্তমানে বেশির ভাগ খেতের পেঁয়াজগাছগুলোর মাথা শুকিয়ে লালচে রং ধারণ করেছে। কোনো কোনো জমির পেঁয়াজগাছ প্রায় অর্ধেক শুকিয়ে গেছে। পেঁয়াজের আকারও বেশ ছোট হয়েছে। আবাদের শুরুতে খেতে কোনো সমস্যা না থাকলেও গাছ বড় হতেই এর মাথা মরে যেতে শুরু করেছে। এদিকে কৃষি বিভাগ সংশ্লিষ্টদের মতে, দিনে ভ্যাপসা গরম পড়ছে আর রাতে শীত; আবার ভোরে কুয়াশাও দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্য ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। মূলত এ কারণেই হালি পেঁয়াজগাছে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই পেঁয়াজের গুটি মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই পেঁয়াজের অনেকটাই উঠে যাবে। আর গাছের আগা শুকিয়ে যাওয়া রোধের জন্য কৃষকদের পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক কীটনাশক ছিটানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

গাড়িতে ৩৭ লাখ টাকা পাওয়া এলজিইডির সেই প্রকৌশলী সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ছাবিউল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. নিজাম উদ্দিনের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে গাইবান্ধা এলজিইডি কার্যালয় থেকে প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নির্বাহী প্রকৌশলী ছাবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া গাড়িতে অবৈধ অর্থ বহন ও তা যৌথ বাহিনী কর্তৃক জব্দ করার বিষয়টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী ছাবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুসারে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ২০১৮ এর বিধি ১২ (১) অনুসারে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোশ ভাতা পাবেন। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গত বৃহস্পতিবার রাতে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে যানবাহনে তল্লাশি করছিলেন। রাত ২টার দিকে বগুড়া থেকে নাটোর অভিমুখে একটি ব্যক্তিগত গাড়ি থামিয়ে তল্লাশির সময় গাড়ির পেছনের ডালায় বিপুল পরিমাণ টাকা দেখতে পান তারা। এ সময় গাড়িতে থাকা আরোহী ছাবিউল ইসলাম নিজেকে গাইবান্ধার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী পরিচয় দেন। পরে তাকে ও গাড়ির চালককে সিংড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তদন্তকারী কর্মকর্তা তলব করামাত্র হাজির হবেন, এমন শর্তে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি। তবে ছাবিউল ইসলাম ওই টাকা তার জমি বিক্রির বলে দাবি করেন। তবে এর সমর্থনে তিনি কোনও প্রমাণ দিতে না পারায় ওই টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন নাটোরের সিংড়া আমলি আদালত। এ ঘটনায় গত রোববার ছাবিউল ইসলামকে এলজিইডির প্রধান কার্যালয় থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) আবদুর রশীদ মিয়ার সই করা ওই নোটিশে নির্বাহী প্রকৌশলী ছাবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা চিঠি পাওয়ার সাত কর্মদিবসের মধ্যে জানতে চাওয়া হয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই গাইবান্ধার কর্মস্থলে অফিস করেনি মো. ছাবিউল ইসলাম। গত মঙ্গলবারও অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে বক্তব্য পাওয়া যায়নি নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ছাবিউল ইসলামের। এমনকি তার মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। জানা গেছে, ছাবিউল ইসলাম ২০০৫ সালের ২১ ডিসেম্বর সাঘাটা উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন। সেখানে ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১৪ বছর ১ মাস ২২ দিন কর্মরত ছিলেন। এরপর সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে গাইবান্ধা জেলা এলজিইডি কার্যালয়ে ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যোগ দেন। পরে পদোন্নতি পেয়ে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে গাইবান্ধা জেলায় কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাকে বরিশালে বদলি করা হলেও মাত্র ২৩ দিনের মাথায় আবারও গাইবান্ধায় জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করায় তার বিরুদ্ধে ঠিকাদারের কাছে কমিশন ও ঘুষ বাণিজ্য করে বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গোপালগঞ্জে দুপক্ষের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ১৪

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ধানের জমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ১৪ জন আহত হন। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার তেঁতুলবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রামদিয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত নারীর নাম শিলা বেগম (৩৫)। তিনি তেঁতুলবাড়ি গ্রামের কাওসার মোল্লার স্ত্রী। এ ঘটনায় তিন নারীসহ অন্তত ১৪ জন আহত হন। তাদের গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাশিয়ানীর রামদিয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক সৈয়দ এমদাদুল হক বলেন, বোরো ধানের জমিতে সেচ দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কৃষক শাহিদ মোল্লা ও কাওসার মোল্লার মধ্যে সন্ধ্যায় বাগবিতণ্ডা হয়। এ নিয়ে রাত ৯টার দিকে শাহিদ মোল্লার লোকজন কাওসার মোল্লার লোকজনের ওপর হামলা করেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়। সংঘর্ষে চার নারীসহ ১৫ জন আহত হন। তাদের গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত কোনও পক্ষ থানায় অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর জন্য এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সুজানগরে ৬ হাজার টিউবওয়েল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি চৈত্র মাসে পাবনার সুজানগরে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় প্রায় ৬ হাজার টিউবওয়েল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে উপজেলার বিভিন্ন বাসা-বাড়ী, অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০ থেকে ৬০ হাজার হস্তচালিত টিউবওয়েল রয়েছে। চলতি মৌসুমে প্রচণ্ড খরার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অস্বাভাবিক নীচে নেমে গেছে। এতে ওই সকল টিউবওয়েলের মধ্যে প্রায় ৬হাজার টিউবওয়েল বন্ধ হয়ে গেছে। উপজেলার মানিকহাট গ্রামের বিল্লাল হোসেন খান বলেন আমার বাড়ির টিউবওয়েলে গত ১০/১২দিন পানি উঠছেনা। পার্শ্ববর্তী বাড়ির একটি গভীর নলকূপ থেকে অনেক কষ্ট করে পানি টেনে এনে রান্নাবারির কাজ চালাচ্ছি। একই গ্রামের আব্দুল বাতেন বলেন চৈত্র মাস আসার আগে থেকেই আমার টিউবওয়েলে পানি উঠা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে দূর-দূরান্তের সাবমারসিবল ও অগভীর তারা টিউবওয়েল থেকে পানি টেনে এনে রান্না এবং খাওয়ার পানির চাহিদা মেটাচ্ছি। তবে গোসলসহ অন্যান্য কাজ-কর্মে সীমাহীন দুভোর্গ পোহাতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও অগভীর তারা টিউবওয়েলেও পানি উঠছেনা বলে জানান উপজেলার জোনারামচন্দ্রপুর গ্রামের পেঁয়াজ ব্যবসায়ী রওশন আলী। এতে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম বলেন ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অস্বাভাবিক নীচে নেমে যায়। ফলে এ সময় গভীর এবং অগভীর তারা টিউবওয়েল ছাড়া হস্তচালিত সাধারণ টিউবওয়েল পানি উঠেনা। তবে ভারি বৃষ্টি হলে ওই সকল বন্ধ টিউবওয়েল আবার সচল হয়ে যাবে।

ক্ষেতলালে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে থানায় হামলা, পুলিশসহ আহত ৭

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটে ক্ষেতলালে জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে থানায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় দুই পুলিশ সদস্যসহ ৭জন আহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে ক্ষেতলাল থানায় এ ঘটনা ঘটে। থানা পুলিশসুত্রে জানা যায়, থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকা তিনজনকে ছিঁনিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী আশিক পার্থের নেতৃত্বে থানায় আক্রমণ করে। দায়িত্বরত ২ পুলিশ সদস্য বাঁধা দিলে তাদের মেরে আহত করে ও থানা অবরুদ্ধ করে। পুলিশ বাধ্যহয়ে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করলে সেনাবাহিনী সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৩ জনকে আটক করে সেনাবাহিনী। আহতরা হলেন, পৌর এলাকার শাখারুঞ্জ গ্রামের তোফাজ্জল হোসেন (৩৫), একই গ্রামের আমিরুল ইসলাম (২৭), বগুড়ার শাহজাহানপুরের রফিক (৩৭) ও আব্দুল মমিন (৩৮)। আহত দুই পুলিশ সদস্য কাজী জাফর ও সুমন। সেনাবাহিনীর লাঠিচার্জে আহত হোন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক। ভুক্তভোগী আহত রফিক সাংবাদিকদের জানান, ক্ষেতলাল পৌর এলাকার শাখারুঞ্জ গ্রামের তোফাজ্জল হোসেন জমি রেজিস্ট্রির জন্য ক্ষেতলাল উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আসেন। এসময় ক্ষেতলাল পৌর বিএনপির ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে অপর তিন বিএনপিকর্মী মাসুদ চৌধুরী, গোলাম মওলা ও জুয়েল সেখানে উপস্থিত হয়ে তার নিকট থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অপারগতা জানালে তাদের মধ্যে হাতাহাতি ঘটনা ঘটে। পরে তারা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী আশিক পার্থকে বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে পার্থ সেখানে উপস্থিত হয়ে টাকা না দিলে দলিল রেজিস্ট্রি করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। তাকে বাধা দিতে গেলে তোফাজ্জলসহ তার চার আত্মীয়কে মারপিট করে রক্তাক্ত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ থানা থেকে তোফাজ্জলকে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করান। থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকা বাঁকি তিনজনকে ছিঁনিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী আশিক পার্থের নেতৃত্বে শতাধিক লোকজন থানায় আক্রমণ করে। দায়িত্বরত ২ পুলিশ সদস্য বাধা দিলে তাদের মেরে আহত করে থানা অবরুদ্ধ করে। পুলিশ বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করলে সেনাবাহিনীর ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করে সেনাবাহিনী। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স, জেলা গোয়েন্দা শাখা ও কালাই থানা পুলিশের শতাধিক সদস্য থানায় অবস্থান নেয়। এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি খালেদুল মাসুদ আঞ্জুমান বলেন, দলের যে কেউ হোক অপরাধ করলে তাদের শাস্তি হবে। এ বিষয়ে ক্ষেতলাল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযান অব্যাহত আছে।

কলমাকান্দায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মাঝে ষাঁড় বাছুর বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোণার কলমাকান্দায় সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে ষাঁড় বাঁছুর, খাবার ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। কলমাকান্দা উপজেলার সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যাচাইকৃত ৩৮ জনের মাঝে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ষাঁড় বাঁছুর, খাবার ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। গত মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের আয়োজনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসব বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কনিকা সরকার, উপ-সহকারী প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ) মো. সারোয়ার জাহান, আদিবাসী নেতা বথুয়েল কুবি, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি শেখ শামীম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ওবায়দুল হক পাঠান প্রমুখ। সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে জনপ্রতি ১টি ষাঁড় বাছুরের সাথে খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কনিকা সরকার জানান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে এসব বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হবে।

দোকানের বাকি পরিশোধ না করায় আ.লীগ নেতাকে গণপিটুনি

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুর চিরিরবন্দরে গরুকে খাওয়ানোর জন্য দোকান থেকে গো-খাদ্য বাকি নিয়ে টাকা পরিশোধ না করায় এক আওয়ামী নেতাকে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তিতে গভীর রাতে টাকা শোধ করে দোকানদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় উপজেলার রেলস্টেশন সড়কের হাসপাতাল মোড়ে জনৈক আলম গো-খাদ্য ভান্ডার নামক দোকানের ভিতর এ ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শি ও স্থানীয়রা জানান, চিরিরবন্দর উপজেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডঃ অনিমেষ রায় গরুর খাদ্য বিক্রয়কারী দোকান আলম খাদ্য ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী মোজ্জামেল হক আলমের কাছ থেকে প্রায় এক বছর আগে ২ হাজার ৬০০ টাকার গো খাদ্য বাকি নেন। এরপর আর টাকা পরিষদ করেননি। গত মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে ওই আওয়ামীলীগ নেতা উক্ত দোকানের সামনে এলে তার কাছে পাওনা টাকা চান দোকানদার। তখন ওই আওয়ামী লীগ নেতা 'কিসের টাকা পাও' বলে দোকানদারকে মারধর শুরু করেন। এ সময় স্থানীয়রাসহ আশপাশের দোকান মালিকগণ এগিয়ে এসে তাকে ধরে গণপিটুনি দেন এবং আটকে রাখেন। আলম খাদ্য ভান্ডারে স্বত্বাধিকারী মোজ্জামেল হক আলম বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা এডঃ অনিমেষ আমার কাছে এক বছর আগে আমার দোকান থেকে গো খাদ্য বাকি নিয়ে আর টাকা পরিশোধ করছিলেন না। অনেকবার টাকা চেয়েও ধরা দিচ্ছিল না। গত মঙ্গলবার দোকানের সামনে দেখা পেয়ে টাকা চাইলে, কিসের টাকা পান বলে আমার কলার ধরে আমার গায়ে আঘাত করেন তিনি। পরে আমার সাথের দোকানদার ও স্থানীয়রা তাকে মারধর করে আটকে রাখে। স্থানীয় হামিদ বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী আব্দুল হামিদ বলেন, আমার দোকান থেকে সাবেক অর্থমন্ত্রীর প্রোগ্রামে কম্বল বিতরণের জন্য বাকিতে কম্বল নিয়ে টাকা পরিশোধ করেনি। দোকানদারগণ সামনে পেয়ে ধরে পিটুনি দিয়েছেন স্থানীয়রা। চিরিরবন্দরের অনেক দোকানদারগণ অভিযোগ করেন, তারাও টাকা পাবেন। এরপর অন্যান্য লোকজন এসে তাকে টাকা শোধ করার শর্তে উদ্ধার করে। পরবর্তিতে ওই আওয়ামীলীগ নেতা গভীর রাতে টাকা শোধ করে দোকানদারদের কাছে ক্ষমা চেয়ে জনরোষ থেকে রক্ষা পেয়েছে।

মতলবে দুর্বৃত্তদের আগুনে ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককের বাড়ি পুড়ে ছাই

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের মতলব উত্তরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোবাইদা ইসলাম জেরিনের বাড়ি পুড়ে ছাই। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বাগানবাড়ি ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার তারাবি নামাজের পর রাত ১০ টার দিকে উপজেলার নবীপুর গ্রামে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোবাইদা ইসলাম জেরিনের বাড়ির পাশে অপরিচিতি কয়েকজন লোক ও একটি দামি গাড়িসহ ৪-৫ টি মোটরসাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার কিছুক্ষণ পর ঐ বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এ সময় আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে গেলে স্থানীয়রা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে খবর পেয়ে মতলব উত্তরের ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘরসহ সব আসবাবপত্র। মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিসের ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর নুরুল কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। কিন্তু এর আগেই ঘরের ভেতরে থাকা সকল আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জোবাইদা ইসলাম জেরিন বলেন, রাত ১১দিকে বাড়ী থেকে ফোন করে জানায় আমার বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমি বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত বিগত কয়েকদিন যাবৎ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লেখালেখি করি, তার সুত্রধরেই আওয়ামী লীগের দোষররা আমার বাড়ীতে আগুন দিয়েছে। এই নিউজ লেখা পর্যন্ত মতলব উত্তর থানায় মামলা প্রক্রিয়াদিন ছিল।

পাওনা টাকা চাওয়ায় ছাত্রদল নেতাকে পিটুনি, ৩৫দিন পরে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কলারোয়ায় পাওনা টাকা চাওয়ায় ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার হোসেন তুরানকে পিটুনি, ৩৫ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন তিনি। গত মঙ্গলবার কলারোয়া উপজেলার গোয়ালচাতর গ্রামের নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবদুল হামিদ সরদারের ছেলে। তুরানের চাচা আবদুর রশিদ সরদার এ প্রতিবেদককে জানান, গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে তুরান উপজেলার কাজীরহাট বাজারের মাংস ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলামের দোকানে পাওনা টাকা চাইতে যান। এসময় মনিরুল টাকা দিতে টালবাহানা শুরু করলে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বাজারের লোকজন এসে তাদের থামিয়ে দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তুরানের দোকানের সামনে গিয়ে ইট দিয়ে তুরানের মাথায় আঘাত করেন মাংস ব্যবসায়ী মনিরুল। এতে তুরান গুরুতর জখম হন এবং মাটিতে পড়ে যান। বাজারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আবদুর রশিদ সরদার আরও জানান, মাথায় আঘাত পাওয়ার পর তুরান ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টার দিকে স্ট্রোক করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে খুলনা সিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখান থেকে বাড়ি আসার পর গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মৃত্যু হয় তার। এবিষয়ে মাংস ব্যবসায়ী মনিরুলের ব্যবসায়িক অংশীদার মফিজুল ইসলাম ও কাজীরহাট বাজারের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আসানুর রহমান বলেন, মনিরুলের কাছে টাকা পাওনা নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তুরান স্ট্রোক করে মারা গেছেন বলে শুনেছি। মনিরুল উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের কাউরিয়া গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। সে একজন মাংস ব্যবসায়ী। কলারোয়া থানার অফিসার ইনচার্জ সামসুল আরেফিন জানান, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে সিলেটে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের বিমান হামলার প্রতিবাদে সিলেট নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা। গত মঙ্গলবার রাত ১১টায় নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে জিন্দাবাজার, চৌহাট্টা, কোর্ট পয়েন্টসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ‟ফ্রি প্যালেস্টাইনচ, ‟ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করচ এবং ‟মানবতার পক্ষে, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেচ স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা ও প্ল্যাকার্ড ছিল, যেখানে লেখা ছিল– ‟গাজার শিশুদের হত্যা বন্ধ করচ, ‟দখলদারদের বিচার চাইচ এবং ‟রক্তপাত নয়, শান্তি চাইচ। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, “ইসরায়েলের এই আগ্রাসন মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নিরীহ শিশু ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে কোনো দেশই টিকতে পারেনি, ইসরায়েলও পারবে না।” তারা আরও বলেন, “এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায় যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে মানবাধিকারের সমস্ত মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এখনই ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সবার নৈতিক দায়িত্ব।” শিক্ষার্থীরা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানান, যেন অবিলম্বে ইসরায়েলের হামলা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতিবাদে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা শুধু স্লোগানেই থেমে থাকেননি; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচারণা চালিয়েছেন। অনেকেই #ঋৎববচধষবংঃরহব ও #ঝঃড়ঢ়ওংৎধবষঅমমৎবংংরড়হ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এক শিক্ষার্থী বলেন, ‟আমরা শুধু সড়কে নেমে প্রতিবাদ করছি না, ডিজিটাল মাধ্যমেও ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছি। এটা শুধু একটি অঞ্চল নয়, এটি মানবাধিকারের লড়াই।” উল্লেখ্য, ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের মধ্যে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলেও ইসরায়েল তা উপেক্ষা করে গাজায় একের পর এক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

ঈদযাত্রা: স্বস্তির বদলে দুর্ভোগের আশঙ্কা

প্রতি বছর ঈদ এলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে চলা মানুষের চেনা এক দুর্ভোগের গল্প শুরু হয়। যানজট, অতিরিক্ত ভাড়া, ট্রেনের টিকিট সংকট, দুর্ঘটনার ঝুঁকি, মহাসড়কে ডাকাতি–এসব যেন ঈদযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এবারের ঈদযাত্রাও ব্যতিক্রম হবে না, বরং আগের তুলনায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। ঢাকার প্রবেশ ও বাহিরমুখী সড়কগুলোর ভয়াবহ যানজটের পূর্বাভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আমিনবাজার, গুলিস্তান, যাত্রাবাড়ী, বাবুবাজার, ধোলাইপাড়সহ ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ১৫৯টি স্থানে যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন মহাসড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির মতো ভয়ঙ্কর অপরাধ বেড়ে গেছে, যা ঈদযাত্রাকে আরও অনিরাপদ করে তুলবে। বিশেষ করে প্রবাসীদের গাড়ি এসব ডাকাতির প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অনেক রাস্তায় এখনো খানাখন্দ রয়ে গেছে। বিশেষ করে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কিছু অংশ এবং লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের অবস্থা ভয়াবহ। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে যে, ঈদের আগেই এসব সমস্যা দূর করা হবে, বাস্তবে তা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। শুধু সড়কপথ নয়, রেলপথেও চরম বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা রয়েছে। যাত্রীদের চাপ সামলাতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবার শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা একদিকে হয়তো কালোবাজারি রোধ করতে পারে, তবে অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের প্রযুক্তি-অসচেতন মানুষের জন্য বাড়তি দুর্ভোগ তৈরি করবে। এ ছাড়া গত বছর ঈদে ৮ থেকে ১০ জোড়া বিশেষ ট্রেন চালু থাকলেও এবার তা কমিয়ে পাঁচ জোড়া করা হয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এতসব সমস্যার মাঝে আশার কথা হলো, যানজট নিরসনে এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ সক্রিয় থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রায় ৭০০ পুলিশ সদস্য মাঠে কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে, তবে বিগত অভিজ্ঞতা বলছে, শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা যথেষ্ট নয়। এ জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ–সড়ক সংস্কার, বাস মালিকদের লাগাম টেনে ধরা, অতিরিক্ত ভাড়া বন্ধ করা এবং ডাকাতি-ছিনতাই রোধে কড়া নজরদারি বাড়ানো। ঈদযাত্রা মানুষের আনন্দের যাত্রা হওয়া উচিত, দুর্ভোগের নয়। যাত্রী-সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সঠিক পরিকল্পনা ও কঠোর বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে বাড়ি ফেরা মানুষ স্বস্তির সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারে।

গরমে ভোগাবে লোডশেডিং
বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতনতা জরুরি

চাহিদার অতিরিক্ত সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকলেও প্রয়োজনীয় জ্বালানি-সংকটের কারণে এবারও গরমের সময় বিদ্যুৎসংকটে লোডশেডিং বাড়বে বলে খবরে প্রকাশ। জানা যায়, জ্বালানি আমদানির অনিশ্চয়তা ও বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া পরিশোধে বিলম্বের কারণে গ্রীষ্মে সারা দেশে ব্যাপক লোডশেডিংয়ের শঙ্কা রয়েছে। সংকটের মূলে রয়েছে জ্বালানিসংকট, বিপুল পরিমাণ দেনার বোঝা এবং ডলার সংকট। সম্প্রতি জ্বালানি উপদেষ্টা জানিয়েছেন, শীত মৌসুমে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা থাকে ৯ হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু দুটি কারণে গ্রীষ্মে চাহিদা বেড়ে ১৭ হাজার থেকে ১৮ হাজার মেগাওয়াট হয়ে যায়। সেচে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, এখন পর্যন্ত দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে গত বছরের ৩০ এপ্রিল, ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট। এরপর আর কখনো ১৬ হাজার মেগাওয়াটে যায়নি উৎপাদন, বরং বিদ্যমান সংকটের কারণে সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিভাগ মার্চে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার এবং এপ্রিলে ১৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা ধরেছে। ঘাটতি পূরণে আগের মতো এবারের গ্রীষ্মেও লোডশেডিং করতে হতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা সম্প্রতি গ্রীষ্মের প্রস্তুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত সভা শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, এক হাজার ৪০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত লোডশেডিং হতে পারে। দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপক শিল্পায়ন প্রয়োজন। আর সে জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অবকাঠামোগত সুবিধা, জ্বালানি ও বিদ্যুতের সহজলভ্যতা। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমাদের ক্রমাগ্রয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে যথাসম্ভব সাশ্রয়ী হতে হবে। বাস্তবতা বিবেচনা করেই লোডশেডিং বাড়বে। এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের ভূমিকাটাই প্রধান। ভোক্তারাও নিশ্চয় তা উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় কিংবা লাগামহীন না হয়ে পড়ে সে জন্য এখন থেকেই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদন, সেচ সুবিধা এবং অতি জরুরি কিছু সেবা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, বিপণিবিতান, দোকানপাট, অফিস-আদালত এবং বাড়িঘরে আলোকসজ্জাসহ কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। আমাদের সবাইকে সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরবরাহব্যবস্থার আধুনিকায়ন দ্রুততর করতে হবে। বিদ্যুৎ সুবিধা কিভাবে আরো সুলভ ও সহজলভ্য করা যায় সেই চেষ্টা চালাতে হবে। সঞ্চালনব্যবস্থা যেন ভেঙে না পড়ে সেদিকে প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

চট্টগ্রামে অগ্নিকাণ্ড: প্রতিরোধে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

চট্টগ্রাম নগর ও আশপাশের উপজেলাগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনছে। কষ্টার্জিত উপার্জনে গড়ে তোলা বসতঘর কিংবা ধারদেনায় পরিচালিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মুহূর্তেই পরিণত হচ্ছে ছাইয়ের স্তূপে। আগুন কেড়ে নিচ্ছে মূল্যবান জীবনও। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের মাত্র ৮৮ দিনে চট্টগ্রামে অর্ধশতাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আগুন লাগছে। এমন পরিস্থিতি আমাদের জন্য উদ্বেগজনক ও অশনিসংকেতস্বরূপ। অগ্নিকাণ্ডের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, লুজ কানেকশন, লোডিং ক্যাপাসিটির অসামঞ্জস্যতা, নিম্নমানের তারের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে শর্টসার্কিটের ঘটনা ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিহীনতার কারণে বাড়িঘরের কাঠামো শুষ্ক থাকে, ফলে সামান্য ফুলকি থেকেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া রান্নার চুলা, ধূমপানের অবশিষ্টাংশ থেকেও আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুতাবশত আগুন লাগানোর অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে, যা আরও উদ্বেগজনক। অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা ইতোমধ্যেই অসংখ্য মানুষের জীবনে চরম দুর্যোগ বয়ে এনেছে। সম্প্রতি মাত্র একদিনের ব্যবধানে পাঁচটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শতাধিক দোকান, বসতঘর, গার্মেন্টস কারখানা ও বিপণিবিতান পুড়ে গেছে। এতে এক শিক্ষার্থীসহ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে, আহত হয়েছেন অনেকে। ক্ষতিগ্রস্তদের একজন শেখ আহমদ জানান, আগুনে তার ২০টি দোকান পুড়ে গেছে, যা পুনরায় নির্মাণ করতে তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই দিন পটিয়ার নাইখাইন গ্রামে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনে ২২টি কাঁচা বসতঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্তি পেতে এখনই কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সাধারণ নাগরিকদের আরও সচেতন হতে হবে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, নিম্নমানের তার ও লুজ কানেকশন প্রতিরোধে, এবং অতিরিক্ত লোডিং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভবন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোও জরুরি। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদের সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছে। অবহেলা ও অসতর্কতা যে কী ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করছি। তাই, এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

অবৈধ অবরোধ ও জনদুর্ভোগ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

একসময় ‘অবরোধ’ ছিল ঐতিহাসিক বিষয়। সেকালে রাজা, রাজ্য, রাজধানী জয়ের প্রক্রিয়ায় অবরোধ ছিল একটি বাস্তব রণকৌশল। দুর্গ বা রাজধানী অবরোধ করে অবশেষে বিজয় লাভের আশায় দিন গুনতেন রাজা বাদশাহরা। সেসব বিষয় ছিল একান্তই বিরল। ‘অবরোধ’ সেই ঐতিহ্য হারিয়েছে অনেক আগে। আধুনিক বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রে অবরোধ একটি অস্বাভাবিক শব্দ। কিন্তু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে অবরোধ নিত্যদিনের সঙ্গী। ঔপনিবেশিক যুগে মুক্তি সংগ্রামের কোনো কোনো পর্যায়ে অবরোধ সঙ্গতভাবেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু নাগরিক অধিকার তথা গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবরোধ কৌশল হিসেবে এখনো মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কার্যকর রয়ে গেছে।

সন্দেহ নেই অবরোধ হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। মুক্তি সংগ্রামের বাহন। রাজনৈতিকভাবে অবরোধের বৈধতা হয়তো আছে। বাংলাদেশের রাজনীতির অর্ধশতাব্দীতে অসংখ্যবার অবরোধের ব্যবহার হয়েছে। অবরোধের গতি প্রকৃতি ও পরিণতি হিসাব করে আন্দোলনের শেষ অস্ত্র হিসাবে এটি আরোপ করা হয়। কিন্তু শেষ অস্ত্রটি যখন সূচনাতেই ব্যবহার করা হয় তখন কষ্টের অন্ত থাকে না। রাজনীতিতে একেক সময় একেকটা কৌশল বা অপকৌশল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আন্দোলন সংগ্রামে এটা খুব জনপ্রিয় স্লোগান ‘আগুন জালাও একসাথে’। গত কয়েক বছর ধরে আগুনের প্রকোপ কিছুটা কমে এলেও সাম্প্রতিক সময়ে আগুন আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত ২০২৪ সালের গণবিপ্লবে স্বৈরাচারের প্রতীকী সব কিছুতে মানুষ আগুন দিয়েছিল। উন্নয়নের নামে গণতন্ত্রের সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে সেখানেও ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে মানুষের। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে অবরোধ আরোপ করা হয়। ক্রমাগত সফলতার পর এই অবরোধ ছিল শাসকদের কাছে শেষ বার্তা। অবরোধ এখন শেষ বার্তা না হয়ে অস্থিরতার ও অরাজকতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। যখন তখন যেখানে সেখানে অবরোধের মতো শেষ অস্ত্র ভাত মাছের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারী বা প্রতিবাদকারীদের ভাষায় যা হচ্ছে দাবি আদায়ের মোক্ষম অস্ত্র তা জনগণের জন্য অস্বাভাবিক ও অসাধারণ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবরোধ যে নতুন করে দেখা দিয়েছে, বিষয়টি এরকম নয়। বিগত সব শাসন

> ১. টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, (১১ মার্চ ২০২৫) ২. জাবিতে ধর্ষকের বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল, মহাসড়ক অবরোধ (১০ মার্চ ২০২৫) ৩. ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ (৯ মার্চ ২০২৫) ৪. স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) ৫. ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তিসহ ছয় দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের শাহবাগ মোড় অবরোধ (১১ মার্চ ২০২৫) ৬. সর্বস্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ (৯ মার্চ ২০২৫) ৭. তিন দাবিতে রেলপথ অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের (৫ মার্চ ২০২৫) অবরোধের সংখ্যা এতই বেড়েছে যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো: সাজ্জাত আলী সম্প্রতি একটি সভায় মন্তব্য করেছেন যে, সড়ক অবরোধ করে দাবি আদায়ের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকায় যানজট একটি গুরুতর সমস্যা এবং একটি রাস্তা বন্ধ হলে তা অন্যান্য রাস্তার ওপরও প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। কমিশনার উল্লেখ করেন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন

আমলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবরোধ চর্চা হয়েছে। অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে গুরুতর সব কিছুতেই অবরোধ প্রয়োগ করা হয়েছে। বিগত স্বৈরাচারের ১৫ বছরেও মানুষের সতত সাধারণ ক্ষোভের কারণ হিসাবে অবরোধের প্রয়োগ ঘটেছে। ২০২৪ সালের গণআন্দোলনের পর অবাধ স্বাধীনতার কারণে অবাধ অবরোধের ঘটনাও ঘটছে। অবরোধ আইনগতভাবে অবৈধ কিন্তু অকারণ নয়। বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরেও আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি ও প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেনি। বরং বিচারহীনতার সংস্কৃতি আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। উদাহরণ হিসাবে সড়ক দুর্ঘটনার মতো বিষয় সামনে আনা যায়। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বাস জ্বালিয়ে দেয়া বা ড্রাইভারকে বেদম প্রহার অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হলো সড়ক অবরোধ। সড়ক অবরোধ করতে গিয়ে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর মৃত্যু ঘটে। জরুরি কাজগুলো স্থগিত হয়ে যায়। যাত্রীদের অসহনীয় অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। অথচ ওই মৃত্যু বা দুর্ঘটনার জন্য যাত্রীসাধারণ মোটেই দায়ী নন। এ জন্য তারা শাস্তি পেতে পারেন না। বাংলাদেশের মানুষের আইন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থা নেই যে অন্যায়কারী বা দুর্ঘটনার জন্য দায়ীরা নিশ্চিতভাবেই বিচারের সম্মুখীন হবে। মানুষ যখন বোঝে যে, ঘুষের বিনিময়ে, দলতন্ত্রের দৌলতে কিংবা ক্ষমতার জোরে অপরাধী শাস্তি পাবে না, তখনই মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে চায়। অতি সাম্প্রতিককালে প্রবলভাবে মব জাস্টিস বা গণবিচারের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা আইন ও শাসনের প্রতি অনাস্থার শামিল। বিস্ময়ের ব্যাপার যে অবরোধের মতো অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দাবি-দাওয়া আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। গত সোমবার বনানীতে যে গার্মেন্টস শ্রমিকটি মিনি ট্রাকের চাপায় নিহত হলো তারা যদি সড়ক অবরোধ না করত তাহলে কি অপরাধী চালক অত তাড়াতাড়ি গ্রেফতার হতো! প্রতিদিন এরকম অনেক মানুষ সড়কে প্রাণ দেয়, যাদের জন্য অবরোধ করার কেউ থাকে না। নায়করাজ ইলিয়াস কাঞ্চন এ ধরনের মৃত্যুর অবসানের জন্য নিরাপদ সড়ক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি চালকের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিলেন। সেই অপরাধে চালক সমিতি শাজাহান খানের মতো গডফাদারের সামনেই শহীদ মিনারে ওই নায়কের প্রতিকৃতিতে জুতার মালা ঝুলিয়ে দেয়। অনেকবার চালকদের অন্যায়ভাবে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। ফলে চালক হত্যার আসামি হয়েও মুক্তি পেয়েছে। এভাবেই বৈধ অবরোধকে অবৈধ করা হয়েছে। এখন আমাদের জন্য অবরোধ একটি দ্বৈধতা। অবরোধে আশু প্রতিকার পাওয়া যায়। আবার জনদুর্ভোগও দেখা দেয়। স্বাভাবিক নিয়মে যদি অপরাধী শাস্তি পায়, তাহলে অস্বাভাবিক উপায়ে অবলম্বিত হয় না। বস্তুত অবরোধের এত অপব্যবহার হয়েছে যে এটি প্রায়োগিক নৈতিকতা হারিয়েছে। গত কিছু দিনে অবরোধের নমুনা যদি উপস্থাপন করা যায় তাহলে দেখা যায় যে অবরোধ অসম্ভবভাবে ঘনঘন ও বারবার সংগঠিত হচ্ছে। গত এক মাসে অবরোধের ঘটনা নিম্নরূপ : ১. টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, (১১ মার্চ ২০২৫) ২. জাবিতে ধর্ষকের বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল, মহাসড়ক অবরোধ (১০ মার্চ ২০২৫) ৩. ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ (৯ মার্চ ২০২৫) ৪. স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) ৫. ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তিসহ ছয় দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের শাহবাগ মোড় অবরোধ (১১ মার্চ ২০২৫) ৬. সর্বস্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ (৯ মার্চ ২০২৫) ৭. তিন দাবিতে রেলপথ অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের (৫ মার্চ ২০২৫) অবরোধের সংখ্যা এতই বেড়েছে যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো: সাজ্জাত আলী সম্প্রতি একটি সভায় মন্তব্য করেছেন যে, সড়ক অবরোধ করে দাবি আদায়ের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকায় যানজট একটি গুরুতর সমস্যা এবং একটি রাস্তা বন্ধ হলে তা অন্যান্য রাস্তার ওপরও প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। কমিশনার উল্লেখ করেন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন রাস্তা বন্ধ করে সরকারের কাছে তাদের দাবি জানাচ্ছে, যা শহরের যানজট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। অবরোধের এই অভিশাপ নাগরিক সমাজে অসম্ভব অসন্তোষের ও দুর্ভোগের কারণ। দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা সামান্য কারণে রাস্তা অবরোধ করছে। গত বছরগুলোতে নিউ মার্কেট এলাকায় ছাত্রদের এ ধরনের অবরোধে অনেক দিন ধরে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবরোধের কারণ খুঁজলে দেখা যায়, অমুক ছাত্রের সাথে অমুক দোকানের কর্মচারী খারাপ ব্যবহার করেছে। অথবা ঢাকা কলেজের ছাত্রের সাথে আইডিয়াল কলেজের ছাত্র বেয়াদবি করেছে। অমুকের প্রেমিকের সাথে অমুক দলের অমুক ভাই ভালো ব্যবহার করেনি। শিগগিরই বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে চলে গেছে অথবা কলেজ বনাম কলেজ সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একই ঘটনা ঘটছে। এদের বাধা দিলে তারা লড়াই করছে। পুলিশের ওপর চড়াও হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে। অবরোধের মাত্রা থেকে কোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না। অপরাধে দোকান কর্মচারী গ্রেফতার হয়েছে অতএব অবরোধ। অমুক নেতাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে সুতরাং অবরোধ। থানা ঘেরাও। সমস্যার সমাধানের দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন না করে এলাকাবাসী করছে রাস্তা অবরোধ। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় শৃঙ্খলা বিধানের দাবিতে নিজেদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে না এনে বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ছাত্ররা কোথাও না কোথাও প্রতিদিন অবরোধ করছে। অধ্যক্ষের অপসারণ চাই– সুতরাং অবরোধ। পরীক্ষা পেছানো চাই সুতরাং অবরোধ। বেতন কমাতে হবে সুতরাং অবরোধ। কিছু দিন আগে সাত কলেজের আন্দোলন নিয়ে ছাত্রদের তাণ্ডব নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে। এরপর তিতুমীর কলেজের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালের দাবিতে মহাযানজট নিশ্চয়ই আপনাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। এভাবে অবরোধ জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করছে। এই অবৈধ অবরোধকে বৈধতা দেয়া যাবে না। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো- ক. ছাত্র এবং পেশাজীবীদের বুঝতে হবে যে একটি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জনদুর্ভোগ ডেকে আনা যাবে না। আইন ও শৃঙ্খলা বিধায়ক কর্তৃপক্ষকে প্রতিক্রিয়ার আগেই ক্রিয়াশীল হতে হবে। জনগণকে তাদের এই বিশ্বাস দিতে হবে যে, অবরোধ না করেই আইনের প্রয়োগ সম্ভব। খ. আইন করে অবরোধকে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। অবরোধ যখন সীমালঙ্ঘন করেছে তখন এর জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। গ. রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে অবরোধ আরোপকে এড়িয়ে যেতে হবে। তাদের ক্রমে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে এগোতে হবে।

ঘ. অবরোধ তো মানুষ করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং প্রতিকারের প্রত্যাশায়। লন্ডনের নাগরিকরা ট্রাফালগার নামক স্থানে সমবেত হয়ে যেকোনো বিষয় সমাজ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বাধীনতার প্রথম দিকে এই আদলে জিরো পয়েন্টের বিপরীতে ছোট্ট জায়গাটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এখন প্রেস ক্লাবের সামনের জায়গাটি এমন স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিদিন এখানে শত শত সংগঠন হাজার হাজার দাবি জ্ঞাপন করছে। অবরোধের পরিবর্তে এমন একটি জায়গা চিহ্নিত হোক যেখানে সমবেত হলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। প্রয়োজনে সেখানে সরকারের একটি ইন্টেলিজেন্স টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। ঙ. পুলিশ তথা সরকার এখন ৯৯৯ এর মাধ্যমে নাগরিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সরকার ইচ্ছা করলে অবরোধ আরোপের বিকল্প হিসাবে একটি প্রতিকার টিম বা সেল গঠন করে জরুরি নম্বর জনগণকে জানিয়ে দিতে পারে। চ. অবরোধের অভিশাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রে, টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য গণমাধ্যমে জানাতে হবে। জনগণকে বোঝাতে হবে অবরোধ জনদুর্ভোগের কারণ। প্রতিকার নয়। এত কথার সারমর্ম হলো অবরোধের অবসান। ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’। যেকোনোভাবেই হোক, অবরোধ থেকে দেশের কোটি কোটি মানুষকে বিশেষত ঢাকা শহরকে যেকোনো মূল্যেই হোক রক্ষা করতে হবে। সব কথার শেষ কথা সুশাসন কায়েম হলে, সৎ ও যোগ্য মানুষের শাসন কায়েম হলে দেশের সর্বত্রই সব অন্যায়ের একসাথে অবসান না ঘটলেও ক্রমহ্রাস ঘটবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি। লেখক : অধ্যাপক (অব:), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নারীর অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন

রুবাইয়াৎ ফেরদৌস

বেগম রোকেয়া বলেছেন– ‘যে জাতি নারীকে অবজ্ঞা করে সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না।’ বিশ্বখ্যাত মানবাধিকার কর্মী মালালা ইউসুফজাই বলেছেন– ‘আমরা সবাই সফল হতে পারব না, যদি আমাদের অর্ধেককে পিছিয়ে রাখা হয়।’ এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– ‘অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন- নারী ও কন্যার উন্নয়ন।’ এ দিনটি শুধু উদযাপনের জন্য নয়, বরং নারীদের জীবনমান উন্নত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ারও সময়। নারী দিবসের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূচনা ১৯০৮ সালে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে পনের হাজার নারী শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা কমানো এবং ভোটাধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এরপর ১৯০৯ সালে আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি ২৮ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় নারী দিবস’ পালন করে। তবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আসে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, যেখানে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেতা ক্লারা জেটকিন নারী দিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯১১ সালে প্রথমবার অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ (ইউএনও) এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৭ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নারী অধিকার ও সমতার লক্ষ্যে এই দিনটি পালনের আহ্বান জানানো হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য বহুমাত্রিক। এটি শুধু নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিন নয়, বরং নারীদের অধিকার রক্ষা, সমান সুযোগ তৈরি, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ফিরে আসি। এবারের প্রতিপাদ্য হলো– ‘অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন- সকল নারী ও কন্যার উন্নয়ন।’ এ নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে পুরো সমাজের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন, কিন্তু অর্থপূর্ণ প্রশ্ন আমি ছুড়ে দিতে চাই। আমাদের গুরুজনরা, মনীষী-মহীয়সীরা সত্যিই অনেক সুন্দর কথা ও সুযোগ তৈরি করে দিয়ে গেছেন যদিও– তবুও আমরা এখনো কেন লড়াই করেই যাচ্ছি? এখনো শত শত মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের জন্য নির্যাতিত। কেন? এখনও কেন তাদের পাতে মাছের লেজটাই নিয়ম করে জোটে? এখনও কেন পাবলিক প্লেসে হেনস্তার শিকার হতে হয়? এখনও মার্জিতভাবে চললেও নোংরা দৃষ্টির ছোবলে সর্বদা কুঁচকে থাকতে হয়। কেন? নারী প্রতিষ্ঠিত হলেও শুনতে হয়– ‘ও নিশ্চয়ই কুপথে রোজগার করে’। কেন? এখনো নারী কেন পরিচয় সংকটে ভোগে? এখনও নারী সমাজের বেশির ভাগই বিষণ্নতার রোগী। কেন? এখনো নারী ‘কোনটা তোমার আসল বাড়ি’- এই প্রশ্নে ঘুরপাক খায়? এখনো নারী মানেই রান্নাঘর। কেন? এখনো নারী- ‘কে আমার আপন’– খুঁজতে খুঁজতে হয়রান? এখনও কেন পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তের বৈঠকে ঠাঁয় হয় না? সিদ্ধান্ত দেয়ার কণ্ঠ দিতে পারে না? অধিকার তার নেই। কেন? এখনও নারী টক্সিক ম্যারাইটাল লাইফেও আতঙ্কগ্রস্ত, আবার ডিভোর্সের পরেও আতঙ্কগ্রস্ত? বিয়ের পর আতঙ্ক, স্বামী যদি ডিভোর্স দিয়ে দেয়! আবার ডিভোর্সের পরেও আতঙ্ক, সমাজ যদি আমাকেই দোষারোপ করে যে, আমিই খারাপ তাই সংসার টেকাতে পারিনি? সব ক্ষেত্রেই এখনও কেন নারীর দোষ? শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের পদে পদে বাধা। কেন? কেন বেতনবৈষম্য? কেন চাকরির সুযোগের অভাব? পারিবারিক ও সামাজিক গোঁড়ামি-কেন? মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। কেন? এ প্রশ্নগুলোর বাইরেও হাজার হাজার প্রশ্ন নিয়ে আজও আমাদের নারীসমাজ যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধের অবসান এখন সময়ের দাবি। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, নারী কোন একক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নন– তিনি একাধারে মা, মেয়ে, স্ত্রী, বোন, কর্মী, নেতা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়, স্বপ্নদ্রষ্টা ও সমাজ পরিবর্তনের অগ্রদূত। শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রাজনীতি, ব্যবসা, ক্রীড়া সবক্ষেত্রে নারীরা সফলতার গল্প লিখেছেন। বেগম রোকেয়া থেকে মালালা ইউসুফজাই, মেরি কুরি থেকে কাল্পনা চাওলা তারা প্রমাণ করেছেন যে, নারী এগিয়ে গেলে সমাজও এগিয়ে যায়। বিশ্বখ্যাত লেখিকা মায়া এঞ্জেলু বলেছেন– ‘প্রতিবার একজন নারী যখন নিজের জন্য দাঁড়ায়, তখন তিনি সকল নারীর জন্যেও দাঁড়ায়।’ কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’ কবি সুফিয়া কামাল বলেছেন তার ‘আমি নারী’ কবিতায়- ‘আমি সেই নারী- যে জগতের আলো আঁধারে আপন শক্তিতে জ্বলে, আমি সেই নারী- যে প্রেম, সাহস, শক্তি, ভালোবাসায় অনড় ও অমলিন।’ কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এখনো অনেক নারীবৈষম্যের, নির্যাতনের, বেতনবৈষম্য, সুযোগ ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার। আজকের এই দিবসে আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি– নারীর কণ্ঠকে গুরুত্ব দিব, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করব, নারী স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে সম্মান করব। আসুন আমরা কোন বাধার দেয়ালে থেমে না যাই, বরং সেই দেয়াল ভেঙে নতুন পথ তৈরি করি। কারণ নারী হলো শক্তি, নারী হলো সাহস, নারী হলো আগামী দিনের স্বপ্নদ্রষ্টা। নারী যখন নিজের শক্তি বুঝতে পারে, তখন সে পুরো বিশ্ব বদলে দিতে পারে। ওইদিন খুব তাড়াতাড়িই আসবে যেদিন সমতা, ক্ষমতা আর অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে না। ওই নতুন পথে আলোকিত হয়ে নারী-পুরুষ সবাই হাঁটব। দেশ ও জাতিকে উন্নত করব। [লেখক : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক, সাইকিয়াট্রি বিভাগ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল]

ঘৃণা নয় ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন

সাইফুল হোসেন

বিশ্বজুড়ে আজ এক অস্থির পরিস্থিতি। হানাহানি, মারামারি, বিদ্বেষ- যেন এটাই এখনকার জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষে মানুষে বিভেদ, ধর্মের নামে হানাহানি, জাতিগত বিদ্বেষ- এসব যেন আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালোবাসা, সহমর্মিতা আর মানবতার। ঘৃণা নয়, ভালোবাসার মন্ত্রেই আমরা পারি এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে। ঘৃণা আর বিদ্বেষ শুধু ধ্বংস ডেকে আনে। এর মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং ঘৃণা আরও ঘৃণা জন্ম দেয়, বিদ্বেষ আরও বিদ্বেষ ছড়ায়। ভালোবাসাই একমাত্র পথ, যা দিয়ে আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি। ভালোবাসা দিয়ে হিংসা দূর করা যায়, ঘৃণা মুছে ফেলা যায়। ভালোবাসা কোনো ধর্ম বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভালোবাসা সর্বজনীন। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। ধর্ম, জাতি, বর্ণ- এসবের ঊর্ধ্বে ওঠে মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসা শুরু হয় নিজের থেকে। নিজেকে ভালোবাসতে শিখুন, নিজের ভেতরের মানুষটিকে চিনুন। যখন আমরা নিজেদের ভালোবাসি, তখন অন্যের প্রতিও ভালোবাসা জাগে। নিজের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসা থাকলে, অন্যের প্রতিও শ্রদ্ধা তৈরি হয়। পরিবার থেকে শুরু হয় ভালোবাসার শিক্ষা। বাবা-মা, ভাই-বোন - এদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের জীবনের প্রথম পাঠ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা থাকলে, সমাজে ভালোবাসার প্রসার হয়। পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি মজবুত হয়, তাহলে সমাজও শক্তিশালী হয়। প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের সঙ্গেও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। তাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকুন। তাদের সাহায্য করুন। যখন আমরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখাই, তখন একটি সুন্দর সমাজ তৈরি হয়।শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখিদের প্রতিও ভালোবাসা দেখাতে হবে। তারা প্রকৃতির অংশ। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হলে, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। পশু-পাখিদেরও বাঁচার অধিকার আছে। তাদের প্রতি সদয় হোন, তাদের খাবার দিন। প্রকৃতিকে ভালোবাসুন। গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত - সবকিছুই প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু দেয়। এর প্রতি আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত। গাছ লাগান, পরিবেশ পরিষ্কার রাখুন।ভালোবাসা শুধু কথা নয়, এটা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। কাউকে ভালোবাসলে, তার জন্য কিছু করুন। তার বিপদে পাশে দাঁড়ান। তাকে সাহায্য করুন। আপনার ছোট একটি কাজও অন্যের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। আজকাল সামাজিক মাধ্যমে ঘৃণা ছড়ানো খুব সহজ হয়ে গেছে। অনেকে না বুঝে, না জেনে অন্যের ধর্ম, জাতি বা বর্ণ নিয়ে খারাপ কথা বলে। এটা ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যা বলি, তার প্রভাব সমাজে পড়ে। তাই সামাজিক মাধ্যমে কোনো কথা বলার আগে, তা ভালোভাবে ভেবে নেওয়া উচিত। ঘৃণা নয়, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজের পরিবার থেকে শুরু করে, সমাজ, দেশ এবং বিশ্ব - সর্বত্র ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। আমরা সবাই মানুষ। আমাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি হতে পারে। কিন্তু সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমাদের উচিত ভালোবাসার পথে চলা। ঘৃণা নয়, ভালোবাসাই হোক আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। এই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে হলে, ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। আসুন, আমরা সবাই মিলে ভালোবাসার একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি। লেখক, কলামিস্ট, ইউটিউবার এবং ফাইনান্স ও বিজনেস স্ট্রাটেজিস্ট অ্যান্ড সিইও, ফিনপাওয়ার লিডারশিপ ইন্টারন্যাশনাল।

বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যেই বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই বিনিয়োগকারীদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় প্রথমবারের মতো স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স তিন হাজার ডলার ছুঁয়েছে। খবর বিবিসির। স্বর্ণের মূল্য রেকর্ড ৩০০৪.৮৬ ডলারে পৌঁছায়, যা ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় স্বর্ণকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বিনিয়োগকারীরা সাধারণত ঝুঁকির সময় স্বর্ণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ বিশ্ববাজারকে অস্থির করে তুলেছে এবং এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ও ভোক্তাদের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী পণ্য আমদানির ওপর শুল্ক আরোপের ফলে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা বেড়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বর্ণের দিকে ধাবিত করছে। শুল্ক আরোপের ফলে ব্যবসায়ীরা বাড়তি ব্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন, যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের পণ্য কেনার খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করছে। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে আমদানি করা যেকোনো অ্যালকোহল পণ্যের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।এটি ছিল ইইউ-এর পক্ষ থেকে আমেরিকান হুইস্কি আমদানির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া, যা ট্রাম্পের সব দেশ থেকে আমদানি করা স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর দেওয়া শুল্কের জবাব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ ছাড়া, মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনা পণ্যের ওপরও শুল্ক বাড়িয়ে কমপক্ষে ২০ শতাংশ করেছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের মূল্যবান ধাতু বিশ্লেষক সুকি কুপার বলেন, "ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং চলমান শুল্ক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বর্ণের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ শক্তিশালী রয়েছে।" হারগ্রিভস ল্যান্সডাউনের ফান্ড গবেষণা বিভাগের প্রধান ভিক্টোরিয়া হাসলার বলেন, স্বর্ণের দামের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। তিনি বলেন, "ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ও সামাজিক মাধ্যমে তার মন্তব্য এবং মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিই স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায় নিয়ে গেছে।" দ্বিতীয় বড় কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর স্বর্ণ ক্রয়কেই দায়ী করেন হাসলার।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর ৯৮ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে যুদ্ধবিরতির পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে হামাস ও ইসরায়েল মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সবশেষ গাজা সিটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। এতে অন্তত চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদিকে হামাস ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতির সফল বাস্তবায়নে ভীত বলে অভিযুক্ত করেছে এবং তার অবরোধের ফলে ইসরায়েলি বাসিন্দা ও বন্দিরা অনাহারে রয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধে ইসরায়েলের হামলায় মোট ৪৮ হাজার ৫২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখের বেশি। অন্যদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস প্রথম বিষয়টি প্রকাশ্যে আনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ওয়াশিংটনে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, তাকে 'আমাদের মহান দেশে আর স্বাগত জানানো হবে না'। খবর বিবিসির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে রুবিও রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম রসুলকে আমেরিকা ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের অভিযোগ করেছেন। রুবিও তাকে (রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম রসুল) 'বর্ণবাদী রাজনীতিবিদ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'তার সঙ্গে আমাদের আলোচনা করার কিছু নেই।' এই বিরল পদক্ষেপটি দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সর্বশেষ ঘটনা। শুক্রবার রুবিও তার পোস্টে ডানপন্থি সংবাদমাধ্যম ব্রেইটবার্টের একটি নিবন্ধের লিঙ্ক দিয়েছেন, যেখানে একটি অনলাইন বক্তৃতায় ট্রাম্প প্রশাসন সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত রসুলের করা কিছু সাম্প্রতিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে রসুল বলেন, 'দেশে ও বিদেশে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদকে সংগঠিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্প যা শুরু করছেন, তা হলো ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ।' এর জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও রসুলকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করেন। ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় সহায়তা স্থগিতের একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। আদেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'জঘন্য কর্মকাণ্ড' হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদের (যারা ডাচ বসতি স্থাপনকারীদের বংশধর) বিরুদ্ধে 'অন্যায়ভাবে জাতিগত বৈষম্য' করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন ট্রাম্প। আদেশটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি নতুন আইন এক্সপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাক্টের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আদেশে দাবি করা হয়, সরকারকে ব্যক্তিগত জমি কেড়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে এই আইনে শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদের টার্গেট করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বমঞ্চে খারাপ ব্যক্তিদের সমর্থন করবে এবং নিরীহ সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু কৃষকদের ওপর সহিংস আক্রমণের অনুমতি দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে সাহায্য-সহায়তা বন্ধ রাখবে।'বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাদের আইনটির সঙ্গে জাতিগত বিষয়ের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করছে। রাষ্ট্রদূত রসুল এর আগে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০২৫ সালে তিনি আবারও এই পদে নিযুক্ত হন। ইব্রাহিম রসুল কেপটাউনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন।

রেহাই পাচ্ছে না পাকিস্তানিরা, পড়ছে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :বিশ্বের ৪৩টি দেশে বিভিন্ন মাত্রায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এই বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত ও অভ্যন্তরীণ মেমোর বরাত দিয়ে গতকাল শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস ও বার্তাসংস্থা রয়টার্স। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এবারের এই নিষেধাজ্ঞা তার প্রথম মেয়াদে আরোপিত বিধিনিষেধের চেয়েও ব্যাপক হতে পারে। নিউইয়র্ক টাইমস ৪৩টি দেশের কথা উল্লেখ করলেও রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় ৪১টি দেশ পড়তে যাচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় পড়তে যাওয়া এসব দেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রয়টার্স বলছে, প্রথম ভাগের দেশগুলোর ওপর সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এই তালিকায় রয়েছে ১০টি দেশ। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া, কিউবা, উত্তর কোরিয়া। তবে নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এই পাঁচ দেশ ছাড়াও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে ভুটান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ভেনিজুয়েলা ও ইয়েমেন।

২০২৬ সালের শেষে মঙ্গলে যাবে স্পেসএক্সের স্টারশিপ : ইলন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক গতকাল শনিবার জানিয়েছেন, তাদের বৃহৎ রকেট স্টারশিপ ২০২৬ সালের শেষের দিকে মঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হবে এবং এর সঙ্গে থাকবে টেসলার মানবাকৃতির রোবট অপটিমাস। তিনি আরো বলেন, সফল অবতরণ হলে ২০২৯ সালেই মানব মিশন শুরু হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে মাস্ক বলেন, 'স্টারশিপ আগামী বছরের শেষের দিকে মঙ্গলে যাত্রা করবে, সঙ্গে থাকবে অপটিমাস। যদি এসব অবতরণ সফল হয়, তবে ২০২৯ সালেই মানব মিশন শুরু হতে পারে, যদিও ২০৩১ সালকে বেশি সম্ভাব্য সময় বলে মনে হচ্ছে।'টেসলার প্রধান নির্বাহী মাস্ক গত বছর এক অনুষ্ঠানে অপটিমাস রোবট প্রদর্শন করেন।

তিনি বলেন, একসময় এই রোবটগুলো সাধারণ কাজের পাশাপাশি বন্ধুত্বও দিতে পারবে এবং এগুলোর দাম ২০ থেকে ৩০ হাজার মার্কিন ডলারের মধ্যে হতে পারে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী রকেট স্টারশিপই মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের মাস্কের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান চাবিকাঠি। স্ট্যাচু অব লিবার্টির চেয়ে প্রায় ১০০ ফুট বেশি উঁচু ৪০৩ ফুট দীর্ঘ স্টারশিপ সম্পূর্ণ পুনঃব্যবহারযোগ্য করার পরিকল্পনা রয়েছে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসাও তাদের আর্টেমিস কর্মসূচির জন্য স্টারশিপের পরিবর্তিত সংস্করণ চায়, যা এই দশকেই চন্দ্রাভিযানে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এসব অভিযানের আগে স্পেসএক্সকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে, স্টারশিপ নির্ভরযোগ্য, মানুষের জন্য নিরাপদ ও মহাকাশে জটিল কক্ষপথে জ্বালানি ভরার সক্ষমতা রাখে, যা গভীর মহাকাশ অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যর্থতা ও চ্যালেঞ্জ এদিকে চলতি মাসের শুরুর দিকে স্পেসএক্সের স্টারশিপ প্রোটোটাইপের সর্বশেষ পরীক্ষামূলক ফ্লাইটটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শেষ হয়, যদিও বুস্টার সফলভাবে কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল। এটি ছিল আগের প্রচেষ্টার প্রায় পুনরাবৃত্তি। উড্ডয়নের কয়েক মিনিট পর এবং বুস্টার বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর লাইভ ভিডিওতে দেখা যায়, স্টারশিপের ওপরের অংশ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘুরতে থাকে, এরপর সংকেত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এ ছাড়া অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া দৃশ্যমান ফুটেজে দেখা যায়, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের আকাশে লালচে আগুনের গোলা বৃষ্টি হচ্ছে। এটি ছিল স্টারশিপের অষ্টম মানববিহীন কক্ষপথ পরীক্ষামূলক ফ্লাইট। মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, স্পেসএক্সকে নতুন করে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন পেতে হলে ব্যর্থতার তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তবে এই ব্যর্থতার পরও স্পেসএক্সের 'দ্রুত ব্যর্থ হও, দ্রুত শিখো' নীতিই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মহাকাশ উৎক্ষেপণ সেবাদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ক্রমবর্ধমান 'ইসলামবিদ্বেষের' বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস 'ক্রমবর্ধমান ইসলামবিদ্বেষ' নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রতিহত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার আন্তর্জাতিক ইসলামবিদ্বেষ প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বক্তব্যে এসব কথা বলেন গুতেরেস। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গাজার ওপর ইসরায়েলের ১৭ মাসব্যাপী যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসলামবিদ্বেষ, আরববিরোধী মনোভাব এবং ইহুদিবিদ্বেষ বেড়ে চলেছে। গুতেরেস বলেন, 'আমরা ক্রমবর্ধমান ইসলামবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করছি। জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক নীতি মানবাধিকার ও মর্যাদাকে লঙ্ঘন করছে, যা ব্যক্তিগত সহিংসতা ও উপাসনালয়ের ওপর হামলার রূপ নিচ্ছে। এটি সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, চরমপন্থী মতাদর্শ এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের একটি অংশ।' নির্দিষ্ট কোনও দেশের নাম উল্লেখ না করেই সরকারগুলোর প্রতি 'সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ানো ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার' আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি আরও বলেন, 'অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ও হয়রানি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং আমাদের সবাইকে ধর্মীয় বিদ্বেষ, বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।' জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল মোরাতিনোস জানান, মুসলমানরা বর্তমানে 'প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার' মুখোমুখি হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'মুসলিমদের প্রতি অযৌক্তিকভাবে জাতিগত সন্দেহ, পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদন এবং কিছু রাজনৈতিক নেতার ইসলামবিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে আরও উসকে দেওয়া হচ্ছে।' বছরের পর বছর ধরে মানবাধিকার কর্মীরা ইসলাম ও আরব সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরির বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। বিশেষ করে, কিছু ব্যক্তি মুসলিম ও আরব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সম্পর্ক তৈরি করে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামবিদ্বেষী হামলা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে।

গাড়িতে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন সংগীতশিল্পী পারশা মাহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : রাজধানীর কুর্মিটোলায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যেখানে সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী পারশা মাহজাবীন অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে উবারে করে বনানী যাওয়ার পথে তার গাড়িতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও ভাগ্যক্রমে তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই দুঃসহ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে পারশা মাহজাবীন বলেন, "উবারে করে বনানী যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কুর্মিটোলার সামনে গাড়িতে আগুন ধরে যায়। প্রথমে কী ঘটছে বুঝতে পারছিলাম না। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল, দরজাও খুলতে পারছিলাম না। কোনোরকমে বের হয়ে এসেছি, বুঝতেই পারছি না কীভাবে বেঁচে গেছি! নিজের ফেসবুক পোস্টে দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি লেখেন, "কিছুক্ষণ আগে কুর্মিটোলা হাসপাতালের সামনে আমার উবারে আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ায় আমার গলা এখনও জ্বলছে। প্রথম কিছুক্ষণ গাড়ির দরজা খুলতে পারিনি, কিন্তু আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল! কীভাবে যে বেঁচে গেছি, তা ভাবতেই পারছি না।"

পারশা মাহজাবীন তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে দেখা যায়, তার গাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং আশপাশের লোকজন পানি ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। ভিডিওটি দেখে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তার নিরাপত্তার বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ইঞ্জিনের ত্রুটি বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আগুন লেগে থাকতে পারে।

ঈদের ইত্যাদিতে চমক : একসঙ্গে চার অভিনেত্রীর নাচ

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি' মানেই নতুন কিছু। প্রতি ঈদেই দর্শকদের জন্য থাকে চমক। এবারও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঈদের বিশেষ পর্বে থাকছে ব্যতিক্রমী নৃত্য পরিবেশনা, যেখানে অংশ নিয়েছেন চার জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী–সাফা কবির, সাদিয়া আয়মান, সামিরা খান মাহি ও পারসা ইভানা। তাদের সঙ্গে থাকবে একদল পেশাদার নৃত্যশিল্পী। নৃত্য পরিচালনা করেছেন খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার ইভান শাহরিয়ার সোহাগ। প্রতিবারই 'ইত্যাদি'র নাচের পরিবেশনায় থাকে নতুনত্ব। এবারও নৃত্য, সংগীত এবং চিত্রায়ণে আনা হয়েছে ভিন্নতা। নাচটিকে উপভোগ্য করে তুলতে শিল্পীরা করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। নিয়মিত মহড়ার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রস্তুত করেছেন। নৃত্যের মধ্য দিয়ে দর্শকদের জন্য থাকবে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। নাচটির সংগীত পরিচালনা করেছেন তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগীত পরিচালক আকাশ মাহমুদ। এবার নাচের মিউজিকে ক্লাসিক্যাল, ফোক, অ্যারাবিক এবং আধুনিক সংগীতের মিশ্রণ থাকছে, যা দর্শকদের শোনার অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রতিবারের মতো এবারের ঈদেও বিশেষ 'ইত্যাদি' প্রচারিত হবে বিটিভির পর্দায় ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। এর নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন এবং স্পন্সর করেছে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড। দর্শকদের জন্য এবার 'ইত্যাদি'র নৃত্য পরিবেশনা এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন নির্মাতা ও অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা। ঈদের আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলবে এই বিশেষ আয়োজন।

ঈদে আসছে ফারহান-সাদিয়ার 'লাইজু'–এক অনন্য গ্রামীণ গল্প

বিনোদন ডেস্ক : আসন্ন ঈদুল ফিতরে ছোট পর্দার দর্শকদের জন্য নির্মিত হয়েছে ব্যতিক্রমী এক নাটক–'লাইজু'। সাধারণত ঈদের নাটক মানেই হাস্যরস ও কমেডির ছোঁয়া, তবে এ কে পরাগ পরিচালিত 'লাইজু' সেই প্রচলিত ধারা থেকে কিছুটা আলাদা। গ্রামের একটি মেয়েকে ঘিরে গড়ে ওঠা নাটকটি দর্শকদের হাসাবে, কাঁদাবে এবং বাস্তব জীবনের কিছু কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। 'লাইজু নামের একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে, মেয়েটি ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি যদি তার সন্ধান পান, তাহলে কাবিলপুর বাজারে চিশতী ফকিরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করা হলো।'–এমনই একটি মাইকের ঘোষণার মাধ্যমে গল্পের সূচনা। এরপর পুরো গ্রামজুড়ে শুরু হয় চাঞ্চল্য। হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে খোঁজার মাঝেই জন্ম নেয় নানা গুঞ্জন, বিতর্ক এবং একের পর এক নাটকীয় মোড়। গল্পের মোড় নেয় নতুন দিকে, যখন লাইজু হঠাৎ ফিরে আসে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাকে স্বাভাবিকভাবে নেয় না। কেউ ভাবে সে ভূত, কেউবা মনে করে সে পাগল হয়ে গেছে! এরপর কাবিলপুর গ্রামে লাইজুকে ঘিরে শুরু হয় নানা রকমের ষড়যন্ত্র, রাজনীতি ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদিয়া আয়মান, মুশফিক আর ফারহান এবং শরাফ আহমেদ জীবন। সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন ভাস্কর জনি। সিএমভি'র ব্যানারে নির্মিত এই নাটকের গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রয়েছেন এ কে পরাগ। পরিচালক জানান, 'লাইজু' শুধু একটি গল্প নয়, এটি আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন। গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য, কঠোর বাস্তবতা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রযোজক ও পরিবেশক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানিয়েছেন, ঈদ উপলক্ষে 'লাইজু'সহ প্রায় ২০টি কনটেন্ট মুক্তি পাবে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে।

অ্যালেন স্বপন: ৪০০ কোটি টাকার রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির আলোচিত ওয়েব সিরিজ 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন'-এর নতুন সিজন আসছে। রহস্য আর উত্তেজনায় ভরা এই সিরিজের প্রথম সিজন দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে ঘোষিত হয়েছে 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন ২'-এর মুক্তির তারিখ। আসন্ন ঈদুল ফিতরেই মুক্তি পাচ্ছে এই সিজন, যা আরও বিস্তৃত ও চমকপ্রদ গল্প নিয়ে হাজির হবে দর্শকদের সামনে। প্রথম সিজনের শেষ দৃশ্যে মুখ ঢাকা একজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল অ্যালেন স্বপনকে। সেই রহস্যময় ব্যক্তির পরিচয় ও তার উদ্দেশ্য কী ছিল–সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে দর্শকরা। ঘোষণার ভিডিওতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "আমার চারশো কোটি টাকা কোথায়?"এর পরই অ্যালেন স্বপন স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলেন, "আপনাদের কারণে বাইরে আসতেই হলো আমার। মাইশেলফ শামসুর রহমান স্বপন, ওরফে অ্যালেন স্বপন।" সিরিজের গল্প চট্টগ্রামের এক মাদক ব্যবসায়ীর মানি লন্ডারিংয়ের জটিল জগৎ ঘিরে। স্বপনের ব্যবসার পরিসর কতদূর বিস্তৃত হয়েছে এবং ৪০০ কোটি টাকার কাহিনির আসল সত্য কী, তা এই নতুন সিজনে প্রকাশ পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন' চরিত্রে অভিনয় করছেন নাসির উদ্দিন খান। প্রথম সিজনে তার অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছিল। নতুন সিজন সম্পর্কে নাসির উদ্দিন খান জানান, "অ্যালেন স্বপন চরিত্রটি দর্শকদের কাছে ভালোভাবেই পরিচিত। এটি এক ভয়ংকর চরিত্র, যা আরও গভীরভাবে তুলে ধরা হবে নতুন সিজনে। আগের মতোই দুষ্টু বুদ্ধির পরিচয় থাকবে, তবে এবার পরিসর হবে আরও বড়।" চরকি অরিজিনাল সিরিজ 'সিন্ডিকেট'-এর শেষ পর্বে অ্যালেন স্বপনকে প্রথমবার দেখা গিয়েছিল। সেই জনপ্রিয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় স্পিন-অফ সিরিজ 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন'। এবার দ্বিতীয় সিজনেও নির্মাতা হিসেবে থাকছেন শিহাব শাহীন। নির্মাতা শিহাব শাহীন বলেন, "দ্বিতীয় সিজনের গল্প ও চরিত্রায়ন আরও প্রাসঙ্গিকভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথম সিজনের সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে। এই সিজনে চরিত্রগুলোর সম্পর্কের জটিলতা ও নাটকীয়তা আরও গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।"

প্রকাশ পেল 'বরবাদ'-এর প্রথম গান 'দ্বিধা'

বিনোদন ডেস্ক : আসন্ন ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ঢালিউডের অন্যতম ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র 'বরবাদ'। এই সিনেমার প্রথম গান 'দ্বিধা' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে, যা ইতোমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শাকিব খান ও ইধিকা পালের রোমান্সে ভরপুর এই গানটি মুক্তির পর থেকেই অনলাইনে ঝড় তুলেছে। গানটির কথা লিখেছেন ইনামুল তাহসীন, সংগীতায়োজন করেছেন ও কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম হাসান। 'কখনো রোদ তুমি, কখনো জোছনা, তুমি ভালোবাসো নাকি তুমি ভালোবাসো না?'–এই রোমান্টিক কথামালায় সজ্জিত গানটিতে শাকিব ও ইধিকার মনকাড়া উপস্থিতি ভক্তদের মুগ্ধ করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশনের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পায় গানটি। মাত্র ২১ ঘণ্টায় এটি দেখেছেন ১২ লাখেরও বেশি দর্শক এবং প্রায় দশ হাজারের মতো মন্তব্য এসেছে, যেখানে ভক্তরা শাকিব-ইধিকার নতুন জুটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গানের দৃশ্যায়নে দেখা যায়, একটি অফিসে শাকিব প্রথমবারের মতো ইধিকাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যান। এরপর বাস্তবে ফিরে এসেও তার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকেন নায়ক। ইধিকার মন জয় করতে শাকিবের নানান প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে গানের গল্পে। কোরিওগ্রাফি করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার আদিল শেখ। 'বরবাদ' সিনেমা পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান হৃদয়, যা তার পরিচালিত প্রথম সিনেমা। এতে আরও অভিনয় করেছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত, মিশা

সওদাগর, শহীদুজ্জামান সেলিম ও ফজলুর রহমান বাবু। প্রযোজনা করেছেন শাহরীন আক্তার ও আজিম হারুন। নির্মাতারা জানিয়েছেন, সিনেমাটি এক ভিন্নধর্মী অ্যাকশন ও রোমান্টিক ঘরানার, যা দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'বরবাদ'। দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে সিনেমাটি কতটা সফল হবে, সেটি জানা যাবে মুক্তির পরেই।

আমির খানের নতুন প্রেম: কে এই গৌরী স্প্র্যাট?

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' খ্যাত অভিনেতা আমির খান ৬০ বছরে পা দিয়েই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। জন্মদিনের এক বিশেষ আয়োজনে নিজের নতুন প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। মুম্বাইয়ের এক হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আমির খান ও গৌরী একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে নিজেদের সম্পর্কের কথা জানান। যদিও গৌরীর ছবি প্রকাশ না করতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন অভিনেতা। আমির ও গৌরীর পরিচয় ২৫ বছর আগে হলেও, মাঝখানে দীর্ঘ সময় তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তবে কয়েক বছর আগে পুনরায় তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। গত ১৮ মাস ধরে তারা একসঙ্গে রয়েছেন বলে জানান আমির। মজা করে তিনি বলেন, "দেখুন, আপনাদের কিছুই টের পেতে দেইনি! গৌরী বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, এবং তিনি সেখানে বেশ পরিচিত একটি সেলুনের মালিক রীতা স্প্র্যাটের মেয়ে। তার বাবা তামিল ও মা পাঞ্জাবি। গৌরী বেঙ্গালুরুর ব্লু মাউন্টেন স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব আর্টস থেকে এফডিএ স্টাইলিং অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মুম্বাইয়ে একটি স্বনামধন্য সেলুন পরিচালনার পাশাপাশি আমির খানের প্রযোজনা সংস্থাতেও কাজ করছেন। গৌরীর ছয় বছরের একটি ছেলে রয়েছে, এবং আমিরের সন্তানেরাও তার সঙ্গে দেখা করেছেন। অভিনেতার মতে, তার পরিবার গৌরীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আমিরের ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু শাহরুখ খান ও সালমান খানের সঙ্গেও গৌরীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বিয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে আমির খান বলেন, "আমি জানি না ৬০ বছর বয়সে বিয়ে করাটা শোভনীয় কিনা, তবে গৌরীকে নিয়ে আমার সন্তানরা খুশি। আর আমার সাবেক স্ত্রীদের সঙ্গেও তার দারুণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।" গৌরী নিজেও সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, আমিরের পরিবারের কাছ থেকে তিনি দারুণ উষ্ণতা পেয়েছেন এবং এই সম্পর্ক নিয়ে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। আমির খান এর আগে দুইবার বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সঙ্গে ১৯৮৬ সালে তার প্রথম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির দুই সন্তান, ইরা খান ও জুনাইদ খান। ২০০২ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ২০০৫ সালে চিত্রপরিচালক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। তাদের ঘরে একটি পুত্রসন্তান, আজাদ খান রয়েছে। ২০২১ সালে কিরণের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন আমির, তবে তাদের বন্ধুত্ব এখনো অটুট রয়েছে। কিছুদিন ধরে বেঙ্গালুরুতে আমিরের ঘন ঘন যাতায়াত নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ালেও, এবার সেই সব গুঞ্জনের অবসান ঘটালেন তিনি নিজেই। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "এখন আর লুকোচুরির কিছু নেই। যদি গৌরীর সঙ্গে কোথাও কফি খেতে যাই, আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন নতুন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কথা জানিয়ে আমির খান বললেন, "আমি খুবই খুশি। গৌরীও আনন্দিত।

বাড়ির আঙিনায় গাছের নিচে পাতা মাচায় বসে লেখাপড়ায় ব্যস্ত কয়েকটি শিশু। দেবতাছড়ি মধ্যপাড়া, কাপ্তাই, রাঙামাটি।

অগ্নি ডিভাইস ও রোবট আগুন লাগলে সতর্ক বার্তা দেবে, খুদে বিজ্ঞানী ইরানের উদ্ভাবন

আগৈলঝাড়া, বরিশাল : আগুন লাগলেই সতর্ক করবে 'অগ্নি' নামে একটি ডিভাইস উদ্ভাবন করেছেন বরিশালের খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার। অফিস আদালত, শিল্প-কারখানা কিংবা বাসা-বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষের মতো করে আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি অ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দেবে খুদে 'বিজ্ঞানী' ইরান সরদারের উদ্ভাবিত 'অগ্নি' নামের ডিভাইস। এর পূর্বে সে একটি 'রিবা' নামে একটি রোবট বানিয়েছে। অগ্নি ডিভাইসটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানার লাইন থেকে গ্যাস লিকেজ হলে ডিভাইসটি গ্যাস শনাক্ত করে সেকেন্ডের মধ্যে অটোমেটিক গ্যাস লাইন এবং বাসার গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে দেবে। পাশাপাশি রেড সিগন্যাল এবং অ্যালার্ম বাজিয়ে আশপাশের লোকজনকে সতর্ক করে দেবে। এছাড়াও বাসা-বাড়ির গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার আগে ডিভাসইটি গ্যাস বাসার বাইরে বের করে দেবে এবং সেখানে যদি আগুন লাগে বা অগ্নিকান্ডে দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে "অগ্নি"ডিভাইসটি সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের মতো আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি অ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দেবে। এমনই এক ডিভাইস ও রোবট উদ্ভাবন করে রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামের ইব্রাহিম সরদার ও মমতাজ বেগমের ছোট ছেলে খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার। সরকারি গৈলা মডেল মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ইরান সরদার বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও মাহিলাড়া ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। ইরান বর্তমানে ঢাকা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পড়াশোনার জন্য ভর্তি হতে ইচ্ছুক। খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার বলেন, আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত অগ্নিকান্ড-দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। যা একটি মানবসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্যোগে রূপ নিয়েছে। অগ্নি দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে গ্যাস লাইন লিকেজ এবং মানুষের অসাবধানতা।

পলাশবাড়ীতে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে হৃদয় মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ শয়ন ঘর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় ওই গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা যায়, হৃদয় মিয়া প্রায় অর্ধমাস আগে তার বন্ধুর স্ত্রী লামিয়া বেগমকে ২য় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। স্বামীর বাড়ী আসার পর লামিয়া জানতে পারে তার আগেও একটি বউ আছে। এরপর থেকেই লামিয়া বাবার বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকে। আবারো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে লামিয়ার চিৎকারে বাড়ীর লোকজন ছুটে এসে দেখতে পায় হৃদয়ের মরদেহ পড়ে আছে। লামিয়া জানান, আমাদের সম্পর্ক করে বিয়ে হয়েছে। আমার আগের স্বামী-সন্তান আছে।

গত রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হৃদয় গলায় ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করে। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে রাতে আবার কখন গলায় ফাঁস দিয়েছে বুঝতে পারিনি। থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জুলফিকার আলী ভূট্টো জানান, হৃদয়ের স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন থানায় এসেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দুর্গাপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলেকে খুজে পেতে এক মায়ের আকুতি

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়িথেকে বের হয়ে ২২ দিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এমদাদুল হক (২২)। তার সন্ধানে থানায় সাধারণ ডায়েরি(জিডি)করা হয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে। সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এমদাদুলের মা মঞ্জুয়ারা খাতুন। থানায় করা ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে, চন্ডিগড় এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় এমদাদুল হক। তার গায়ের রং কালো, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, তার পড়নে ছিল লালরঙের জ্যাকেট, লুঙ্গি ও মাথায় লাল রঙের টুপি। প্রতিবন্ধী ছেলে এমদাদুল হককে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানিয়ে তার মা মঞ্জুয়ারা খাতুন বলেন, আমার ছেলে চন্ডিগড় বাজারে যাওয়ার কথা বলে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাগরিবের নামাজের পরও বাড়িনা ফিরলে আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ নিতে বলি। কিন্তু কেউ কোথাও খুঁজে পায়নি। আমার ছেলেকে সবাই মিলে খুঁজে দেন। এই বলে আহাজারিও করেন তিনি। এ নিয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাকে খুঁজে পেতে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত আছে।

গ্রামের ইটবিছানো রাস্তার দুই পাশে কয়েক বছর আগে ৪০ থেকে ৫০টি পামগাছ লাগান স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল কুদ্দুছ। গাছগুলো বড় হয়ে পুরো রাস্তা ছাউনির মতো ঢেকে দিয়েছে। গরমে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারেন পথচারীরা। সালদিঘা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

হিলিতে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : সারাদেশের ন্যায় দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলিতে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলার প্রায় ১১ হাজার ১শ ৭০ জন শিশুকে খাওয়ানো হবে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বলে জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চত্বরে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ইলতুতমিশ আকন্দ। সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ৬-১১ মাস ও ১১-৫৯ মাস বয়সের শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য মা-বাবা তাদের আদরের শিশু সন্তানদের হাসপাতালে নিয়ে আসছেন। এসনয় শিশু নাবিলা কে ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসা মা শামীমা আক্তার বলেন, শুনেছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল শিশুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বেড়ে ওঠা এবং বিকলাঙ্গ না হওয়ার জন্য এটি অত্যাবাশক। রমজান মাস তাই সকাল সকালই এসেছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কেন্দ্রে দ্বায়িত্বরত সেবিকা (নার্স) বলেন, ৬-১১ মাস বয়সের শিশুদের নীল ও ১১-৫৯ মাস বয়সের শিশুদের লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে। এই কেন্দ্রে সকাল ১১ঃ ১০ মিনিট পর্যন্ত নীল ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে ৮ জন ও লাল ক্যাপসুল খাওয়ান হয়েছে ৬৮ জন শিশুকে। হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.ইলতুতমিশ আকন্দ বলেন, হাকিমপুর উপজেলার ১ টি পৌরসভা ও তিনটি ইউনিয়নে জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন হাসপাতাল সহ ৯৭টি কেন্দ্রে মোট ১১ হাজার ১শ ৭০ জন শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এদের মধ্য ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ২শ ১০ জন শিশুকে নীল রঙের ক্যাপসুল আর ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৯ হাজার ৯শ ৬০জন শিশুদের লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

গাংনীতে মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পিতা গ্রেফতার

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের গাংনীতে মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পিতা আশারুল ইসলামকে (৪৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার করমদি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত'র বিরুদ্ধে গাংনী থানায় যৌন নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভুগী নারীর অভিযোগ তার পিতা করমদী গ্রামের কাজিপাড়ার আশারুল ইসলাম তাকে দিবাগত মধ্যে রাতে জোর পূর্বক যৌন নির্যাতন করে এবং শয়ন কক্ষে এক সপ্তাহ আটকিয়ে রাখে। পরে বিষয়টি তার মাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা জানিয়ে সে ঢাকায় তার স্বামীর কাছে চলে যায়। এরপর গত ১৪ মার্চ গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় গাংনী থানার মামলা দায়ের করেছে ভুক্তভোগী ঐ নারী। মামলা নং-১৭ তারিখ-১৪/০৩/২৫ ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এর ৯(১)এর সংক্রান্ত।

বিরামপুর সরকারি গুদামে চাল সংগ্রহের লক্ষ্য শতভাগ অর্জন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : শস্য ভাণ্ডারখ্যাত দিনাজপুরের খাদ্য উদ্‌বৃত্ত বিরামপুর উপজেলার সরকারী খাদ্য গুদামে আমন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। চাল সংগ্রহের শেষ দিন উপজেলা খাদ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানা গেছে, বিরামপুর (চরকাই) খাদ্য গুদামে চলতি আমন মৌসুমে ৪৭ টাকা কেজি দরে ১ হাজার ৬৮৬ মেঃ টন সিদ্ধ চাল এবং ৪৬ টাকা কেজি দরে ২৬৭ মেঃ টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ চাল সরবরাহের জন্য উপজেলার ৪১টি চাউল কল মালিকের সাথে খাদ্য বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করে।

দিঘলিয়ায় আমগাছে মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : শীত বিদায় নিয়ে বসন্তের মাঝামাঝি সময়। এরই মধ্যে দিঘলিয়ায় আম গাছসহ আমের বাগানগুলোতে আমের মুকুলে ছোট ছোট গুটির দেখা মিলছে। তবে আমগাছে মুকুল গজিয়েছে কম তবে গত বছরের তুলনায় অনেক ভলো। ফলনও ভাল দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আম চাষিরা। এদিকে বাড়িতে বাড়িতে ও এলাকার আম বাগানগুলোতে মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ সবাইকে জানান দিচ্ছে মধু মাসের আগমন বার্তা। ইতোমধ্যে আম বাগান চাষিরা তাদের গাছে মুকুল ধারণের জন্য ভিটামিন হরমনসহ বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। আম বাগান চাষিদের কাছে এই সময়টা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ এই সময়টা তাদের আম বাগান কেন্দ্রিক স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মৌসুম। এই সময়টার আগমন মানেই তাদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া তথা স্বাবলম্বী হওয়া। সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন আমবাগান ও বসতবাড়িতে যাদের আমের গাছ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ব্যস্ততার চিত্রই চোখে পড়ে। দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দেয়াড়া গ্রামের আম চাষি এ্যাড. শাহাদমত হোসেন জানান, আমার ১০ একর জমিতে হাড়িভাঙ্গা, আম্রপালী, হিমসাগরসহ নানা জাতের আম বাগান রয়েছে। আমের গাছে গাছে এরই মধ্যে মুকুল এসেছে। কোনো কোনো গাছে ইতোমধ্যে আমের গুটি দেখা দিয়েছে। এ বছর মুকুলের ভাগ কম হলেও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ এবারও কিছু কিছু গাছে একেবারই মুকুল আসেনি। তবে এই সময়টি আমাদের জন্য খুবই গুরুরত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে গাছের পরিচর্যার উপরই নির্ভর করবে গাছে ফলন আসা ও ফল দাঁড়ানোর ব্যাপারটা। এই সময়টাতে বাগানের নিবিড় পরিচর্যা জরুরি। তিনি জানান, আমার এই আম চাষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলে আসছে। আমি আম চাষে একজন সফল চাষি। আমি ও আমার পরিবার প্রতিবছর ১০ লাখ টাকার আম বিক্রি করে থাকি।

দুর্গাপুরে জুয়ার আসর পুড়িয়ে দিল পুলিশ

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোণার দুর্গাপুরে একটি জুয়ার আসর পুড়িয়ে দিল পুলিশ। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি। উপজেলার চন্ডিগড় ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সাতাশি গ্রামে এ জুয়ার আসরটি পুড়িয়ে দেয় দুর্গাপুর থানা পুলিশ। এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি চন্ডিগড় ইউনিয়নের সাতাশি গ্রামে একটি জুয়ার আসর পরিচালনা হচ্ছে। এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি দল ওই স্থানে অভিযান চালায়। ওসি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, খবর পেয়ে পুলিশ যাওয়ার আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেছে। জুয়াড়িদেও তৈরীকরা ঘরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এই উপজেলা অপরাধমুক্ত করে তুলতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

বালিয়াকান্দিতে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : রাজবাড়ী বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন হয়েছে। এই ক্যাম্পেইন এর শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আরএমও ডাঃ সৌরভ শিকদার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক (ইনচার্জ) মোঃ কামরুজ্জামান, এমটি ইপিআই গৌতম কুমার মৈত্র। ১৬৯ টি কেন্দ্রে এক যোগে খাওয়ানো হবে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল। লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে ২৩৫২৬ জন শিশুকে, নীল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে ৩৩১৫ জন শিশুকে। ১২ মাস থেকে ৫৯ মাসের বাচ্চাদের খাওয়া হবে লাল ক্যাপসুল ও ৬ মাস থেকে ১১ মাস বয়সী বাচ্চাদের নীল ক্যাপসুল খাওয়া হবে এই ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে।

মহেশপুর সীমান্তে পাচারচক্রের সদস্যসহ আটক ১৭

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি।এছাড়া অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে পাচারচক্রের এক সদস্য ও ৫ নারীসহ ১৬ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে।পৃথক এসব অভিযানে ৩ শিশুকে আটক করেছে বিজিবি।উদ্ধার করা হয়েছে মাদক। মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে সামান্তা বিওপির নায়েক সৈয়দ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে নিয়মিত টহলে বের হয় বিজিবি। এসময় সীমান্ত পিলার-৫৪/১-এস সংলগ্ন রুলি গ্রামের মমিনতলা মোড়থেকে ভারতীয় নাগরিক সুজন বিশ্বাসকে আটক করা হয়। এ ছাড়া সীমান্তের চাপাতলা, নিমতলা, সামান্তা, গয়েশপুর, খোসালপুর ও বাঘাডাঙ্গা বিওপি পৃথক এসব অভিযান চালায়। অভিযানে পাচারকারী চক্রের সদস্য ও নারীসহ ১৬ জনকে আটক করেছে বিজিবি।আটকরা হলেন মহেশপুর উপজেলার স্বরুপ-পুর ইউনিয়নের পিপুলবাড়িয়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে কিতাবুর বিশ্বাস (৪০)। আটক কিতাবুর মানবপাচার চক্রের চিহ্নিত সদস্য বলে জানা গেছে। আটক অন্যান্যরা হলেন নড়াইলের কালিয়া উপজেলার গাজীরহাট গ্রামের হারুন শেখের ছেলে বুলবুল শেখ (৩৭),চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার আহলা গ্রামের গৌরাঙ্গ চৌধুরীর ছেলে সীমান্ত চৌধুরী(৩৭),খুলনার কয়রা উপজেলার মদিনাবাদ গ্রামের বাবর আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন (৪০), গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মৌলভীপাড়া গ্রামের কিবর শেখের ছেলে নাজমুল শেখ (৪১),সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নওয়াবেকী গ্রামের নেছার মোল্লার ছেলে রেজাউল ইসলাম (৪১),সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাটেকখালী গ্রামের মোস্তাহিদ সানার ছেলে সিরাজুল সানা (৩৭),সাতক্ষীরা পৌর এলাকার সুলতানপুর গ্রামের অমেদ আলী গাজীর ছেলে হারুন গাজী (৪৬)।

মেঘনা নদীবেষ্টিত ঐতিহ্যের চিহ্ন চাঁদপুরের বাখরপুর জামে মসজিদ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর জেলার সাথে নৌ যোগাযোগ সহজ হওয়ার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য রয়েছে। যার ফলে এই এলাকায় ভারতীয় মুসলমানদের আগমন ঘটে। তারা অস্থায়ীভাবে এই জেলায় অবস্থান করলেও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী করে যায়। ওইসব স্থাপনার অংশ হিসেবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় চুন-সুরকি দিয়ে তাদের তৈরী করা মসজিদ। মুগল আমলের মসজিদ নামে এসব স্থাপনাগুলো পরিচিত। তেমনি চাঁদপুর সদর উপজেলার ১২ নং চান্দ্রা ইউনিয়নেরে ঘ না নদী বেষ্টিত বাখরপুর গ্রামে রয়েছে প্রায় ৪শ' বছরের পুরনো ঐতিহ্যের চিহ্ন চাঁদপুর দক্ষিণ বাখরপুর জামে মসজিদ। যেটি এখানে গায়েবি মসজিদ নামেও স্থানীয়ভাবে পরিচিত। সম্প্রতি সরেজমিন ওই মসজিদ এলাকা ঘুরে, মসজিদ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও মুসল্লিদের সাথে কথা বলে জানাগেছে এই মসজিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। জেলা সদর থেকে এই মসজিদের দুরুত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। সদরের দক্ষিণে সদর-হাইমচর সড়ক হয়ে চান্দ্রা বাজার চৌরাস্তা থেকে দক্ষিণে বাখরপুর গ্রাম। মূল সড়ক থেকে গ্রামীণ সড়ক দিয়ে চান্দ্রা ইউনিয়নের বাখরপুর পশ্চিম পাড়ায় মেঘনার নদীর খুবই নিকটেই মসজিদের অবস্থান। স্থানীয়দের তথ্যমতে এই মসজিদের নির্মাণ সালের সঠিক তথ্য সংরক্ষিত নেই এবং পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা ও প্রবীণ লোকদের মতে মুগল আমলেই এই মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। কারণ এটির নির্মাণ শৈলী দেখে তাই মনে হয়। মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে জড়িতদের মধ্যে রয়েছেন মুসল্লী নাজির পাটওয়ারী (৬৫)। তিনি বলেন, মসজিদ কমপ্লেক্সটি ২৮ শতাংশ জমির ওপর। এর মধ্যে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট মসজিদ ভবনটি ৬শতাংশ জমির ওপর নির্মিত। এরপর বিগত প্রায় ৩০ বছর পূর্বে মসজিদের মুসল্লী সংকুলান না হওয়ার কারণে মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব দিকে ৮ শতাংশের মধ্যে ৫তলা ভিতের ওপর একতলা ভবনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টির অভাবে পানি শুকিয়ে সরু হয়ে গেছে নদী। অল্প পানিতে জাল ফেলে মাছ ধরছেন এক মৎস্যজীবী। নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

জুয়া খেলার অপরাধে ৬ জন আটক

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : রাতের আঁধারে ৬ জন মিলে ৩ হাজার ৩০ টাকা নিয়ে খেলছিলেন জুয়া। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার ৭নং পলিপ্রয়াগপুর ইউনিয়নে। বিরামপুর উপজেলার ৭নং পলিপ্রয়োগপুর ইউনিয়নের টাটকপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার ওরফে ফিজুল এর ধানের চাতাল হতে তাদের আটক করা হয়েছে। এসময় তাস দিয়ে টাকার বিনিময়ে জুয়া খেলা অবস্থায় তাঁদের আটক করা হয়েছে।তাদের নিকট হতে ১ সেট [illegible] তাস ৫২টি এবং নগদ অর্থ ৩ হাজার ৩০ টাকা জব্দ করেন পুলিশ। আটককৃতরা হলেন টাটকপুর ফকির পাড়া গ্রামের সুলতান মাহমুদের ছেলে হামিদ মাহমুদ (৩২), গোলাম মোস্তফার ছেলে নাহিদ ইসলাম (২৮), মনছের আলীর ছেলে রাসেল শেখ (২৪), আব্দুস সাত্তারের ছেলে মাজারুল ইসলাম (৪২) এছাড়াও টাটকপুর ও খয়েরপাড়া গ্রামের মোখলেছার রহমানের ছেলের রায়হান কবির (২৫),ও আলিফ উদ্দিনের ছেলে আশিকুর ইসলাম(৩২)। প্রকাশ্যে জুয়া খেলায় যুব সমাজ ধ্বংসসহ সমাজে নারী নির্যাতন ও চুরি ছিনতাই রোধে প্রকাশ্য জুয়া আইন, ১৮৬৭ এর ৩/৪ ধারা মোতাবেক তাঁদের আটক করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি ফুলবাড়ি উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকার মৃত মোন্নাফ মন্ডলের ছেলে মাসুম আলী(৩৫), বিরামপুর উপজেলার জগদীশপুর এলাকার আব্দুল লতিফের ছেলে নাসিম আহমেদ(২৯), ফুলবাড়ি উপজেলার সুজাপুর মধ্যপাড়া গ্রামের জনাব আলীর ছেলে সাগর আলী(৩০) বিরামপুর উপজেলার দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর গ্রামের আজহার আলীর ছেলে আব্বাস আলী(৩০)আটক করা হয়েছে। বিরামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মমতাজুল হক জানান, টাকার বিনিময়ে জুয়া খেলার অপরাধে ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৪ জনসহ মোট ১০ জনকে দিনাজপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গজারিয়ায় নৌযান শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে লাইটার জাহাজের ধাক্কায় বাল্কহেড থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ এক নৌযান শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নৌযান শ্রমিকের নাম ওমর আলীর (৫৫)। সে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার মধ্যম পাটুলী গ্রামের জোবেদ আলীর ছেলে। গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১৫ মার্চ) দুপুর বারোটার দিকে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রাম সংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে ওই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে একটি অজ্ঞাত লাইটার জাহাজের ধাক্কায় বাল্কহেড থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয় ওমর আলী। স্কেনাফিজ তাসিম্ব নামের একটি বাল্কহেডে সুকানি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহবুব আলম বলেন, শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলের অদূরে নদীতে তার লাশটি ভেসে উঠলে স্থানীয়রা আমাদের খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কয়রা প্রেসক্লাবের সাধারণ সভায় অন্তর্ভুক্ত হলেন ৮ তরুন সাংবাদিক

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা উপজেলা প্রেসক্লাবের এক সাধারণ সভা শনিবার (১৫ মার্চ) সকাল ১০ টায় প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিয়াছাদ আলীর পরিচালনায় এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এস,এম এ রউফ, শেখ কওছার আলম, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ গোলাম রব্বানী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সাইদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক অরবিন্দ কুমার মন্ডল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ হোসেন, প্রচার সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্যাহ হাবিব, ত্রান বিষয়ক সম্পাদক শেখ জাহাঙ্গীর কবির টুলু, নির্বাহী সদস্য মোঃ হুমায়ুন কবির, শেখ মনিরুজ্জামান মনু, গ্রীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, সিনিয়র সাংবাদিক মোস্তফা শফিকুল ইসলাম, এস এম নুরুল আমিন নাহিন, মজিবার রহমান, আবুল বাশার, আজিজুল ইসলাম, মাসুদ রানা প্রমুখ।

দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হলো ইফতার সামগ্রী

বরিশাল প্রতিবেদক : পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ইফতার সামগ্রী। জেলার গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী সমাজসেবা সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয়দিনের ন্যায় শনিবার চাঁদশী ইউনিয়নের চারটি গ্রামের শতাধিক দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে আলু, পিয়াজ, তেল, চিনি, মুড়ি, ছোলা, মসুর ডালসহ মোট ১১ প্রকার খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। এসময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. পলাশ সরদার, কোষাধ্যক্ষ মো. রাশেদ সিকদার ও ক্রীড়া সম্পাদ মো. রানা সরদারসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. পলাশ সরদার বলেন, সংগঠনের সদস্যদের অর্থায়নে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও সাধ্যমত ইফতার সামগ্রী দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও এ মানবিক কার্যক্রম চলমান থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : ভারতে দোলযাত্রা বা দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সরকারি ছুটি কারণে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। তবে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও দু-দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াত অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক রয়েছে। বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি আলহাজ মহসিন মিলন জানান, ভারতীয় পেট্রাপোল কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্টস স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন থেকে পত্র দিয়ে জানিয়েছে ভারতে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সরকারি দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিসহ বন্দর ও কাস্টমসের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। সকাল থেকে পুনরায় এ বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে।

বিক্রির জন্য নিজের বাগানের কলার কাঁদি ভারে ঝুলিয়ে সাপ্তাহিক হাটে নিয়ে যাচ্ছেন একজন পাহাড়ি জুমচাষি। পবিত্র রমজান মাসে কলার চাহিদা বেশি থাকায় শহর থেকে আসা পাইকারেরা হাট থেকে কলা কিনে নিয়ে যান। দেবতাছড়ি মধ্যপাড়া, কাপ্তাই, রাঙামাটি।

রোনালদোর ৯২৮তম গোল, ১০ জন নিয়ে জয় পেল আল নাসর

স্পোর্টস ডেস্ক : বয়স কেবল একটি সংখ্যা, আর এটি একবারও প্রমাণ করে দেখালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ৪০ বছর বয়সেও যে রোনালদো প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগে রীতিমতো ভীতি ছড়াচ্ছেন, তা আবারও প্রমাণিত হলো শুক্রবার (১৪ মার্চ) সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে। আল খোলুদকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে জয়ে ফিরল আল নাসর।

সৌদি প্রো লিগে এবারের মৌসুমে আল নাসর খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স করতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে রোনালদো উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছেন। লিগে ২৪ ম্যাচে ১৯ গোল করে বর্তমানে সর্বোচ্চ গোলদাতা এই পর্তুগিজ তারকা। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তার মোট গোলের সংখ্যা ৯২৮টি। মাত্র ৭২টি গোল দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১০০০ গোলের মাইলফলক। এদিন ম্যাচের শুরুতেই আল নাসরকে লিড এনে দেন রোনালদো। খেলার চতুর্থ মিনিটে বাঁ প্রান্ত ধরে আক্রমণ চালানোর সময় সাদিও মানে জন ডুরানকে পাস দেন। ডুরান গোলমুখে শট নিতে গেলেও তা বারে লেগে ফিরে আসে। এই সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগান সিআরসেভেন, গোলরক্ষক ও দুই ডিফেন্ডারের ফাঁক গলে বল জালে পাঠিয়ে দেন। ২৬ মিনিটে আল নাসরের দ্বিতীয় গোলেও ছিল রোনালদোর অবদান। তিনি মাঝমাঠ থেকে ডি-বক্সের বাঁ প্রান্তে লম্বা পাস দেন আল নাজদিকে, যিনি পাসটি সাদিও মানেকে দেন। মানে তার কাজটি সেরে গোলটি নিশ্চিত করেন। এর কিছুক্ষণ পর, ৪১তম মিনিটে আরও এক গোল আসে আল নাসরের পক্ষে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে বল জালে পাঠান জন ডুরান।

বিরতির পর আল নাসর এক সদস্য কম নিয়ে খেলে। ৫৬তম মিনিটে নাওয়াফ বউশাল প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ফাউল করার কারণে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। তবে একজন কম নিয়ে খেললেও আল নাসর খুব বেশি চাপে পড়েনি এবং ম্যাচের ৭২তম মিনিটে জ্যাকসন মুলেকার একটি দুর্দান্ত শটে খোলুদকে একটি গোল শোধ করেন।

কয়েদি নম্বর ৮০৪, ইমরানকে স্মরণ করে ১৩ লাখ রুপি জরিমানা আমের জামালের

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) পাকিস্তান দলের অলরাউন্ডার আমের জামালকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য প্রায় ১৩ লাখ রুপি জরিমানা করেছে। জামাল গত বছর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের সময় '৮০৪' লেখা একটি হ্যাট পরেছিলেন, যা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইমরান খানের কয়েদি নম্বর বর্তমানে ৮০৪, এবং তাঁকে সমর্থনকারী দল ও জনগণ এই নম্বরকে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করে আসছে।

এই ঘটনাটি পাকিস্তানে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, ৮০৪ সংখ্যা বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জামাল মুলতানে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে ওই হ্যাটটি পরেছিলেন এবং ক্যামেরার সামনে কথা বলেন। পিসিবি এই ঘটনার পর এটিকে 'নিরপেক্ষতা নীতি' লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কারণ ক্রিকেট বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতীক বা স্লোগান প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ। পাকিস্তানের জনপ্রিয় নিউজ চ্যানেল জিও নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, জামাল যে হ্যাটটি পরেছিলেন তাতে '৮০৪' লেখা ছিল, যা সরাসরি ইমরান খানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গত বছরের মে মাস থেকে ইমরান খান কারাগারে রয়েছেন, এবং সম্প্রতি জানুয়ারিতে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে ১৪ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। এই কারণে জামালের হ্যাটটি পরিধান করাকে পিসিবি রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং জরিমানা আরোপ করেছে।

এছাড়াও, জামাল ছাড়াও পিসিবি আরও সাত ক্রিকেটারকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করেছে। এর মধ্যে তিনজন ক্রিকেটারকে গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম হোটেলে দেরিতে ফেরার কারণে ৫০ হাজার রুপি করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া, সালমান আলী আগা, সাইম আইয়ুব, আবদুল্লাহ শফিক এবং আব্বাস আফ্রিদি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় অনিয়মের দায়ে জরিমানার সম্মুখীন হয়েছেন।

ব্রাজিল দলে ফেরার আগেই ইনজুরিতে নেইমার, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অনিশ্চিত

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন নেইমার জুনিয়র। কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন কিছুতেই তাকে ছাড়ছে না। ইনজুরির কারণে আবারও ব্রাজিল স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন এই সুপারস্টার। ফলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ হারালেন তিনি। সদস্যের ব্রাজিল দলে ছিল নেইমারের নাম। দীর্ঘ ১৬ মাস আগে উরুগুয়ের বিপক্ষে হাঁটুতে গুরুতর চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল তাকে। সে সময় অস্ত্রোপচার ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে জানুয়ারিতে ফিরেছিলেন নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। সেখান থেকেই নিজেকে প্রমাণ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নতুন করে উরুর ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়েছেন নেইমার। পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে করিন্থিয়াসের বিপক্ষে সান্তোসের একাদশে ছিলেন না তিনি, এবং তার দলও পরাজিত হয়। এরপরই জানা যায় তার ইনজুরির খবর। যদিও প্রথমে চোট গুরুতর মনে হয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচ ডোরিভাল জুনিয়র নিশ্চিত করেছেন, আসন্ন ম্যাচগুলোতে নেইমারের খেলা সম্ভব নয়। নিজের ইনজুরি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে ইনস্টাগ্রামে নেইমার লিখেছেন, 'জাতীয় দলে ফিরে আসা সময়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনো ব্রাজিলের জার্সি পরে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছি না। জাতীয় দলে খেলতে আমি কতটা উন্মুখ ছিলাম তা সবাই জানে। তবে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। ইনজুরি পুরোপুরি সারিয়ে মাঠে ফেরা এখন আমার প্রধান লক্ষ্য।' শুধু নেইমারই নন, ইনজুরির কারণে দল থেকে বাদ পড়েছেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানিলো ও গোলরক্ষক এডারসনও। তাদের পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন সান্দ্রো, লুকাস পেরি এবং তরুণ স্ট্রাইকার এন্দরিক।

আলভারেজের ডাবল টাচ্ বিতর্ক: বদলে যেতে পারে পেনাল্টি শটের নিয়ম

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বে সম্প্রতি হুলিয়ান আলভারেজের বাতিল হওয়া টাইব্রেকার গোল নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গত বুধবারের ম্যাচে পেনাল্টি শট নেওয়ার পরই এই বিতর্কের সূচনা হয়। অভিযোগ উঠেছে, আলভারেজের শট নেওয়ার আগে তার দুই পা-ই বলের সঙ্গে স্পর্শ করেছে, যা 'ডাবল টাচ্' হিসেবে ধরা হয়। তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে নানা মতামত উঠে এসেছে, এবং উয়েফাও এই ঘটনার পর নিয়মটি পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আলভারেজের শট বাতিল হওয়ার পর আতলেটিকো মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ উয়েফার কাছে অভিযোগ জানায়, যেখানে তারা দাবি করে, আলভারেজের পা পিছলে গেলেও বলের স্পর্শ হয়নি। অন্যদিকে, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আলভারেজের পায়ের স্পর্শ ঠিকই বলের সাথে ছিল এবং রেফারি এই সিদ্ধান্তে ভুল করেননি। এই ঘটনা নিয়ে আরও বিশ্লেষণ শুরু হয়, এবং উয়েফা অবশেষে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানান, পেনাল্টি শট নেওয়ার সময় আলভারেজের পায়ের আরেকটি স্পর্শ ছিল বলের সাথে, যা আইন ১৪.১ অনুযায়ী রেফারিকে ভিএআর-এর মাধ্যমে গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য করেছিল। এতদিন পর্যন্ত এমন ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আলোচনা না হলেও আলভারেজের এই বিতর্কের পর উয়েফা জানায়, তারা এই বিষয়টি নিয়ে ফিফা এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) সঙ্গে আলোচনা করবে। তারা সিদ্ধান্ত নেবে, ডাবল টাচের মতো অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে পেনাল্টি শটের নিয়মে কোনো পরিবর্তন আনা উচিত কি না। এদিকে, আতলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ''কখনো শুটআউটের পেনাল্টির জন্য ভিআরের শরণাপন্ন হতে দেখি না।'' তিনি আরও বলেন, ''যাঁরা দেখেছেন বলটি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছে, তাদের হাত তোলার জন্য আমি অনুরোধ করছি।'' সিমিওনের প্রশ্নে কোনো উত্তর না আসায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন, ''এর বেশি আর কিছু বলার নেই।'' রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া এই বিতর্কের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে চাননি। তিনি বলেন, ''উয়েফা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে দেখেছে। রেফারি কোনো দলকে সাহায্য করেন না, সেটা স্পেনেও না, ইউরোপেও না।''

এদিকে, আলোচিত পোলিশ রেফারি শিমন মার্চিনিয়াক, যিনি ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনাল পরিচালনা করেছিলেন, তিনি বলেন যে, তিনি ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত ছিলেন যে, আলভারেজের পা বলের সাথে দুইবার স্পর্শ করেছে। তাই, নিজেই ভিএআরকে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, এই বিতর্কের পর পেনাল্টি শটের নিয়মে কি পরিবর্তন আসবে? ফুটবলবিশ্বের জন্য এটি একটি বড় প্রশ্ন, যা হয়তো ভবিষ্যতে আলোচিত হতে থাকবে।

কোর্তোয়া ফিরেছেন তাই বেলজিয়ান গোলরক্ষকের অবসর

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৩ সালের জুনে ইউরো বাছাইয়ে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে শেষবার বেলজিয়ামের জার্সিটা গায়ে চড়িয়েছিলেন কর্তোয়া। দমেনিকো তেদেসকো তখন বেলজিয়ামের কোচ। কিন্তু জার্মান এই কোচের সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না কোর্তোয়ার। তখনই কোর্তোয়া বিদায় জানান বেলজিয়াম জাতীয় দলকে। আর ইউরো শুরুর আগে তেদেসকোও জানান, তার পরিকল্পনায় নেই কোর্তোয়া। আর এই জটিলতার সুবাদেই কপাল খুলে যায় কোয়েন কাস্তেলসের। বেলজিয়ামের নাম্বার ওয়ান গোলরক্ষক হয়েছেন। ইউরো খেলেছেন। কিন্তু তেদেসকার অধীনে বেলজিয়াম ছিল ছন্নছাড়া। ইউরোতে কোয়ার্টারেও যেতে না পারায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে ছাঁটাই হন তেদেসকা। নতুন কোচ হিসেবে আসেন রুডি গার্সিয়া। আর তারপরেই কোর্তোয়া জানালেন, তিনি বেলজিয়ামের জার্সিতে আবার মাঠে ফিরতে রাজি। এটাই মূলত পছন্দ হয়নি কাস্তেলসের। যিনি ব্যক্তিগত কারণে দল ছেড়েছেন, তিনিই ফের ফিরে আসবেন সেটা কাস্তেলসের পছন্দ না। তবে এরচে বড় সত্য, কোর্তোয়াকে পাশ কাটিয়ে কাস্তেলসের পক্ষে বেলজিয়ামের নাম্বার ওয়ান গোলরক্ষক হওয়াটাও খুব কঠিন। সব মেনেই তাই ক্ষুব্ধ কাস্তেলস বিদায় বললেন আন্তর্জাতিক ফুটবলকে। এক

লাল কার্ডেই নিষিদ্ধ ৯ মাস, এমি মার্টিনেজদের জন্য আসছে কঠোর নিয়ম, বেকহ্যাম থেকে রোনালদো-বেল, কোচের দ্বন্দ্বে দল ছেড়েছিলেন যারা, বেলজিয়ান পডকাস্ট মিডমিডকে বলেন, 'এটা অদ্ভুত যে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তাকে বরণ করে নিতে লালগালিচা বিছিয়ে রাখছে।' তার কথায় ক্ষোভের প্রকাশ ছিল স্পষ্ট।

স্বাস্থ্য

সেহরি খাওয়ার তিন উপকারিতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : পুষ্টিবিদরা বলছেন, সেহেরি খাওয়ার তিন রকম উপকারিতা রয়েছে। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক।সেহেরি কীভাবে এই তিনটি উপকার করে থাকে এ বিষয়ে রাইজিংবিডির সঙ্গে কথা বলেছেন ল্যাবএইড হসপিটালের সিনিয়র পুষ্টিবিদ কামরুন আহমেদ। শারীরিক উপকারিতা: ১) শক্তি সরবরাহ করে - সেহেরি দিনের শুরুতে শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়, যা রোজা রাখার সময় ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করতে সহায়তা করে। ২) ডিহাইড্রেশন রোধ করে - পর্যাপ্ত পানি ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে শরীরে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় থাকে। ৩) হজমে সহায়ক - সেহেরিতে হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে এবং অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কম হয়। ৪) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় - পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা সারাদিন সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। ৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে - পরিকল্পিত সেহেরি খেলে অতিরিক্ত ক্ষুধার অনুভূতি কম হয়, ফলে ইফতারে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। **মানসিক উপকারিতা:** ১. মনোযোগ ও ধৈর্য বৃদ্ধি করে - দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলেও সেহেরির ফলে শরীরে শক্তি থাকে, যা কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ২. মস্তিষ্ক সক্রিয় রাখে - উপযুক্ত খাবার গ্রহণ করলে মস্তিষ্ক সজাগ থাকে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ে। ৩. শান্তি ও প্রশান্তি দেয় - রাতে সেহেরির জন্য ওঠার ফলে ভোরের প্রশান্ত পরিবেশ অনুভব করা যায়, যা মানসিক প্রশান্তি আনে। **আধ্যাত্মিক উপকারিতা:** ১. সুন্নত পালন - সেহেরি খাওয়া একটি সুন্নত, যা পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায়। ২.ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বাড়ায় - সেহেরি খাওয়ার মাধ্যমে ফজরের নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগ বাড়ে। ৩. সবর ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায় - রোজার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পাওয়া যায়। সেহেরি সুস্থতা ও আত্মশুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই রোজার সময় সেহেরি খাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া উচিত।

রোজা রেখে টুথপেস্ট ব্যবহার করে দাঁত ব্রাশ করা যাবে?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রোজা রাখলে অনেকের মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। অন্য মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মুখে দুর্গন্ধের কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, রোজা রেখে দাঁত ব্রাশ করা যাবে কিনা? বা টুথপেস্ট ব্যবহার করে দাঁত ব্রাশ করলে রোজা ভাঙবে কিনা? ইসলামী চিন্তাবিদরা বলেন, ''টুথপেস্ট ব্যবহার করে ব্রাশ করলে রোজা ভাঙবে না, তবে এটা অনুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কোনো কারণে যদি এমন হয় দিনে একবার ব্রাশ করার প্রয়োজন পড়ে বা মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য কেউ যদি দাঁত ব্রাশ করতে চায়, তাহলে কম ঝাঁঝালো এবং কম ঘ্রাণ যুক্ত পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা যেতে পারে। দিনের বেলায় টুথ পেস্টের পরিবর্তে মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে নেওয়া আরও ভালো। টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে চাইলে সেহেরি গ্রহণের পর পর এবং ইফতারের পরে ব্রাশ করে নিতে পারেন।'' **দাঁত ব্রাশ করার সঠিক নিয়ম** দাঁত ব্রাশ করার জন্য একটি ভালো টুথব্রাশ বাছাই করুন। ব্রাশের শলাকাগুলো যাতে বেশি শক্ত বা বেশি নরম নয়। পরিমিত মাত্রায় পেস্ট নিয়ে ইফতারের পরে এবং সেহেরির পরে দাঁত ব্রাশ করুন। সম্ভব হলে ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করুন। দাঁত ব্রাশ করার সময় ব্রাশের শলাকাগুলো দাঁতের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোনাকুনিভাবে ধরে ওপর পাটির দাঁত ওপর থেকে নিচে এবং নিচের পাটির দাঁত নিচ থেকে ওপরে ব্রাশ করে নিন।

অতিরিক্ত ভিটামিন থেকে দূরে থাকুন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ভিটামিন সাপিস্নমেন্ট শরীরের জন্য ভালো, তবে সেটা গ্রহণ করতে হবে নিয়ম অনুযায়ী। কারণ অতিরিক্ত ভিটামিনও শরীরের জন্য বিষ হয়ে উঠতে পারে... খাবার থেকে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান গ্রহণ করা ভালো উপায় হলেও অনেকেই বিকল্প উপায়ে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল খেয়ে এসবের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিনের বড়ি খেলে নানান সমস্যা হতে পারে। শরীরে সম্পূরক খাবারের প্রভাব, ক্যালসিয়াম সাপিস্নমেন্টের বিধি-নিষেধ, ভিটামিন-ইর উপকারিতা, পেশি গঠনে ভিটামিন ই, ভিটামিন ডির প্রাকৃতিক উৎস, প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চলার মাধ্যমে শরীরের দৈনিক ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা পূরণ করা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সার্বজনিন পরামর্শ। তবে অনেকেই মনে করেন, শুধু খাবার থেকে পুষ্টি ও খনিজের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, ফলে ভিটামিন সাপিস্নমেন্টের আশ্রয় নেন। ভিটামিন সাপিস্নমেন্ট শরীরের জন্য ভালো, তবে সেটা গ্রহণ করতে হবে নিয়ম মাফিক। কারণ অতিরিক্ত ভিটামিনও শরীরের জন্য বিষ হয়ে উঠতে পারে। এখানে অতিরিক্ত ভিটামিনের কুফলগুলো দেওয়া হলো। অতিমাত্রায় ভিটামিন এ: পানিতে সহজেই মিশে যায় বলে শরীর বাড়তি ভিটামিন 'এ' সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, বিশেষত যকৃতে। এতে এলার্জি হতে পারে, ফুলে যেতে পারে মুখ, ঠোঁট, জিহবা কিংবা গলা। পাশাপাশি 'ইন্ট্রাকরানিয়াল প্রেসার' মানে মাথায় খুলির ভেতরের অংশে চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, মাথা ঘোরা, বমিভাব, হাড়ের জোড়ায় ব্যথা, এমনকি অচেতন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। অতিমাত্রায় ভিটামিন সি: এটিও পানিতে সহজে দ্রবণীয়। অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি'র কারণে ডায়রিয়া, বমিভাব ও বমি, মাথাব্যথা, বৃক্কে পাথর, অনিদ্রা, বুক জ্বালাপোড়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিমাত্রায় ভিটামিন ডি: চর্বির সঙ্গে দ্রবণীয় ভিটামিন ডি। অতিরিক্ত মাত্রা খাওয়ার রুচি কমিয়ে দিতে পারে। পানিশূন্যতা, বমিভাব, মাংসপেশি দুর্বল হওয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদিও হতে পারে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত ভিটামিন গ্রহণের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক রয়েছে। অতিমাত্রায় ভিটামিন ই: এই ভিটামিন অতিরিক্ত গ্রহণ করলে ক্লান্তি বাড়ে, মাথাব্যথা এবং ত্বকে ফুসকুড়ি হয়।

ফিশ অয়েল ক্যাপসুল নারীর দেহে যা করে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বিভিন্ন গবেষণাতেই বের হয়েছে যে, নারীদেহে ফিশ অয়েলের উপকারিতা অনেক। ২০-৩০ বছর অথবা মধ্যবয়সী সব নারীই ফিশ অয়েল ক্যাপসুল খেতে পারেন এবং প্রতিদিন ব্যবহারে শারীরিকভাবে অনেক উপকারিতা লাভ করতে পারেন। চলুন তাহলে জেনে নিই ফিশ অয়েলের উপকারিতা সম্পর্কে- স্তন ক্যান্সার রোধ করে : দৈনিক ওমেগা-৩ ফিশ অয়েল সেবন করলে স্তন ক্যান্সার হওয়ার ৫০% ঝুঁকি কমে যায়। ওমেগা-৩ ও ডিএইচএ-৩-তে প্রাকৃতিকভাবেই অ্যান্টি-প্রদাহজনক পদার্থ আছে, যা ক্যান্সারের কোষ তৈরিতে বাধা প্রদান করে এবং তা শরীর থেকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। ব্যথা কমাতে : অনেক নারীর menstruation-এর সময় শরীরে যে ব্যথা হয়, ওমেগা-৩-এর ফ্যাটি অ্যাসিড সে ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। সুস্থ ভ্রূণ উৎপাদনে সহায়তা করে : নারীর গর্ভধারণ সময়ে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য। এটি সন্তান ও মায়ের মধ্যে অক্সিজেন ও পুষ্টি বিনিময় করতে সহায়তা করে। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে : একটি শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থ বিকাশের জন্য প্রচুর ডিএইচএ ওমেগা-৩-এর প্রয়োজন হয়। যদি কোনো গর্ভবতী নারী যথেষ্ট পরিমাণে ডিএইচএ সেবন না করেন তখন মায়ের মস্তিষ্ক থেকে শিশুরা ডিএইচএ পেয়ে থাকে। গবেষণায় বলা হয়েছে যে, একজন নারী সন্তান জন্মদানের পর তিনি তাদের মস্তিষ্কের ৩% কোষ হারাতে পারেন। হাই বস্নাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখে : গর্ভকালে অনেক নারীরই হাই বস্নাড প্রেসার থাকে যা গর্ভবতী নারীর জন্য ক্ষতিকর। তাই এ সময় বস্নাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং সুস্থ সন্তান জন্মদানে ওমেগা-৩-এর উপকারিতা অনেক। সঠিক তারিখে সন্তান প্রসব : ওমেগা-৩ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে প্রসবের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং সন্তান সুস্থ ও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত কিনা তা নিশ্চিত করে। সন্তান প্রসবের সময়ের বিষণ্নতা প্রতিরোধ করে : ক্লিনিক্যাল গবেষণায় বলা হয়েছে, একজন নারী সন্তান জন্মদানের পর যদি ওমেগা-৩ সেবন করেন তাহলে তার প্রসবকালীন বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নারীর সঠিক বয়সে মেনোপজ : ফিশ অয়েল প্রতিদিন নারীর শরীরের হরমোনের ভারসাম্য উন্নত করতে সহায়তা করে এবং মেনোপজ উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। অস্টিওপোরোসিস রোগ সারাতে : অস্টিওপোরোসিস সাধারণত হাড়ক্ষয় রোগ। নারীর মেনোপজের পর এ রোগটি দেখা দেয়। কিন্তু ফিশ অয়েলের ফ্যাটি অ্যাসিড অস্টিওপোরোসিস রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। হৃদরোগ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে : হৃদরোগ এমন একটি রোগ যা নারীর হলে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি এবং অন্য যে কোনো রোগ যেমন স্তন ক্যান্সার থেকেও হৃদরোগ খুব ক্ষতিকর।

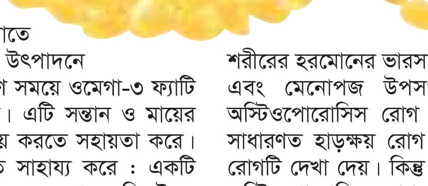

পেঁপে পাতার যত উপকার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : পেঁপে পাতায় রয়েছে এক ধরনের এনজাইম যা সুস্থতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এনজাইম ছাড়াও এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল। ডেঙ্গুসহ আরও অনেক রোগ প্রতিরোধে এই পাতার ভূমিকার কথা বলা হয়েছে নানা গবেষণায়। জেনে নিন পেঁপে পাতা কোন কোন রোগ থেকে দূরে রাখবে আপনাকে। পেঁপে পাতার এমন এক ধরনের উপাদান রয়েছে, যা রক্তের প্লাটিলেট বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ডেঙ্গু রোগীদের মহৌষধ বলা হয় পেঁপে পাতাকে। ত্বকের ক্যানসার প্রতিরোধ করে এই পাতা। পেঁপে পাতায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যকৃতের রোগ থেকে দূরে রাখে। বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে নিয়মিত পেঁপে পাতা খেতে পারেন। এনার্জি বাড়াতে এর জুড়ি নেই। হৃদরোগ থেকে দূরে রাখে। অ্যাসিডিটির সমস্যা দূর করতে সক্ষম এই পাতা। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়মিত পেঁপে পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে ৭ সবজি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রাকৃতিক উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ৭ সবজিসুন্দর ত্বকের জন্য কেবল রূপচর্চাই যথেষ্ট নয়। এজন্য খাদ্য তালিকায় রাখা চাই এমন কিছু সবজি যা ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল ও সুন্দর করে। সবজির পাশাপাশি তাজা ফল ও পর্যাপ্ত পানি পান করাও জরুরি। জেনে নিন কোন সবজিগুলো নিয়মিত খেলে পাবেন উজ্জ্বল ত্বক। **শসা** কেবল ওজন কমাতেই নয়, ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতেও অতুলনীয় শসা। প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে এতে। এ ছাড়া ভিটামিন সি ও এ মিলবে এ সবজি থেকে। এসব উপাদান ত্বকের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করে। **পালং শাক,** বিটা-ক্যারোটিনযুক্ত পালং শাক খেলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা পাবে। এছাড়াও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, আয়রন ও ফলেট পাওয়া যায় পালং শাক থেকে। এগুলো রক্তের সঠিক চলাচলে সাহায্য করে ও ভেতর থেকে উজ্জ্বল করে ত্বক। **করলা,** তিতা করলা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে এটি ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল করে। **মিষ্টি আলু,** মিষ্টি আলুতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি এবং ই। এগুলো ত্বক টানটান রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নিয়মিত মিষ্টি আলু খেলে পাবেন উজ্জ্বল ত্বকও। **গাজর,** প্রাকৃতিক উজ্জ্বল ত্বক পেতে চাইলে নিয়মিত গাজর খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে রয়েছে এমন কিছু ভিটামিন ও মিনারেল, যা ভেতর থেকে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

এ ছাড়া সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে ত্বক। **ক্যাপসিকাম** নিয়মিত ক্যাপসিকাম খেলে ত্বক দ্রুত বুড়িয়ে যাবে না। এ ছাড়া এতে থাকা ভিটামিন বি৬ এবং সি ত্বকের কোষ সুস্থ রাখে। **বাঁধাকপি,** স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য বাঁধাকপি রাখুন খাদ্য তালিকায়। এতে থাকা সালফার, ভিটামিন সি, কে এবং বি৬ ত্বক রাখে সুন্দর ও উজ্জ্বল।